গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

www.mopa.gov.bd

প্রকাশকাল

১১ অক্টোবর ২০২১

প্রকাশক

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নির্দেশনায়

জনাব কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধান

জনাব মো: আলি কদর
অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ

সম্পাদন কমিটি

১.	জনাব মো: আবুল হাছানাত হুমায়ুন কবীর, যুগ্মসচিব	আহ্বায়ক
২.	জনাব নূর্সিয়া কমল, উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সরকার, উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	জনাব নাঈমা হোসেন, উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	জনাব রিপন চাকমা, উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	জনাব মোহাম্মদ আশফাকুল হক চৌধুরী, উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	জনাব আবু কায়সার খান, উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	জনাব মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন, উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	জনাব মোঃ মোস্তফা, অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	জনাব মো: জাকির হোসেন, উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

মুদ্রণ : বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

স্বত্ব : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

ফরহাদ হোসেন, এম.পি.
প্রতিমন্ত্রী
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ‘বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১’ প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে চলছে। এ লক্ষ্যে তিনি ‘রূপকল্প ২০২১’, ‘রূপকল্প ২০৪১’ এবং ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ নির্ধারণ করেছেন। ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’-তে এ রূপকল্পসমূহ বাস্তবায়নে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে মেধাসম্পন্ন জনবল নিয়োগ এবং তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত ও তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক জনপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টা এ প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে।

‘বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১’-এ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং মাঠ প্রশাসনে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেই সংগে ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কেও এতে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে। প্রতিবেদনটি মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখবে।

‘বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১’ প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ফরহাদ হোসেন, এম.পি.

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি মনোভাব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে-কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। তথ্য অধিকার আইন, ২০১৯ অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে যাচ্ছে। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে 'বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২১' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদন একদিকে যেমন সার্বিক কর্মকাণ্ডের একটি খণ্ডচিত্র তেমনি সরকারি কাজকে কর্মপরিকল্পনার ছকে এনে বাস্তবায়ন করার একটি অঙ্গীকার হিসাবেও পরিগণিত হয়।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেক অনুবিভাগের কার্যাবলি, উল্লেখযোগ্য সফলতা, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রকাশে বার্ষিক প্রতিবেদন সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়াও উল্লিখিত মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার প্রতি অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি, ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা/ সমঝোতা স্মারক/চুক্তি ও বৈদেশিক সফরে অর্জিত সফলতার বিবরণ এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের তথ্য প্রতিবেদনটিতে বাণীবদ্ধ হয়েছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি অনুবিভাগের পাশাপাশি সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রত্যেক অর্থবছরের গৃহীত কার্যাবলির তথ্য, কর্মপরিকল্পনার তথ্য, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনার তথ্য, এসডিজি কার্যক্রম বাস্তবায়ন তথ্য ইত্যাদি বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

সাধারণ জনগণকে আস্থায় নিয়ে রাষ্ট্রের কল্যাণে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সরকারি প্রতিটি দপ্তর আজ কাজ করে যাচ্ছে। সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পর্যায়ের সকলে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনে ব্রতী হবে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব হবে।

আমি 'বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২১'-এর সফলতা কামনা করছি। এ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

কে এম আলী আজম

মো: আলি কদর
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদকীয়

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের তাৎপর্যকে সামনে রেখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এস.ডি.জি) অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" এর ৬ ধারার নির্দেশনার আলোকে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অংশ হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ প্রকাশিত হলো। এই প্রতিবেদনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যাবলি, সম্পাদিত কার্যক্রম, উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিবরণ, অর্থবছরের কর্ম পরিকল্পনা, বাজেট বরাদ্দ, সংস্থা/দপ্তর ও মাঠ প্রশাসনের যাবতীয় তথ্যসহ কর্মরত কর্মচারীদের তথ্য সন্নিবেশিত করে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হলো।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে জনবল কাঠামো অনুমোদন, নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি প্রদান এবং এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন, পদ সৃজন, বিলোপ ও স্থায়ীকরণ, অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ, আত্মীকরণ, পদমান উন্নীতকরণ, চাকুরী শৃঙ্খলা বিধান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে। জনপ্রশাসনে সংস্কার আনয়নে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সুবিধাদি প্রদানের বিষয়টি যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর কতিপয় ধারা উপধারা সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ সংশোধন করা হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন এ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের একটি দলিলও বটে। এ সাথে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের আর্থিক ও কর্ম পরিকল্পনা সংযোজনের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের পরবর্তী সময়ের বাস্তব কর্ম-পরিকল্পনার রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়েছে যা অর্পিত দায়িত্ব প্রতিপালন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি অনুবিভাগ স্ব স্ব বিভাগ ও শাখা সমন্বয়ে নিবিড়ভাবে শ্রম ও মেধা দিয়ে সহযোগিতা ও অবদান রেখেছেন। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন BPATC, বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, BIAM, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ও সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এ প্রকাশনাটি সমৃদ্ধ করতে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে। দপ্তর, সংস্থা ছাড়াও বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিক পর্যায় থেকেও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রতিবেদন প্রকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে।

এ প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আমি ধন্যবাদ জানাই। অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন এম. পি. ও সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব কে. এম আলী আজমকে তাদের মূল্যবান দিক নির্দেশনার জন্য। এ প্রতিবেদনটি তথ্যবহুল ও সরকারি কার্যক্রমের অংশ বিধায় একটি Public Document হিসেবে বিবেচিত। প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন প্রতি মুহূর্তেই একে সমৃদ্ধ করবে। এ বিষয়ে সকলের মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা।

মো: আলি কদর

সূচিপত্র

ক্রমিক		বিষয়	পৃষ্ঠা
১.০		জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি	১-৫
২.০		জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি	৬-৭
৩.০		জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৮
	৩.১	উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও গোপনীয় অনুবেদন অনুবিভাগ	৮
	৩.২	প্রশাসন অনুবিভাগ	৮-৯
	৩.৩	নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রেষণ অনুবিভাগ	৯
	৩.৪	ক্যারিয়ার প্ল্যানিং অ্যান্ড ট্রেনিং অনুবিভাগ	১০
	৩.৫	সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ	১০
	৩.৬	শৃঙ্খলা ও তদন্ত অনুবিভাগ	১০-১১
	৩.৭	আইন অনুবিভাগ	১১
	৩.৮	বিধি অনুবিভাগ	১১
	৩.৯	সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগ	১১-১২
৪.০		২০১৯-২০ অর্থবছরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি	১২-২৬
৫.০		২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা	২৭-৩৩
৬.০		এস.ডি.জি. অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা	৩৩
৭.০		তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম	৩৩
৮.০		দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নসংক্রান্ত কার্যক্রম	৩৪-৩৬
৯.০		জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার পরিচিতি ও কার্যক্রম	৩৭-৫৯
	৯.১	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বি.পি.এ.টি.সি.)	৩৭-৪২
	৯.২	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি	৪২-৪৬
	৯.৩	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন	৪৭-৪৮
	৯.৪	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	৪৯-৫২
	৯.৫	সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর	৫৩-৫৫
	৯.৬	মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	৫৫-৫৮
	৯.৭	সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল	৫৮-৫৯

ক্রমিক	বিষয়		পৃষ্ঠা
১০.০	মাঠ প্রশাসন		৬০-১৬৫
	১০.১	ঢাকা বিভাগ	৬১-৬৯
	১০.২	চট্টগ্রাম বিভাগ	৬৯-৮৮
	১০.৩	রাজশাহী বিভাগ	৮৮-৯৬
	১০.৪	রংপুর বিভাগ	৯৭-১০৫
	১০.৫	ময়মনসিংহ বিভাগ	১০৫-১১৮
	১০.৬	খুলনা বিভাগ	১১৯-১৫৭
	১০.৭	বরিশাল বিভাগ	১৫৭-১৬৩
	১০.৮	সিলেট বিভাগ	১৬৩-১৬৫
১১.০	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট		১৬৬
১২.০	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদান করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীদের নাম ও ঠিকানা		১৬৬
১৩.০	ফটোগ্যালারি		১৬৭-১৭২

১.০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি

প্রজাতন্ত্রের গণকর্মচারী নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। এ কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য গণকর্মচারী নিয়োগবিধি ও চাকরিবিধি প্রণয়নও এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নিয়োজিত জনবলের সংগঠিত ও প্রমিত কর্মজীবন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন ও প্রসারের মতো তাৎপর্যমণ্ডিত বহুমুখী দায়িত্ব পালনেও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সক্রিয় ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রবর্তিত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব ঐতিহ্যগতভাবেই পালন করে থাকেন। বর্তমানে জনাব ফরহাদ হোসেন, এম.পি. এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন।

১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের Home Department-এর নিয়ন্ত্রণাধীন General Administration Branch সরকারি কর্মচারী নিয়োগসংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্বে ছিল। Provincial Reorganization Committee-এর সুপারিশক্রমে ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে এটি Service and General Administration (S. & G. A.) নামে একটি স্বতন্ত্র Department-এর মর্যাদা লাভ করে। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের আমলে Establishment Division হিসাবে এ মন্ত্রণালয়ের যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতার পর ১২.০১.১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী ও পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন Establishment Division-এর দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে Establishment Division থেকে O & M Division নামে পৃথক একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। সৃজিত O & M Division স্বতন্ত্র বিভাগের মর্যাদা লাভ করার এক বছরের মধ্যেই পুনরায় Establishment Division-এর O & M অনুবিভাগ হিসাবে অঙ্গীভূত হয় এবং একজন মন্ত্রীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে সংস্থাপন বিভাগের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে Martial Law Committee on Reorganizational Set-up সকল সরকারি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর/পরিদপ্তরসহ সকল স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্য সাধনে গঠিত এনাম কমিটি Establishment Division-কে পরবর্তী সময়ে Ministry of Establishment & Reorganization নামকরণের সুপারিশ করে। পরে Ministry of Establishment & Re-organization-এর পরিবর্তিত নামকরণ হয় Ministry of Establishment। সময়ের আবর্তনে কার্যসম্পৃক্ত নামকরণের চাহিদা অনুভূত হওয়ায় ২৮.০৪.১১ খ্রিষ্টাব্দে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (Ministry of Public Administration) করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এম.পি. এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং জনাব ফরহাদ হোসেন, এম.পি. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন।

২০২১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যআয়ের দেশে পরিণত করা এবং ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এস.ডি.জি. অর্জনে দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত, সেবামুখী, জবাবদিহিমূলক, জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে প্রজাতন্ত্রের কর্মসম্পাদনে মেধাসম্পন্ন জনবল নিয়োগ, তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করছে। এ মন্ত্রণালয় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর অধীন দপ্তর/প্রতিষ্ঠান এবং স্ব-শাসিত সংস্থার জনবল ও সরঞ্জামসহ সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন/পুনর্বিন্যাসে সম্মতি প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার বিলুপ্তি বা আকার সংকোচনের কারণে উদ্বৃত্ত জনবলের যথাযথ আত্তীকরণসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে। সরকারি কর্মচারী নিয়োগ, চাকরি-বিধি প্রণয়ন, এ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান, নিয়োজিত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসভুক্ত সকল ক্যাডার ও জনপ্রশাসনের ঊর্ধ্বতন পদে যথোপযুক্ত জনবল নিয়োগ, কর্মচারীদের আচরণবিধি প্রণয়ন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মচারীদের শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে। তা ছাড়া সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে উপযুক্ত ও দক্ষ জনবল নিয়োগে অনুঘটক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। রাষ্ট্রের জনসেবামূলক কাজে নিয়োজিত জনবল, সংগঠন ও তাঁদের প্রমিত কর্মজীবন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি তাঁদের সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কাজের জন্য জনপ্রশাসন পদক প্রদান, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন ও সঞ্চালনের মতো তাৎপর্যপূর্ণ বহুমুখী দায়িত্ব পালনেও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

১.১ রূপকল্প (Vision)

দক্ষ ও কার্যকর জনপ্রশাসন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে একটি দক্ষ, সেবামুখী ও জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসন গড়ে তোলা।

১.৩ সাংগঠনিক কাঠামো

এ মন্ত্রণালয়ে ৯টি অনুবিভাগ, ২৬টি অধিশাখা ও ৭৩টি শাখা/ইউনিট/কোষ রয়েছে; তা ছাড়া বাংলাদেশ সচিবালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং লোক-প্রশাসন কম্পিউটার কেন্দ্র এ মন্ত্রণালয়ের অধীন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের ১৫৪টি, ১০ম গ্রেডের ১৩১টি, ১১-১৬তম গ্রেডের ১৪৮টি ও ১৭-২০তম গ্রেডের ১৪১টিসহ মোট ৫৭৪টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। অনুমোদিত পদের বিপরীতে ১ জন সিনিয়র সচিব, ৮ জন অতিরিক্ত সচিব, ১৯ জন যুগ্মসচিব, ৫৯ জন উপসচিব, ৮ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ৮ জন সহকারী সচিব, ১ জন বিশেষজ্ঞ, ১ জন তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, ১ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান এবং লাইব্রেরিয়ান/সিনিয়র অনুবাদ কর্মকর্তা/অনুবাদ কর্মকর্তা/অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার/গবেষণা কর্মকর্তা/হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/সিনিয়র সিস্টেমস্ অ্যানালিস্ট/সহকারী প্রোগ্রামার পদবির কর্মচারী কর্মরত।

১.৪ বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মরত গ্রেডভিত্তিক জনবল নিম্নরূপ :

৯ম গ্রেড হতে তদূর্ধ্ব

ক্রমিক নং	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত/ সংযুক্তিকৃত পদ সংখ্যা	শূন্যপদের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	সচিব/সিনিয়র সচিব	০১	০১	-	-
২.	অতিরিক্ত সচিব	০২	০৯	-	
৩.	যুগ্মসচিব	০৫	১৯	-	(০৭ জন অতিরিক্ত সচিব কর্মরত)
৪.	সিনিয়র সিস্টেমস্ অ্যানালিস্ট/উপসচিব	০১	-	-	
৫.	সিনিয়র সিস্টেমস্ অ্যানালিস্ট	০১	০১	-	-
৬.	উপসচিব	নিয়মিত ২৪	২৪	-	(১৬ জন যুগ্মসচিব কর্মরত)
		সুপারনিউমারারি-৩৭	৩৭	-	
৭.	বিশেষজ্ঞ (ফরম্স)	০১	০১	-	-
৮.	আইন কর্মকর্তা/উপসচিব	০১	-	-	-
৯.	উপপ্রধান	০১	-	-	*যুগ্মসচিব কর্মরত
১০.	সিস্টেম অ্যানালিস্ট/সিনিয়র প্রোগ্রামার	০১	-	-	-
১১.	সিস্টেম অ্যানালিস্ট	০১	-	-	-
১২.	সহকারী সচিব/সি. সহ. সচিব	৩৪	১৭	-	(০৯ জন উপসচিব কর্মরত)
১৩.	অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার/সি. অ্যা. অ.	১২	০৪	-	(০৬ জন সি.স.সচিব ০৩ জন স.সচিব কর্মরত)
১৪.	সহকারী প্রধান/সি. সহ. প্রধান	০২	০২	-	

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত/ সংযুক্তিকৃত পদ সংখ্যা	শূন্যপদের সংখ্যা	মন্তব্য
১৫.	সিনিয়র অনুবাদ কর্মকর্তা	০১	০১	-	-
১৬.	প্রোগ্রামার	০২	০২	-	-
১৭.	কম্পিউটার অপারেশন সুপারভাইজার	০১	০১	-	-
১৮.	অনুবাদ কর্মকর্তা	০১	০১	-	-
১৯.	গবেষণা কর্মকর্তা/সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা	০৮	০১	-	* ০৬ জন স.স./ সি.স.স. কর্মরত
২০.	নথিরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	-	-
২১.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	-	-
২২.	লাইব্রেরিয়ান	০১	০১	-	-
২৩.	সহকারী প্রোগ্রামার	০৮	০৬	-	-
২৪.	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০১	০১	-	-
২৫.	সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১	-	-
	মোট	**১৫৪**	**১৩২**	**২২**	-

বি. দ্র. ক. অনুমোদিত পদের সংখ্যা : ১৫৪টি;
খ. পূরণকৃত পদের সংখ্যা : ১২৪টি; এবং
গ. শূন্যপদের সংখ্যা : ২২টি।

* ৯ম গ্রেড হতে তদূর্ধ্ব পর্যায়ের পদগুলো অধিকাংশই ক্যাডার পদ। ৩০.০৭.২০২১ তারিখ পর্যন্ত ২২টি পদ শূন্য থাকলেও এ পদগুলো বদলি/অবমুক্তিজনিত প্রতিনিয়ত হ্রাস/বৃদ্ধি ঘটে বিধায় এ পদগুলোকে শূন্য ধরা হয় না।

১০ম গ্রেডের কর্মকর্তা

ক্রমিক	পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত পদের সংখ্যা	শূন্যপদের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৮৯	৮৭	০২	১০% সংরক্ষণ করা হয়েছে
২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩৮	৩৪	০৪	
৩.	প্রটোকল অফিসার	০১	০১	-	
৪.	সহকারী গ্রন্থাগারিক	০১	০১	-	
৫.	ডেটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার	০১	-	০১	
৬.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	-	
	মোট	**১৩১**	**১২৪**	০৭	

বি. দ্র. ক. অনুমোদিত পদের সংখ্যা : ১৩১টি;
খ. পূরণকৃত পদের সংখ্যা : ১২৪টি; এবং
গ. শূন্যপদের সংখ্যা : ০৭টি।

১১-১৬ গ্রেডের কর্মচারী

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত পদের সংখ্যা	শূন্যপদের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	গবেষণা সহকারী	০৪	০১	০৩	পদগুলো বিলুপ্তির প্রক্রিয়াধীন
২.	তদন্তকারী	০২	০১	০১	পদগুলো বিলুপ্তির প্রক্রিয়াধীন
৩.	ক্যাটালগার	০৩	০৩	-	-
৪.	ক্যাটলগার/ডকুমেন্টেশন সহকারী	০১	০১	-	-
৫.	রেফারেন্স সহকারী	০১	০১	-	-
৬.	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৬৯	৫৮	১১	সম্প্রতি শূন্য হয়েছে
৭.	হিসাবরক্ষক	০৩	০২	০১	-
৮.	উচ্চমান সহকারী	০১	০১	-	-
৯.	কম্পিউটার অপারেটর	১০	০৯	০১	-
১০.	ক্যাশিয়ার	০১	০১	-	-
১১.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৪০	৪০	-	-
১২.	প্লেইন পেপার কপিয়ার	০১	০১	-	-
১৩.	বুক বাইন্ডার/সর্টার	০২	০২	-	-
১৪.	ডেটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	০৯	০৭	০২	-
১৫.	ইলেকট্রিশিয়ান	০১	০১	-	-
মোট		**১৪৮**	**১২৯**	**১৯**	-

বি. দ্র. ক. অনুমোদিত পদের সংখ্যা : ১৪৮টি;

খ. পূরণকৃত পদের সংখ্যা : ১২৯টি; এবং

গ. শূন্যপদের সংখ্যা : ১৯টি।

বি. দ্র. বিলুপ্তি প্রস্তাবের পদগুলা শূন্য দেখানো হয়েছে।

১৭-২০ গ্রেডের কর্মচারী

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত পদের সংখ্যা	শূন্যপদের সংখ্যা
১.	ক্যাশ সরকার	০১	০১	-
২.	ফ্রেংকিং মেশিন অপারেটর (ফটোকপি অপারেটর)	০১	০১	-
৩.	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	০২	০১	০১
৪.	পলিশার	০২	০২	-
৫.	দপ্তরি	০৪	০৩	০১
৬.	অফিস সহায়ক (এম.এল.এস.এস.)	১৩০	১১১	১৯
৭.	ফরাস	০১	০১	-
	মোট	**১৪১**	**১২০**	**২১**

বি. দ্র. ক. অনুমোদিত পদের সংখ্যা : ১৪১টি;
খ. পূরণকৃত পদের সংখ্যা : ১২০টি; এবং
গ. শূন্যপদের সংখ্যা : ২১টি।

১.৫ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ নিম্নরূপ :

১.৫.১ সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর

(ক) সরকারি সড়ক পরিবহণ

(খ) সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানা

(গ) সরকারি নৌপরিবহণ

১.৫.২ মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

(ক) গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস

(খ) বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়

(গ) বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস

(ঘ) বাংলাদেশ নিরাপত্তা মুদ্রণালয়

(ঙ) বাংলাদেশ স্টেশনারি অফিস

১.৫.৩ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি

১.৫.৪ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বি.পি.এ.টি.সি.)

১.৫.৫ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড

১.৫.৬ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউ অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন

১.৫.৭ সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল

১.৬ মাঠ প্রশাসন

(ক) বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়

(খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

(গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়

২.০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি :

Allocation of Business Among The Different Ministries and Divisions (Revised up to July ২০১৪) অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ :

২.১ চাকরি ব্যবস্থাপনা ও এর শর্তাবলি নির্ধারণসংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন (নিয়োগ পদ্ধতি, বয়সসীমা, যোগ্যতা, নির্দিষ্ট এলাকা ও নারী-পুরুষভেদে পদ সংরক্ষণ, স্বাস্থ্যগত উপযুক্ততা পরীক্ষা, নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, প্রেষণ, ছুটি, ভ্রমণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, পদোন্নতি, অতিক্রমণ, অবসর, বয়স উত্তীর্ণতা, পুনর্নিয়োগ, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, অবসরভাতার শর্তাবলি, মর্যাদা নির্ধারণ ইত্যাদিসংক্রান্ত নীতি);

২.২ পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধিসংক্রান্ত কার্যক্রম;

২.৩ দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়পরায়ণ এবং স্বচ্ছ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন;

২.৪ সকল সরকারি কর্মচারীকে সংবিধান, আইন, বিধি, প্রবিধি ও সংবিধিবদ্ধ আদেশ দ্বারা বা তাদের অধীন প্রদত্ত অধিকার ও বিশেষ অধিকার লাভের নিশ্চয়তা বিধান;

২.৫ এ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত চাকরির যাবতীয় বিধি ও আদেশসংক্রান্ত শর্তাবলির ব্যাখ্যা প্রদান;

২.৬ প্রজাতন্ত্রের কর্মে বিদেশি নাগরিক নিয়োগসংক্রান্ত নীতি এবং বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে বিদেশিদের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ;

২.৭ অসামরিক পদে অবৈতনিক নিয়োগ;

২.৮ চাকরি ও পদের শ্রেণিবিন্যাস এবং মর্যাদা নির্ধারণসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ও প্রণয়ন;

২.৯ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীবৃন্দ ব্যতীত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনে কর্মরত কর্মচারীদের মর্যাদা নির্ধারণসহ নন-সেক্রেটারিয়েট পদসমূহকে পদাধিকারবলে সেক্রেটারিয়েট পদমর্যাদা প্রদান;

২.১০ উদ্‌বৃত্ত গণকর্মচারীদের আত্তীকরণ ও নিয়োগসংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন;

২.১১ ক্যাডার সার্ভিস গঠন এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ক্যাডার সার্ভিসসমূহের যথাযথ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

২.১২ সচিবালয়ে কর্মচারী নিয়োগসংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন এবং তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ;

২.১৩ ক্যাডার সার্ভিসসমূহে নিয়োগদান;

২.১৪ বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের নিয়ন্ত্রণ, বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডার কর্মকর্তাদের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ এবং এ মন্ত্রণালয়ের ক্যাডারবহির্ভূত সকল কর্মচারীর নিয়োগ দান;

২.১৫ উপজেলা, জেলা ও বিভাগসমূহের প্রশাসনিক পদে কর্মচারীদের নিয়োগ ও বদলি;

২.১৬ প্রকল্পসমূহে বিশেষজ্ঞ/উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করার জন্য এবং দেশে ও বিদেশে চাকরির জন্য সরকারি কর্মচারীদের মনোনয়ন প্রদান;

২.১৭ জাতিসংঘ এবং এর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনসমূহের চাকরিতে জাতীয় প্রতিনিধি হিসাবে সরকারি কর্মচারীদের মনোনয়ন প্রদান;

২.১৮ সরকারি কার্যাবলির উন্নততর ও সাশ্রয়ী সম্পাদনে প্রশাসনিক গবেষণা, ব্যবস্থাপনা ও সংস্কারসাধন;

২.১৯ সরকারি দপ্তরসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিবেচনা ও সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২.২০ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংযুক্ত এবং অধস্তন দপ্তরসমূহের সংগঠন, কার্যাবলি, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার পুনর্বিবেচনা;

২.২১ সরকারি ফর্মসমূহের সহজীকরণ;

২.২২ সচিবালয় নির্দেশমালা হালনাগাদকরণ;

২.২৩ জনশক্তির সর্বাধিক সদ্‌ব্যবহারের জন্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধস্তন দপ্তরসমূহ পরিদর্শন;

২.২৪ বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যতীত কর্পোরেশন, বোর্ড কর্তৃপক্ষ, সংবিধিবদ্ধ সংস্থার পরিচালনা বোর্ডের সদস্য ও ব্যবস্থাপনা বোর্ডে চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগ;

২.২৫ প্রেষণে নিয়োগসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

২.২৬ বাংলাদেশ সচিবালয়ে ১ম থেকে ৯ম গ্রেডের সকল কর্মচারী নিয়োগ এবং তাঁদের আন্তঃমন্ত্রণালয় বদলিসংক্রান্ত কার্যক্রম;

২.২৭ মন্ত্রিসভার সদস্য, অন্যান্য মন্ত্রী এবং উপদেষ্টাদের একান্ত সচিব ও সহকারী একান্ত সচিবের নিয়োগ ও বদলি;

২.২৮ এ মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত ও অধস্তন দপ্তর এবং সংস্থাসমূহ যথা : (১) বি.পি.এ.টি.সি., (২) বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমি, (৩) মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, (৪) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, (৫) সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, (৬) বিয়াম ফাউন্ডেশন এবং (৭) সরকারি কর্মচারী হাসপাতালসংক্রান্ত সকল বিষয়;

২.২৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে : (১) বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়; (২) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়; এবং (৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সংক্রান্ত সকল বিষয়;

২.৩০ মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত উন্নত জনসেবা নিশ্চিতকরণ;

২.৩১ তদন্ত, আপিল ও পুনর্বিবেচনা এবং এ-সংক্রান্ত সকল বিষয়সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন;

২.৩২ বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ এবং এ-সংক্রান্ত কার্যক্রম;

২.৩৩ অফিস সময়সূচি নির্ধারণ এবং সরকারি ছুটি ঘোষণাসংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন;

২.৩৪ স্টেশনারি দ্রব্যাদি ব্যবহার, মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংযুক্ত ও অধস্তন অফিসসমূহে সরবরাহসংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন;

২.৩৫ সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণসংক্রান্ত কার্যক্রম;

২.৩৬ সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের কল্যাণ, যৌথবিমা তহবিল এবং কল্যাণ মঞ্জুরির প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত কার্যক্রম;

২.৩৭ সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং কর্পোরেশনসমূহের অফিস ও আবাসিক টেলিফোন, ফ্যাক্স ও আই.এস.ডি. ফোন, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোনের প্রাপ্যতাসংক্রান্ত নীতি;

২.৩৮ সরকারি কর্মচারীদের পোশাকাদি ও এ-সংক্রান্ত নীতি;

২.৩৯ সরকারি যানবাহন ব্যবহার, মেরামত ও হস্তান্তরসংক্রান্ত নীতি;

২.৪০ এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন ও কর্মচারীদের অবসরভাতা এবং অন্যান্য অবসর সুবিধা মঞ্জুরি;

২.৪১ বিভাগীয় পরীক্ষার বিধিমালা প্রণয়ন;

২.৪২ চাকরির ইতিবৃত্ত, অসামরিক কর্মচারীদের হালনাগাদ পদায়ন তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;

২.৪৩ বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি এবং সিলেকশন বোর্ডসমূহের গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কিত নীতি;

২.৪৪ সরকারি কর্মচারীদের পেশাগত উন্নয়নসংক্রান্ত বিষয়সমূহ;

২.৪৫ চাকরিজীবী সমিতিসংক্রান্ত সকল বিষয়;

২.৪৬ সরকারি কর্মচারীদের আইনানুগ ব্যয় পরিশোধ;

২.৪৭ জনশক্তি পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ব্যবহারের জন্য অসামরিক কর্মচারীসংক্রান্ত উপাত্ত/পরিসংখ্যানের সংকলন;

২.৪৮ সচিবালয় মহাফেজখানা এবং গ্রন্থাগার রক্ষণাবেক্ষণ;

২.৪৯ সরকারি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার ও বাস্তবায়ন;

২.৫০ অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুমোদন;

২.৫১ বাংলাদেশে ও বিদেশে সরকারি কর্মচারীদের প্রশিক্ষণসম্পর্কিত নীতি;

২.৫২ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে লিয়াজোঁ এবং এ মন্ত্রণালয়সর্ম্পকিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অন্যান্য দেশ ও বিশ্বসংস্থার সঙ্গে চুক্তি ও সমঝোতাসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ;

২.৫৩ এ মন্ত্রণালয়সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ;

২.৫৪ এ মন্ত্রণালয়সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকল আইন;

২.৫৫ আদালতে গৃহীত ফি ব্যতীত এ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত যে-কোনো বিষয়সম্পর্কিত ফি; এবং

২.৫৬ বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের সকল কর্মচারী এবং অন্যান্য ক্যাডারের ৫ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারীদের ক্যারিয়ার প্ল্যানিং-এর জন্য ডেটাবেজ ব্যবস্থাপনা।

৩.০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মবণ্টনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

৩.১ উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও গোপনীয় অনুবেদন অনুবিভাগের কার্যাবলি :

একজন অতিরিক্ত সচিবের তত্ত্বাবধানে অনুবিভাগের কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। এ অনুবিভাগে ১ জন অতিরিক্ত সচিব, ৩ জন যুগ্মসচিব, ৮ জন উপসচিব এবং ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের অন্যান্য কর্মচারী কর্মরত। এ অনুবিভাগের কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

৩.১.১ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন সকল দপ্তর/সংস্থার জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৩.১.২ বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনসংক্রান্ত বিধি প্রণয়নসম্পর্কিত কার্যাবলি;

৩.১.৩ বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের সকল কর্মচারী এবং সরকারের উপসচিব থেকে তদূর্ধ্ব কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা। এ ছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পূর্বতন ননক্যাডার প্রথম শ্রেণি তথা বর্তমান ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মচারীদের গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;

৩.১.৪ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক প্রশাসন ক্যাডারসহ উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মচারী এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পূর্বতন ননক্যাডার প্রথম শ্রেণি তথা বর্তমান ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মচারীদের গোপনীয় অনুবেদনের সারসংক্ষেপ (abstract) সরবরাহকরণ;

৩.১.৫ সরকারি কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ফর্ম সংশোধন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন ইত্যাদি বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

৩.১.৬ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং সার্কিট হাউজসংক্রান্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৩.২ প্রশাসন অনুবিভাগের কার্যাবলি :

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব এ অনুবিভাগের প্রধান; ৪টি অধিশাখা, ১১টি শাখা, বাংলাদেশ সচিবালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, হিসাবকোষ, গ্রহণ ও বিতরণ ইউনিট এবং সচিবালয় মহাফেজখানার সমন্বয়ে প্রশাসন অনুবিভাগের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে। এ অনুবিভাগে ১ জন অতিরিক্ত সচিব, ৪ জন যুগ্মসচিব, ১১ জন উপসচিব, ৩ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ১ জন সহকারী সচিব, ১ জন লাইব্রেরিয়ান, ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এবং ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের অন্যান্য কর্মচারী কর্মরত; এ অনুবিভাগের কার্যাবলি নিম্নরূপ :

৩.২.১ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জন্য পদ সৃজন/অভ্যন্তরীণ কর্মচারী নিয়োগ/বদলি/পদোন্নতি/প্রশিক্ষণ/ছুটি/বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডার এবং মন্ত্রণালয়ের ক্যাডারবর্হিভূত কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের ঋণ মঞ্জুর/পেনশন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রশাসনিক কার্যক্রম;

৩.২.২ মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা/বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের বাজেট প্রস্তুত/বরাদ্দসহ অন্যান্য আর্থিক বিষয়;

৩.২.৩ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের জন্য জনবল কাঠামো অনুমোদন ও পদ সৃজন;

৩.২.৪ সকল অনুবিভাগের সমন্বয়/ক্রয়সংক্রান্ত কার্যাদি/পূর্ত কার্যাদি/যানবাহন ও অন্যান্য সেবা/কর্মচারীদের সরঞ্জামাদি ও সুবিধা প্রাপ্যতা নির্ধারণ ইত্যাদি;

৩.২.৫ বিভিন্ন শাখার কার্যবণ্টন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ;

৩.২.৬ সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর/বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর/সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক যাবতীয় কাজ;

৩.২.৭ চাকরিসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে তথ্য ও উপাত্ত আহরণ এবং সংরক্ষণ;

৩.২.৮ জাতীয় সংসদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সম্পর্কিত সমুদয় বিষয় (রাষ্ট্রপতির ভাষণ, প্রশ্ন ও উত্তর, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা এবং বিল উপস্থাপন ইত্যাদি);

৩.২.৯ সরকারি দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স সেবাসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন এবং এ বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মতামত প্রদান;

৩.২.১০ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ১১-২০তম গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগ/পদোন্নতি/উচ্চতর গ্রেড প্রদান এবং ১০ম গ্রেডের কর্মচারীদের উচ্চতর গ্রেড প্রদানসংক্রান্ত কমিটিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি প্রেরণ;

৩.২.১১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত মাসিক ও বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রেরণ/মন্ত্রিসভা বৈঠক ও প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটি/সচিব কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ;

৩.২.১২ সরকারি দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন সংযোগ নীতিমালা প্রণয়ন/মতামত প্রদান/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রাধিকারভুক্ত কর্মচারীদের দাপ্তরিক/আবাসিক টেলিফোন, ফ্যাক্স, আই.এস.ডি. ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোন সংযোগ বিষয়ে কার্যাদি সম্পাদন;

৩.২.১৩ অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুমোদন;

৩.২.১৪ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ; এবং

৩.২.১৫ বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের সকল কর্মচারী এবং সহকারী সচিব ও তদূর্ধ্ব কর্মচারীদের পেনশন ও বিভিন্ন অগ্রিম মঞ্জুর/অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি/চাকরিরত অবস্থায় মৃত/অক্ষম কর্মচারীদের অনুদান প্রদান/মন্ত্রণালয়ের কোটাভুক্ত বাসা বরাদ্দ/প্রাধিকারভুক্ত কর্মচারীদের গাড়ি অগ্রিম মঞ্জুর।

৩.৩ নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রেষণ অনুবিভাগের কার্যাবলি :

এ অনুবিভাগ নিয়োগ, পদায়ন/পদোন্নতি ও প্রেষণ (এপিডি) অনুবিভাগ নামে পরিচিত। একজন অতিরিক্ত সচিব এ অনুবিভাগের প্রধান। ঊর্ধ্বতন নিয়োগ অধিশাখা, মাঠ প্রশাসন, অভ্যন্তরীণ ও নবনিয়োগ অধিশাখা এবং প্রেষণ ও চুক্তি অধিশাখা নিয়ে এ অনুবিভাগ গঠিত। ঊর্ধ্বতন নিয়োগ অধিশাখার আওতায় ৪টি শাখা, মাঠ প্রশাসন, অভ্যন্তরীণ ও নবনিয়োগ অধিশাখার আওতায় ৪টি শাখা এবং প্রেষণ ও চুক্তি অধিশাখার আওতায় ৩টি শাখা রয়েছে। এ অনুবিভাগে ২ জন অতিরিক্ত সচিব, ১ জন যুগ্মসচিব, ৮ জন উপসচিব এবং ১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ১ জন সহকারী সচিব এবং ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের অন্যান্য কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন। এ অনুবিভাগের কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

৩.৩.১ বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের সকল কর্মচারী এবং সরকারের উপসচিব থেকে সচিব পর্যন্ত কর্মচারীদের পদায়ন, বদলি, বৈদেশিক নিয়োগ, ছুটি ও পদোন্নতি/প্রেষণে নিয়োগ প্রদান এবং নিয়োগ/পদোন্নতিবিষয়ক নীতি/বিধি নির্ধারণ;

৩.৩.২ সকল ক্যাডার সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ;

৩.৩.৩ সরকারি/আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান এবং অন্যান্য ক্যাডার সার্ভিসের জাতীয় বেতন স্কেলের ৩য় ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারীদের পদোন্নতিসংক্রান্ত বিষয়াবলি;

৩.৩.৪ বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণ জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;

৩.৩.৫ বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মচারীদের সকল প্রকার ছুটি/অবসর আদেশ/প্রজাতন্ত্রের সকল চুক্তিভিত্তিক নিয়োগসংক্রান্ত কার্যাবলি/লিয়েন মঞ্জুর;

৩.৩.৬ সামরিক বাহিনীর অফিসারদের অসামরিক সংস্থায় প্রেষণে নিয়োগ এবং শর্তাবলি নির্ধারণ;

৩.৩.৭ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব পদমর্যাদার কর্মচারী নিয়োগ/বদলি;

৩.৩.৮ বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মচারীদের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিয়োগ ও ক্ষমতা অর্পণ;

৩.৩.৯ সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৩.৩.১০ রাষ্ট্রদূত/হাই কমিশনার পদে নিয়োগের জন্য অসামরিক/সামরিক অফিসারদের চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকরণ;

৩.৩.১১ মাঠ প্রশাসনের সহকারী কমিশনার থেকে বিভাগীয় কমিশনার পর্যন্ত কর্মচারীদের প্রশাসনিক বিষয়াবলি; এবং

৩.৩.১২ জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ফিটলিস্ট প্রণয়ন ও ফিটলিস্টভুক্ত কর্মচারীদের পদায়ন।

৩.৪ ক্যারিয়ার প্ল্যানিং অ্যান্ড ট্রেনিং অনুবিভাগের কার্যাবলি :

একজন অতিরিক্ত সচিব এ অনুবিভাগের প্রধান; বর্তমানে এ অনুবিভাগে ১ জন অতিরিক্ত সচিব, ৩ জন যুগ্মসচিব, ৭ জন উপসচিব, ১ জন সিনিয়র সিস্টেমস্ অ্যানালিস্ট, ২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ১ জন সহকারী সচিব, ২ জন প্রোগ্রামার, ৫ জন সহকারী প্রোগ্রামার, ১ জন কম্পিউটার অপারেশন সুপারভাইজার এবং ১০ম গ্রেড থেকে ২০তম গ্রেডের অন্যান্য কর্মচারী কর্মরত; এ অনুবিভাগের কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

৩.৪.১ ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ও প্রশিক্ষণসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন;

৩.৪.২ বি.সি.এস. ক্যাডার কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণ এবং ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের সরকারি কর্মচারীদের উচ্চশিক্ষার অনুমতি প্রদান/মঞ্জুর;

৩.৪.৩ বি.সি.এস.(প্রশাসন) ক্যাডার-এর সকল কর্মচারী এবং সরকারের উপসচিব থেকে সচিব পর্যন্ত কর্মচারীদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি (পি.ডি.এস.) সংরক্ষণ এবং হালনাগাদকরণ;

৩.৪.৪ জনপ্রশাসন পদক প্রদান/আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস উদ্‌যাপন এবং উদ্ভাবনসংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;

৩.৪.৫ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বি.পি.এ.টি.সি.)/বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমি/বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলি; এবং

৩.৪.৬ পি.এ.সি.সি.-এর প্রশাসনিক কার্যাবলিসহ মন্ত্রণালয়ের Website, LAN, Internet ব্যবস্থার তদারকি ও পরিচালনা।

৩.৫ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের কার্যাবলি :

একজন অতিরিক্ত সচিব এর অধীনে সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ পরিচালিত হয়। এ অনুবিভাগে বর্তমানে ৪টি অধিশাখা এবং ১৪টি শাখা রয়েছে। এ অনুবিভাগে ১ জন অতিরিক্ত সচিব, ৩ জন যুগ্মসচিব, ১২ জন উপসচিব, ১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ১ জন উপপ্রধান, ১ জন গবেষণা কমকর্তা এবং ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের অন্যান্য কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। এ অনুবিভাগের কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

৩.৫.১ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরে রাজস্বখাতে পদ সৃজন, পদ সংরক্ষণ, পদ স্থায়ীকরণ, পদ বিলুপ্তকরণ, পদ পরিবর্তন ও পদ উন্নীতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান;

৩.৫.২ সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন এবং টি.ও.অ্যান্ড ই. অনুমোদন, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টি.ও.অ্যান্ড ই.-তে অন্তর্ভুক্তকরণ; এবং

৩.৫.৩ উদ্‌বৃত্ত কর্মচারীদের আত্তীকরণ ও সরকারি দপ্তরসমূহে শূন্যপদে জনবল নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান।

৩.৬ শৃঙ্খলা ও তদন্ত অনুবিভাগের কার্যাবলি :

একজন অতিরিক্ত সচিব এ অনুবিভাগের প্রধান; বর্তমানে এ অনুবিভাগে ১ জন অতিরিক্ত সচিব, ২ জন যুগ্মসচিব, ৪ জন উপসচিব, ১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব এবং ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের অন্যান্য কর্মচারী কর্মরত। শৃঙ্খলা অধিশাখার অধীনে ৫টি শাখা এবং তদন্ত অধিশাখার অধীনে ২টি শাখা নিয়ে এ অনুবিভাগ গঠিত। এ অনুবিভাগের কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

৩.৬.১ বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের সহকারী সচিব থেকে তদূর্ধ্ব, অন্যান্য ক্যাডার থেকে আগত উপসচিব থেকে তদূর্ধ্ব এবং নন-ক্যাডার সহকারী সচিব থেকে তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মচারীগণের আচরণ ও শৃঙ্খলাজনিত অভিযোগ নিষ্পত্তি;

৩.৬.২ বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের সহকারী সচিব থেকে তদূর্ধ্ব, অন্যান্য ক্যাডার থেকে আগত উপসচিব থেকে তদূর্ধ্ব এবং নন-ক্যাডার সহকারী সচিব থেকে তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মচারীগণের উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতি প্রদান, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, বৈদেশিক নিয়োগ এবং পেনশন মঞ্জুরি ইত্যাদি বিষয়ে ছাড়পত্র প্রদান;

৩.৬.৩ বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাসংক্রান্ত তথ্যাদি কম্পিউটারে সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;

৩.৬.৪ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল কর্মচারীর দুর্নীতিসংক্রান্ত তথ্যাবলি ডেটাবেজে সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;

৩.৬.৫ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মচারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী খন্ডকালীন কাজ বা চাকরি, জমি/গাড়ি/বাড়ি/ফ্ল্যাট ইত্যাদি ক্রয়/বিক্রয় ও হস্তান্তরের অনুমতি এবং বই প্রকাশের অনুমতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ;

৩.৬.৬ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতিসংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ;

৩.৬.৭ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর চাহিদামতে দুর্নীতি বিষয়ক তথ্য প্রদান;

৩.৬.৮ সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মচারীদের দাখিলকৃত সম্পদের হিসাব বিবরণী সংরক্ষণ এবং ডেটাবেজ হালনাগাদকরণ;

৩.৬.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নিষ্পন্ন ও অনিষ্পন্ন অভিযোগসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ;

৩.৬.১০ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়; এবং

৩.৬.১১ অভিযোগ/বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রদান।

৩.৭ আইন অনুবিভাগের কার্যাবলি :

একজন অতিরিক্ত সচিব এ অনুবিভাগের প্রধান; বর্তমানে এ অনুবিভাগে ১ জন অতিরিক্ত সচিব, ১ জন যুগ্মসচিব, ২ জন উপসচিব, ১ জন সহকারী সচিব এবং ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের ১১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত। ৩টি শাখা নিয়ে আইন অনুবিভাগ গঠিত। এ অনুবিভাগের কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

৩.৭.১ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব এবং মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে অথবা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ, আপিল বিভাগ এবং প্রশাসনিক ট্রাইবুনালে দায়েরকৃত সকল ধরনের মামলা ও আপিল মামলার দফাভিত্তিক জবাব তৈরি;

৩.৭.২ মামলা নিষ্পত্তির জন্য সলিসিটর অফিস এবং অ্যাটর্নি জেনারেল ফর বাংলাদেশ অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ;

৩.৭.৩ সলিসিটর অফিস, অ্যাটর্নি জেনারেল ফর বাংলাদেশ এবং সরকার পক্ষে নিয়োজিত আইনজীবীদের বরাবর চাহিদামতো রেকর্ড সরবরাহ ও মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে পর্যবেক্ষণ; এবং

৩.৭.৪ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার আদেশের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত এ.টি. মামলা/এ.এ.টি. মামলা পরিচালনা।

৩.৮ বিধি অনুবিভাগের কার্যাবলি :

একজন অতিরিক্ত সচিব এ অনুবিভাগের প্রধান। এ অনুবিভাগে বর্তমানে ১ জন অতিরিক্ত সচিব, ১ জন যুগ্মসচিব, ৫ জন উপসচিব এবং ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের অন্যান্য কর্মচারী কর্মরত। এ অনুবিভাগের কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

৩.৮.১ সকল সরকারি ও অসামরিক কর্মচারীদের নিয়োগ, নিয়োগের বয়সসীমা, জ্যেষ্ঠতা, শৃঙ্খলা, অবসর এবং এ-সংক্রান্ত আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন;

৩.৮.২ সরকারি চাকরিসংক্রান্ত আইন ও বিধি, প্রবিধানমালা প্রণয়ন, সংশোধন, সংযোজন ও মতামত প্রদান;

৩.৮.৩ পদনাম পরিবর্তন, পদের মান উন্নীতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে নীতি নির্ধারণ;

৩.৮.৪ অ্যাডহক নিয়োগ নিয়মিতকরণ;

৩.৮.৫ সরকারি ছুটি ও অফিস সময়সংক্রান্ত বিষয়াদি; এবং

৩.৮.৬ বিশেষ ব্যক্তি/এলাকার জন্য সরকারি চাকরিতে আসন (কোটা) নির্ধারণ ও সংরক্ষণসংক্রান্ত বিষয়াদি।

৩.৯ সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগের কার্যাবলি :

একজন অতিরিক্ত সচিবের অধীনে বর্তমানে এ অনুবিভাগে ১ জন অতিরিক্ত সচিব, ১ জন যুগ্মসচিব, ১ জন উপসচিব, ১ জন বিশেষজ্ঞ, ১ জন সিনিয়র অনুবাদ কর্মকর্তা, ১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ১ জন সহকারী সচিব, ১ জন গবেষণা কর্মকর্তা, ১ জন অনুবাদ কর্মকর্তা, ৩ জন অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার এবং ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের অন্যান্য কর্মচারী কর্মরত। পরিসংখ্যান ও গবেষণা কোষ এবং বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ নামে দুটি কোষ নিয়ে এ অনুবিভাগ গঠিত। এ অনুবিভাগের কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

৩.৯.১ সরকারের Rules of Business Schedule-১ অনুসারে অসামরিক জনবলের পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংকলন;

৩.৯.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং কর্পোরেশন ও মাঠ পর্যায়ের জেলা/উপজেলা প্রশাসনের অসামরিক জনবলের অনুমোদিত পদ, কর্মরত জনবল এবং শূন্যপদের সংখ্যাসংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত Statistics of Civil Officers and Staff শীর্ষক তথ্য সারণি প্রকাশ;

৩.৯.৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগ,অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অধস্তন দপ্তর এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানাসংবলিত পুস্তিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ;

৩.৯.৪ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত সকল আইন, অধ্যাদেশ, বিধির বঙ্গানুবাদ ও প্রমিতীকরণ;

৩.৯.৫ সরকারি অফিস, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে দাপ্তরিক যোগাযোগ এবং আইন প্রণয়নে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার বাস্তবায়নসংক্রান্ত কার্যক্রম;

৩.৯.৬ সরকারি কাজে বাংলা ভাষা প্রচলনসংক্রান্ত কার্যাবলি;

৩.৯.৭ প্রশাসনিক পরিভাষা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;

৩.৯.৮ ‘সরকারি কাজে ব্যাবহারিক বাংলা অ্যাপ’ প্রণয়ন;

৩.৯.৯ দাপ্তরিক কাজে প্রমিত বাংলা ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে সহায়ক পুস্তিকা প্রণয়ন; এবং

৩.৯.১০ ০২২২৩৩৯০৬৬৪-এ টেলিফোন কলের মাধ্যমে প্রমিত বাংলা বানান ব্যবহারে সহায়তা প্রদান, এবং ফেসবুকে ‘বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ’ নামক গ্রুপ ও পেজে বানানবিষয়ক সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়।

৪.০ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

৪.১ উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও গোপনীয় অনুবেদন অনুবিভাগ

৪.১.১ এস. এস. বি.-এর বিবেচনার জন্য ইকনমিক ক্যাডারের বিভিন্ন পদে ৩০ জন, অতিরিক্ত সচিব পদে ২৫৪ জন, যুগ্মসচিব পদের ৪৫১ জন, উপসচিব পদে ৬১০ জন কর্মকর্তার এসিআরের প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে;

৪.১.২ জেলা প্রশাসক পদে পদায়নের জন্য ৪১৯ জন কর্মকর্তার এসিআরের প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে;

৪.১.৩ উপসচিব পদে পদোন্নতির জন্য ৫০৪ জন কর্মকর্তার এসিআরের প্রতিবেদন প্রদান করা হয়;

৪.১.৪ চাকরি স্থায়ীকরণ করার জন্য ২৭৬ জন কর্মকর্তার এসিআরের প্রতিবেদন প্রদান করা হয়;

৪.১.৫ সিনিয়র স্কেল প্রদান করার জন্য ২৮২ জন কর্মকর্তার এসিআরের প্রতিবেদন প্রদান করা হয়;

৪.১.৬ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদে ফিটলিস্ট প্রণয়ন করার জন্য ২৯৩ জন কর্মকর্তার এসিআরের প্রতিবেদন প্রদান করা হয়;

৪.১.৭ উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদে ফিটলিস্ট প্রণয়ন করার জন্য ২২৮ জন কর্মকর্তার এসিআরের প্রতিবেদন প্রদান করা হয়;

৪.১.৮ বৈদেশিক নিয়োগের জন্য ২৩০ জন কর্মকর্তার এসিআরের প্রতিবেদন প্রদান করা হয়;

৪.১.৯ বিরূপ প্রক্রিয়াকরণ করা হয় ০৪ জন কমর্কতার;

৪.১.১০ নন-ক্যাডার কমকর্তাদের ১৮৯ জন কর্মকর্তার এসিআরের প্রতিবেদন প্রদান করা হয়;

৪.১.১১ গোপনীয় অনুবেদন অনুশাসনমালা ২০২০ প্রণয়ন ও জারি;

৪.১.১২ বিগত ১৯৯০ সন হতে প্রচলিত গোপনীয় অনুবেদন ফর্ম সংশোধন ও প্রবর্তন;

৪.১.১৩ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এসিআরসংক্রান্ত ডেটাবেজে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সকল এসিআর এন্ট্রি সম্পন্ন;

৪.১.১৪ শাখায় প্রাপ্ত সকল গোপনীয় অনুবেদনের ২য় কপি যাচাই-বাছাই অন্তে যাবতীয় বিষয় সম্পন্ন করে ডোসিয়ারে সংরক্ষণ;

৪.১.১৫ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা মোতাবেক এসিআরসংক্রান্ত বিষয়ে মতামত প্রেরণ;

৪.১.১৬ গোপনীয় অনুবেদন দাখিল, অনুস্বাক্ষর ও প্রতিস্বাক্ষরসংক্রান্ত কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ;

৪.১.১৭ কর্মকর্তাগণের, ২০২০ সনের গোপনীয় অনুবেদনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রযোজ্য নয় মর্মে নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ; এবং

৪.১.১৮ বি.সি.এস. প্রশাসন ক্যাডারের সঙ্গে একীভূতকরণের কারণে প্রাক্তন ইকোনমিক ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের সকল এসিআর ডেটাবেজে এন্ট্রিসহ সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪.২ প্রকল্পসংক্রান্ত তথ্য :

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২০-২০২১ অর্থবছরে এডিপি-তে বরাদ্দ	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় বাস্তবায়ন অগ্রগতি		
				ব্যয়	আর্থিক %	বাস্তব %
১	বিপিএটিসি কোর কোর্সসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২২)	৫০,০০.০০	৬২১.০০	৫৫৮.৮৯	৯০%	৯.২০%
২	বিপিএটিসি-এর প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩)	৮৫৯,০০.০০	৫০০০.০০	৪৯৯৯.৫৭	৯৯.৯৯%	৮.১০%
৩	বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২)	৪৫১৪.৬০	১০৯৬.০০	৫৮২.৯৮	৫৩.১৯%	৪৫.৭৩%
৪	রংপুর বিভাগীয় সদর দপ্তর নির্মাণ (সেপ্টেম্বর ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	৯২,৪৯.২৯	৩৫০০.০০	২১৬১.৬০	৬১.৭৬%	২০%
৫	কুমিল্লা সার্কিট হাউজ সম্প্রসারণ (জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	৩৬৪০.৪৩	৯০০.০০	৯০০.০০	১০০%	২১%
৬	খুলনা শহরে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কনভেনশন সেন্টার নির্মাণ (জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	১৪৬,২৭.৬৭	৩৭৫০.০০	১৪১২.১৪	৩৭.৬৫%	১৮%
৭	বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ-২য় পর্যায় (জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	২৯০,২০.২৯	৪৯৪৩.০০	২০১৭.১৫	৫৩.৮০%	২০%
৮	গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস (জিপিপি) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস (বিএসপিপি)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২১)	২২,৩৫.০০	১২.০০	১১.৪৩	৯৫.২৫%	৯৫.২৫%
৯	বিজি প্রেসের মুদ্রণকার্য সম্পাদনার্থে বাই কালার স্বয়ংক্রিয় পারিফেক্টিং মুদ্রণ যন্ত্র, সর্বাধুনিক সিটিপি মেশিন, সর্বাধুনিক স্টিচিং মেশিন, সর্বাধুনিক কাটিং মেশিন স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২২)	২৯,৯৭.৯০	১৬৫০.০০	৪.০৪	০.২৪	২০%
১০	বাংলাদেশের ৩৭টি জেলায় সার্কিট হাউজের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	১৭০,৫৬.২৯	৪৩২৬.০০	১৮০৩.৬৬	৪২%	১০০%
১১	টাঙ্গাইল সার্কিট হাউজের নতুন ভবন নির্মাণ (ডিসেম্বর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	৪০,১৯.৩৩	১৪০০.০০	১৩৯৩.৯২৮	৯৯.৫৭%	৪৮%
১২	কুষ্টিয়া জেলায় সার্কিট হাউজ ভবন নির্মাণ (জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২২)	৩৮,৪৩.৩০	৫০০.০০	৫০০.০০	১০০%	৫২%
১৩	কোর কোর্সসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিয়াম-এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১)	৪৭,৭১.৬৫	৯৭২.০০	২০০.৮৬	২০.৬৬%	১৩%
১৪	সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতলে উন্নীতকরণ (মার্চ ২০১৯ হতে জুন ২০২৩)	৩৭৯,৯৬.৫১	৪০০০.০০	৩৮১৮.৫১৭	৯৫.৪৬%	৯৭%
১৫	খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের নতুন ভবন ও অডিটোরিয়াম নির্মাণ (এপ্রিল ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	১৩৯,৪৫.৫১	২০০০.০০	১৯৯৮.৫৭৬	৯৯.৯৩%	২০%
	মোট	**২৩৮৮১৭.৭৭**	**৩৪৬৯০.০০**	**২৫৮৫৩.৭০২**	**৭৪.৫৩%**	**-**

৪.৩ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গণপূর্ত অধিদপ্তরের পরিচালন বাজেটের ৪১১১৩১৭-অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা কোডে ৬০ (ষাট) কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও বাসভবন, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও বাসভবন, সার্কিট হাউজ, ট্রেজারি কক্ষ সম্প্রসারণ ও অন্যান্য সরকারি ভবন মেরামত/সংস্কার কাজের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। এ নিম্নোক্ত ৩০৩টি মেরামত/সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে :

ক্রমিক	দপ্তর	কাজের পরিমাণ	সর্বমোট বরাদ্দ
০১	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৪টি	৬০.০০ (ষাট) কোটি টাকা
০২	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়	৭টি	
	বিভাগীয় কমিশনারের বাসভবন	৪টি	
০৩	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	১৪৯টি	
	জেলা প্রশাসকের বাসভবন	৫১টি	
০৪	সার্কিট হাউজ	৬৮টি	
০৫	অন্যান্য সরকারি অফিস ভবন	২০টি	
	সর্বমোট	৩০৩টি	

৪.২ প্রশাসন অনুবিভাগ

- বাংলাদেশ সচিবালয় (ক্যাডারবহির্ভূত গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ সংশোধন, যা নভেম্বর, ২০২০ তারিখে গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২টি শাখা সৃজন এবং ৮টি পদ (২টি সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, ২টি প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ২টি সাঁটমুদ্রাক্ষরিক, ২টি অফিস সহায়ক) সৃজন;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১০ম গ্রেড ও ১১ হতে ২০তম গ্রেডে ০৫টি পারিবারিক পেনশন ও ৬টি নরমাল পেনশন মঞ্জুরি;
- প্রশাসন অনুবিভাগের সমন্বয় সভা ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দপ্তর সংস্থার অনিষ্পন্ন বিষয়ের সভা আয়োজন;
- ২০ থেকে ১১ গ্রেডের ৮৫ জন কর্মচারীকে আরপিএটিসি-তে মৌল প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের জনবল নিয়োগ কমিটি ও অন্যান্য কমিটিতে প্রতিনিধি প্রেরণ;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষ্যে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- সচিবালয় নির্দেশমালা অনুসারে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ‘গ’ ও ‘ঘ’ শ্রেণির ৫৮২টি নথি বিনষ্টকরণ;
- পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ৮০টি পদ সৃজনের জিও জারি;
- করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে করোনাসেলে দায়িত্ব প্রদান এবং বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন;
- ১৬তম গ্রেড হতে ১০ গ্রেডের ১২ (বারো) জন এবং ২০তম গ্রেড হতে ১৬তম গ্রেডে ০৫ (পাঁচ) জনকে পদোন্নতি প্রদান;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের (যুগ্মসচিব হতে সহকারী সচিব পর্যন্ত) ‘ডিপিসি নির্দেশিকা বিষয়ক’ প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগের কর্মকর্তাদের (প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তাসহ) ‘সিটিজেনস চার্টার বিষয়ক’ প্রশিক্ষণ আয়োজন;

- প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তাদের অনুকূলে দাপ্তরিক টেলিফোন, আবাসিক টেলিফোন এবং আবাসিক টেলিফোনে ইন্টারনেট সংযোগের মঞ্জুরি প্রদান;
- আবাসিক টেলিফোনের খাত পরিবর্তন, আবাসিক টেলিফোন ব্যক্তিগতকরণ, আবাসিক টেলিফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং আবাসিক টেলিফোনের ঠিকানা পরিবর্তন;
- অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা এবং বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভার আয়োজন;
- জাতীয় সংসদে বিল উত্থাপন, রাষ্ট্রপতির ভাষণ প্রস্তুত, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা এবং প্রশ্নোত্তরসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন;
- দাপ্তরিক প্রয়োজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাজেট হতে বিভিন্ন দ্রব্য পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয়;
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ই-টেন্ডার পদ্ধতিতে ০৬টি এবং DPM পদ্ধতিতে ০২ টেন্ডারসহ সর্বমোট ০৮টি টেন্ডার নিষ্পত্তি;
- ই-স্টোর ব্যবস্থাপনা চালুকরণ : Web Based e-Store Management Software-এর মাধ্যমে ই-স্টোর কার্যক্রম চালু;
- আসবাবপত্রসহ লজিস্টিক উপকরণ সরবরাহ : সকল দপ্তরেরর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অবস্থা পরিদর্শনপূর্বক আসবাবপত্র ও লজিস্টিক উপকরণ সরবরাহ;
- পূর্ত কাজ : পুরোনো ব্যবহার অযোগ্য অফিস কক্ষের প্রয়োজনীয় মেরামত এবং সংস্কার করা হয়েছে। এসি, বৈদ্যুতিক লাইট, ফ্যান ইত্যাদির মেরামত/সংস্কার কাজ গণপূর্ত (সিভিল/ই/এম) বিভাগের সঙ্গে যোগাযাগের মাধ্যমে সম্পাদন;
- সৌন্দর্যায়ন : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের বারান্দায় সৌন্দর্যবর্ধন;
- করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদনের ব্যবস্থাকরণ;
- Ministry Budget Framework (MBF) প্রণয়ন;
- ২০২১-২২ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন;
- অর্থ বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট, অর্থ বিভাগের বাজেট কাঠামো, ২০২১-২২ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন;
- মাঠ প্রশাসনের (বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সার্কিট হাউজ) বাজেট বণ্টন;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থার ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ প্রণয়ন;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত ৭টি দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ স্বাক্ষর;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন ০৭টি দপ্তর সংস্থার অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির জন্য ত্রিপক্ষীয় সভা সম্পন্নকরণ;
- মাঠ প্রশাসনের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভা সম্পন্নকরণ;
- পুঞ্জীভূত ১৩২০টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকল্পে ১২৯০টি ব্রডশিট জবাব প্রেরণ এবং ২৫৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি;

- অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য ০৮টি বিভাগে ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটির আহ্বায়ক মনোনয়ন;
- সরকারি হিসাবসম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে উত্থাপিত অডিট আপত্তির জবাব প্রস্তুত ও প্রেরণ;
- পেনশন প্রদানের সুবিধার্থে কর্মকর্তাদের অনুকূলে অডিট আপত্তির না-দাবি সনদপত্র প্রদান;
- সকল (৪৯৩টি) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের বেতন-ভাতাদি ও অফিস ব্যবস্থাপনার ব্যয় নির্বাহের জন্য সংশোধিত বরাদ্দকৃত মোট ৫০৩,২১,৫৬,০০০/-(পাঁচশত তিন কোটি একুশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার) টাকা হতে প্রাথমিক বরাদ্দ বণ্টনসহ অতিরিক্ত অধিযাচনের ভিত্তিতে অফিস সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্রসহ প্রয়োজনীয় খাতে খাতভিত্তিক অতিরিক্ত বরাদ্দসহ মোট ৪৫০,৪৮,১৪,৩০০/-(চারশত পঞ্চাশ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার তিনশত) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়;
- বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী সচিবালয়/অধীন/দপ্তর/মাঠপ্রশাসনের সকল (বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসন/উপজেলা প্রশাসন) কার্যালয়ের বাজেট কোয়ার্টার ভিত্তিক বণ্টন ও প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব ibas++ এ অন্তর্ভুক্তকরণ;
- সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সার্বক্ষণিক শারীরিক ও বাসভবনের নিরাপত্তার লক্ষ্যে ১ জন পিসি/এপিসি এবং ৯ জন আনসারসহ মোট ১০ জন আনসার সদস্যের বেতনভাতা খাতে বরাদ্দ প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং এই বেতনভাতা পরিশোধসংক্রান্ত সকল সমস্যার দ্রুত সমাধান;
- ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় হতে রাজস্ব প্রাপ্তি (Non tax revenue)সংক্রান্ত **৩০২,৩১,৮৯,৮০১/-(তিনশত দুই কোটি একত্রিশ লক্ষ উননব্বই হাজার আটশত এক)** টাকা আদায়ের হিসাব প্রেরণ;
- সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় হতে নতুন ছকে নন-ট্যাক্স রেভিনিউ (Non tax revenue) রাজস্ব প্রাপ্তির হিসাব প্রচলনের মাধ্যমে NTR আদায় ও তথ্য যথাযথভাবে এবং যথাসময়ে সরকারি ট্রেজারিতে জমাকরণ নিশ্চিত করা;
- 'গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস ও বাংলাদেশ নিরাপত্তা মুদ্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন;
- ই-জিপি-এর মাধ্যমে যেসকল ক্রয় করা সম্ভব তার শতভাগ ক্রয় ই-জিপির মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ;
- বাংলাদেশ স্টেশনারি অফিসে ই-ইনভেন্টরি সিস্টম চালুকরণ;
- ৩১৯টি বই কম্পিউটারে এন্ট্রি;
- ৩১৯টি বইয়ের RFID Tag লাগানো;
- ২৪১টি নতুন বই অ্যাকসেশন রেজিস্টারে এন্ট্রি;
- ৬৯৩টি ডিজিটাল কার্ড প্রদান;
- বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে প্রথম ডিজিটাল লাইব্রেরির কাজ চলমান;
- RFID (Radio Frequency Identification Door) Based Digital Library;
- অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৩৭২টি না-দাবি ছাড়পত্র প্রদান;
- পাঠকের চাহিদামতো সৃজনশীল বই ক্রয় করে লাইব্রেরিকে সমৃদ্ধকরণ;
- বই ইস্যু ৩৫০টি;

- সংশোধিত কল্যাণ অনুদান নীতিমালা জারি :

  কোনো সরকারি কর্মচারী চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজনিত অবসর গ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সরকার ২০১৩ সাল হতে এককালীন কল্যাণ অনুদান প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়। ২০১৩ সালে প্রণীত সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী প্রত্যেক মৃতের পরিবারকে ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং অক্ষম কর্মচারীরকে ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হতো। পরবর্তীকালে ২০১৩ সালের উক্ত নীতিমালা সংশোধন করে ২৭ জুলাই ২০২০ তারিখের গেজেট প্রজ্ঞাপনমূলে 'বেসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত অবস্থায় কোনো সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুবরণ এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজনিত আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০২০ (সংশোধিত)' জারি করা হয়, যা ১ অক্টোবর ২০২১ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী প্রত্যেক সরকারি কর্মচারীর পরিবারকে এককালীন ৮,০০,০০০/-(আট লক্ষ) টাকা এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজনিত অবসর গ্রহণকারী কর্মচারীকে এককালীন ৪,০০,০০০/-(চার লক্ষ) আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

- কল্যাণ অনুদান প্রদানসংক্রান্ত সেবা সহজীকরণ :

  সংশোধিত প্রজ্ঞাপন জারির পূর্বে সমগ্র বাংলাদেশের সকল জেলা ও বিভাগে কর্মরত সকল সরকারি কর্মচারীর মৃত্যু/অক্ষমতাজনিত আর্থিক অনুদান প্রদানের আবেদন কেন্দ্রীয়ভাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ শাখা হতে নিষ্পত্তি করা হতো। ফলে অতি অধিকসংখ্যক আবেদন প্রাপ্তির কারণে আবেদন নিষ্পত্তিতে অনেক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতো বিধায় আবেদনকারীদের অনুদানের টাকা পেতে অনেক বেশি সময় লাগত। এসকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আবেদন নিষ্পত্তির টাইম, ভিজিট ও কস্ট (টিভিসি) কমানোর উদ্দেশ্যে কল্যাণ অনুদান প্রদান সেবা সহজীকরণের নিমিত্ত অনুদান প্রদান কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। সংশোধিত নীতিমালা বর্তমানে কেবল রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের আবেদন কল্যাণ শাখা হতে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। জেলা পর্যায়ের সরকারি অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারি অফিসে কর্মরত কর্মচারীদের আবেদন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ের অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারি অফিসে কর্মরত কর্মচারীদের আবেদন বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। এর ফলে আবেদন নিষ্পত্তিতে টিভিসি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে এসেছে।

- কল্যাণ অনুদান প্রদানসংক্রান্ত সফটওয়্যার চালুকরণ :

  এ ছাড়া কল্যাণ অনুদান প্রদান কার্যক্রমকে ডিজিটাইজড করার জন্য Financial Grant Management System সফটওয়্যার ব্যবহার চালু করা হয়েছে। বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ উক্ত সফটওয়্যার বব্যবহার করে নিষ্পত্তি করে চেকের পরিবর্তে EFT-এর মাধ্যমে আবেদনকারীর ব্যাংক হিসাবে সরাসরি অনুদানের অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের আবেদনও উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার নিমিত্ত সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম চলমান।

- উপকারভোগী ও অনুদানের পরিমাণ :

- বেসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত অবস্থায় কোনো সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুবরণ এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজনিত আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বমোট ৩২২,৪৪,২৭,০০০/-টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়; উক্ত বরাদ্দ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত সর্বমোট ২২১২ (দুই হাজার দুইশত বারো) জন উপকারভোগীর অনুকূলে ১৭০,৫৭,০০,০০০/-(একশত সত্তর কোটি সাতান্ন লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে;

- ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেটে সুদমুক্ত ঋণ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে 'প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা' অনুযায়ী ১৭৩ (একশত) জন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুকূলে জনপ্রতি ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা হারে (৩০,০০,০০০×১৭৩)=৫১,৯০,০০,০০০/-(একান্ন লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা গাড়ি সেবা নগদায়নের বিপরীতে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়েছে;

- প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা-২০২০ (সংশোধিত) জারি করা হয়েছে;

- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১১ জন মৃত্যুবরণকৃত কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণের মওকুফের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ করে ১,১৯,২০,৬৭৮.৮৬ (এক কোটি উনিশ লক্ষ বিশ হাজার ছয়শত আটাত্তর টাকা ছিয়াশি পয়সা) টাকা মওকুফের ব্যবস্থা করা হয়েছে; এবং

- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৮৬.৫৮% নথি ই-নথিতে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৪.৩ নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রেষণ অনুবিভাগ

- সিনিয়র সচিব পদে নিয়োগ-১৫ জন;
- সচিব পদে পদোন্নতি-৩৩ জন;
- সচিব পদে নিয়োগ বদলি-২৪ জন;
- গ্রেড-১ পদে পদোন্নতি/নিয়োগ-১৬ জন;
- অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি- ১২৭ জন;
- অতিরিক্ত সচিব পদে নিয়োগ/বদলি-২৩২ জন;
- যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি-১৬১ জন;
- উপসচিব পদে পদোন্নতি-৫৮১ জন;
- সিনিয়র সচিববৃন্দের পি.আর.এল. মঞ্জুর- ৯ জন;
- সচিববৃন্দের পি.আর.এল. মঞ্জুর-৩১ জন;
- গ্রেড-১ বৃন্দের পি.আর.এল. মঞ্জুর-১০ জন;
- অতিরিক্ত সচিববৃন্দের পি.আর.এল. মঞ্জুর-১০৭ জন;
- শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর-০৩ জন;
- বাধ্যতামূলক অপেক্ষমাণকাল মঞ্জুর-০৫ জন;
- স্বেচ্ছায় অবসর প্রদান-০১ জন;
- অর্জিত ছুটি (বহির্বাংলাদেশ) মঞ্জুর-০৮ জন;
- শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর-১২ জন;
- বাধ্যতামূলক অপেক্ষামাণকাল মঞ্জুর-০৮জন;
- ঐচ্ছিক অবসর প্রদান-০২ জন;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার যোগদানপত্র পৃষ্ঠাঙ্কন-১৬০ জন;
- পাসপোর্টের জন্য অনাপত্তি জ্ঞাপন-১০ জন;
- উপসচিব নিয়োগ/বদলি-৬৮৫ জন;
- যুগ্মসচিব নিয়োগ/বদলি-২৬০ জন;
- সুপারনিউমারারি পদ সংরক্ষণ-৪৩০টি;
- অবসর ও অবসর-উত্তর ছুটি (পি.আর.এল.)-৮৬ জন;
- পদোন্নতি/নিয়োগ প্রদান : গ্রেড-১ = ২২ জন, গ্রেড-২ = ৭১ জন, গ্রেড-৩= ২৪৯ জন, গ্রেড-৪ = ০১ জন, গ্রেড-৫ = ০২ জন ও গ্রেড-৬= ০২ জন;
- স্থায়ীভাবে পদ সৃজন : অতিরিক্ত সচিব = ০২টি, যুগ্মসচিব = ০৬টি, উপসচিব = ১৩টি, সিনিয়র সহকারী সচিব = ২৬টি, সহকারী কমিশনার (ভূমি) =০১টি, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট = ০১টি, তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদান-০২টি;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ-১২টি;

- ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্য প্রেরণ-০১টি;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রেষণে নিয়োগ/বদলি : সচিব ০১ জন, গ্রেড-১০২ জন, অতিরিক্ত সচিব ১০৭ জন, যুগ্মসচিব ১৮৬ জন, উপসচিব ৩৪২ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ২৮২ জন, সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা (সেনা/নৌ/বিমান বাহিনী), ২২০ জন, অন্যান্য ২৫০ জন;
- বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের ২২৭ জন কর্মকর্তাকে বদলি/পদায়ন করা হয়েছে;
- বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৩৮ জন কর্মকর্তাকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট/মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে;
- ৪১তম বি.সি.এস.-এ ১৮২ জন এবং ৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ)-এ ৩১ জন কর্মকর্তাকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে;
- ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের ২১১ জন এবং পৌরসভা নির্বাচনে বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৩ জন কর্মকর্তাকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে;
- অ্যাডিস মশার বংশ বিস্তার রোধ করার জন্য ডেঙ্গু প্রতিরোধ সেলে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য ১৮ জন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে;
- ৩৫তম এবং ৩৬তম ব্যাচের ২১৫ জন কর্মকর্তাকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) পদে ভূমি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকরণ;
- বিভাগীয় কমিশনার পদে নিয়োগ/বদলি-০৮ জন কর্মকর্তা;
- অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার পদে নিয়োগ/বদলি-১১ জন কর্মকর্তা;
- জেলা প্রশাসক পদে নিয়োগ/বদলি-৩৮ জন কর্মকর্তা;
- অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদে নিয়োগ/বদলি-২৮৬ জন কর্মকর্তা;
- উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদে নিয়োগ/বদলি-২৭০ জন কর্মকর্তা;
- সহকারী সচিব (ক্যাডারবহির্ভূত) পদের কর্মকর্তার চাকরি স্থায়ীকরণ : ৯৬ জন;
- সিনিয়র সহকারী সচিব পদের কর্মকর্তার পিআরএল/লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর : ১১ জন;
- সহকারী সচিব (ক্যাডারবহির্ভূত) পদের কর্মকর্তার পিআরএল/লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর : ১৪ জন;
- সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব পদের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে বদলি/পদায়ন : ৬৩২ জন;
- সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব পদের কর্মকর্তাগণের পাসপোর্ট এর অনুমতি প্রদান : ০৫ জন;
- সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব পদের কর্মকর্তাগণের বহির্বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর : ১০ জন;
- ৩৮তম বি.সি.এস.-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে ২১৩৪ (দুই হাজার একশত চৌত্রিশ) জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- ৪৩তম বি.সি.এস.-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে ১৮১৪ (এক হাজার আটশত চৌদ্দ) টি পদে নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে জনবলের চাহিদা প্রেরণ;
- ৯৯ (নিরানব্বই) জন কর্মকর্তাকে জনস্বার্থে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হয়; এবং
- ৩৯ (উনচল্লিশ) জন কর্মকর্তার অনুকূলে লিয়েন মঞ্জুর করা হয়।

৪.৪ ক্যারিয়ার প্ল্যানিং অ্যান্ড ট্রেনিং অনুবিভাগ

- বি.পি.এ.টি.সি. ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩০৭ জন কর্মকর্তাকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, ৬৯ জন কর্মকর্তাকে উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স (এসিএডি), ৬১ জন কর্মকর্তাকে সিনিয়র স্টাফ কোর্স (এসএসসি), ৩২ জন কর্মকর্তাকে ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স, ০৪ জন কর্মকর্তাকে ক্যাপস্টোন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিপিটি অনুবিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে;
- প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক জনাব সেলিনা হোসেনকে বঙ্গবন্ধু চেয়ার হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী ২০২০-২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের জন্য কেন্দ্রে মুজিববর্ষ সচিবালয় স্থাপন করা হয়েছে;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী ২০২০-২০২১ উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে ১২টি বিষয়ে 'বঙ্গবন্ধু স্মারক সিরিজ' সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক জনাব সেলিনা হোসেন, বঙ্গবন্ধু চেয়ার, বি.পি.এ.টি.সি.-এর রচিত বঙ্গবন্ধুর জীবনী, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক/সামাজিক/সাংস্কৃতিক আদর্শ, বঙ্গবন্ধুর বিশ্বযাত্রা, নারী উন্নয়নে তাঁর ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে ১০টি প্রবন্ধ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে;
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন : স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বি.পি.এ.টি.সি.-এর ওয়েবসাইটে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার স্থাপন করা হয়েছে;
- Education Thoughts of Bangabandhu: Analysis of Bangladesh Education Commission Report ১৯৭৪' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে;
- Third Policy Dialogue আয়োজন : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিপিটি অনুবিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বি.পি.এ.টি.সি.)-তে সরকারের সিনিয়র সচিব/সচিব ও গ্রেড-১ কর্মকর্তাগণের জন্য 'Public Policy Challenges for the next twenty five years: Are we ready?' শিরোনামে Third Policy Dialogue অনুষ্ঠিত হয়;
- অনলাইন প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা, ২০২১ প্রণয়ন : বিশ্বব্যাপী মহামারি কোভিড-১৯ ভাইরাস প্রাদুর্ভাব ও সংক্রমণের বিষয়টি বিবেচনায় বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে অনলাইন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে অনলাইনে পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার নিমিত্ত 'অনলাইন প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা, ২০২১' প্রণয়ন করা হয়। এ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অনলাইন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ চলমান;
- বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমি গবেষণা নীতিমালা, ২০২১ এবং বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমি প্রকাশনা নীতিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমি, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব গর্ভনেন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইজিএম), জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি :

- আইন ও প্রশাসন কোর্স, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রশিক্ষণ কোর্স, সার্ভে সেটেলমেন্ট কোর্স, বিএমএ কোর্স, সরকারি ক্রয় ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রিফ্রেশার্স কোর্স, মর্ডান অফিস ম্যানেজমেন্ট কোর্স, প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট কোর্সে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২১টি প্রশিক্ষণ কোর্সে সহকারী কমিশনার, সিনিয়র সহকারী কমিশনার, সহকারী সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, উপসচিব পর্যায়ের ১২০৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইজিএম) কর্তৃক আয়োজিত Policy Analysis প্রশিক্ষণ কোর্সে ০৩টি ব্যচে মোট ৪৮ জন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিতে ০৬টি ব্যাচে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে ১২২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৬০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি : মানবসম্পদ উন্নয়ের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় এ মন্ত্রণালয়ের ১০ম থেকে ২০ গ্রেডের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- দেশের অভ্যন্তরে উচ্চশিক্ষা : খন্ডকালীন/কর্মকালীন বিভিন্ন কোর্সে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের মোট ৩৫ জন কর্মকর্তাকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। পূর্ণকালীন কোর্সে ০৫ জন কর্মকর্তাকে প্রেষণ এবং ০১ জন কর্মকর্তাকে শিক্ষাছুটি প্রদান করা হয়েছে; এবং
- ১০ম গ্রেড ও তর্দূধ্ব কর্মচারীদের এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিদেশ প্রশিক্ষণ :

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ০৭ জনকে মাস্টার্স, ৫ জনকে পিএইচ.ডি. ০২ জনকে ডিপ্লোমা অর্থাৎ মোট ১৪ জন কর্মকর্তাকে জাপান, USA, UK, সাউথ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, সুইজারল্যান্ড-এ উচ্চ শিক্ষার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিদেশ প্রশিক্ষণ শাখা থেকে কোনো কর্মকর্তা স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণে বিদেশ যাননি;
- কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বর্তমানে পিপিএমসি, এসএসসি, এসিএডি, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স, আইন ও প্রশাসন কোর্স, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স-র ফরেন এক্সপোসার ভিজিট সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। উক্ত কোর্সসমূহের অধীন যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভিজিট অনুষ্ঠিত হতো তাদের অনেকের সঙ্গে MOU-এর মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মেইল মারফত যোগাযোগের মাধ্যমে MOU নবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে; এবং
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, আইন ও প্রশাসন কোর্স, উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স (এসিএডি), সিনিয়র স্টাফ কোর্স (এসএসসি), পলিসি প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (পিপিএমসি) কোর্সে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি রোধ, বিষয়ভিত্তিক সমন্বয় সাধন, প্রশিক্ষণ মডিউলসমূহকে অধিকতর 'Practice Oriented', যুগোপযোগীকরণ ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান : প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদান প্রদানসংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৯ অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান করা হয়; ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ১ (এক) কোটি টাকার প্রশিক্ষণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে;
- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি : বিগত ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত অনুদান বাবদ ৪,৫০,০০০ (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে ০৪টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে;
- Annual Performance Appraisal Report (APAR)সংক্রান্ত রূপরেখা প্রণয়ন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে;
- জনপ্রশাসন পদক প্রদান : প্রজাতন্ত্রের কর্মের সকল ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধির অব্যাহত প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে সরকারি কর্মচারীদের ভালো কাজের স্বীকৃতি ও প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করে। ২০১৬ সালের ২৩ জুলাই প্রথমবারের মতো জনপ্রশাসন পদক প্রদান করা হয়। এর অনুবৃত্তিক্রমে ২০২১ সালের ২৭ জুলাই পঞ্চমবারের মতো জনপ্রশাসন পদক ২০২০ এবং ২০২১ প্রদান করা হয়েছে;

- সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১০ম হতে ২০তম গ্রেডের ৯০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের বাস্তবায়িত ও চলমান উদ্ভাবন ধারণা নিয়ে গত ৩০-৬-২০২১ তারিখ একটি অনলাইন ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন করা হয়। সেবা সহজীকরণ ও উদ্ভাবন ধারণা বিষয়ে দুটি কর্মশালা ও একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে; এবং
- সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীর বছরে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ।

৪.৫ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ :

- ০১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত পদ সৃজন, সংরক্ষণ, স্থায়ীকরণ ও যানবাহন TO&E-তে অন্তর্ভুক্তকরণ :

পদ সৃজনে সম্মতি	পদ সংরক্ষণে সম্মতি	পদ স্থায়ীকরণে সম্মতি	যানবাহন TO&E-তে অন্তর্ভুক্তকরণ
২৩,৩২৭	৯০,৮৬৩	৫,৫৯১	৩২৬

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা/কার্যালয়ের রাজস্ব খাতভুক্ত সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদ পূরণের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে ছাড়কৃত পদসংখ্যা :

গ্রেড-৯	গ্রেড-১০	গ্রেড-১১-১৯	গ্রেড-২০	মোট
০২	০২	৬৪৬	৯৪২	১৫৯২

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড :

- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রাজস্বখাতে ২৩,৩২৭টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- গণপূর্ত অধিদপ্তরের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৮৭৮টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের জন্য ২৯৪টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জন্য ২৭২টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)-এর ১৫৪টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো-এর অধীন ১৯টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ২০৯টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৫১৫টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ‘পানির গুণগত মান পরীক্ষার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১২টি আঞ্চলিক ও ৪০টি জেলা পরীক্ষাগারের জন্য (৭২+২৪০)=৩১২টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)-এর ৫১টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর জন্য ৫৯৬টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর-এর জন্য ১৪৯টি এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর-এর জন্য ১৪৯টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- ৯১টি অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এবং ২১টি মহানগর দায়রা জজ আদালতের জন্য (৩৬৪+৮৪)=৪৪৮টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- আইন ও বিচার বিভাগে ৪০টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য ৩৯২টি পদ সৃজনে সম্মতি;

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির জন্য ২৩৫টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের জন্য ২০৬টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ০৩টি (ময়মনসিংহ, মধুপুর ও আশুগঞ্জ) স্টিল সাইলোর জন্য ১৪১টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জন্য ৩৩৫টি। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জন্য ৩৬টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের জন্য ১৪০টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৫,৫৩৯টি নতুন পদ সৃজনসহ ৪৭,৭০৩ জনবলবিশিষ্ট সংশোধিত জনবল কাঠামো অনুমোদনে সম্মতি;
- সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের জন্য ৩৩২টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের জন্য ৩৫৩টি পদ সৃজনে সম্মতি,
- জননিরাপত্তা বিভাগের জন্য ৯১২টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- সুরক্ষা সেবা বিভাগের জন্য ১,১৫৭টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য ৭৬১টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- ভাসান চর দ্বীপে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর 'সম্মুখ ঘাঁটি ভাসান চর'-এর জন্য ২০৭টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- সুরক্ষা সেবা বিভাগের টিওঅ্যান্ডই-তে বাংলাদেশ মিশনসমূহে পাসপোর্ট ও ভিসা উইংয়ের জন্য ১৮০টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- জাতীয়করণকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের আত্তীকরণ-সংক্রান্ত ১,৮৯২টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের টিওঅ্যান্ডই-তে ৪,৩৬৩টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- করোনা পরবর্তী রোগীদের জটিলতা মোকাবিলায় জরুরি ভিত্তিতে ১০০ জুনিয়র কনসালটেন্ট-এর পদ সৃজনে সম্মতি;
- শেখ হাসিনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, জামালপুরে ৩২৮টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- শেখ হাসিনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, টাঙ্গাইলে ৩৩২টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- শেখ সায়েরা খাতুন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, গোপালগঞ্জে ৩৩৯টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- শেখ হাসিনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, হবিগঞ্জে ১২৯টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- সরকারি ২৩টি মেডিক্যাল কলেজ, ০১টি ডেন্টাল কলেজ ও ০৮টি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের মেডিসিন বিভাগের জন্য ৩৩৩টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- ০৮টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রিউমাটোলজি বিভাগে ৫৫টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- বিভিন্ন সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ক্যান্সার রিসার্চ ও হাসপাতালের গাইনি অ্যান্ড অবস বিভাগের জন্য ৪৪টি পদ সৃজনে সম্মতি;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রাজস্বখাতে মোট ৫,৫৯১টি পদ স্থায়ীকরণে সম্মতি;
- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের ৪১৭টি এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের ১৬০টি পদ স্থায়ীকরণে সম্মতি;
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন অন্যান্য ১,৪৭৯টি পদ স্থায়ীকরণে সম্মতি;
- খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১৭০টি পদ স্থায়ীকরণে সম্মতি;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের ৮৪টি পদ স্থায়ীকরণে সম্মতি;

- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২৮৩টি পদ স্থায়ীকরণে সম্মতি;
- উদ্‌বৃত্ত কর্মচারী শাখা কর্তৃক ৯ম থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত মোট ১৫৯২টি পদ পূরণের জন্য ছাড়পত্র প্রদান;
- মহাপরিচালক, বিএমইটি। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ। চেয়ারম্যান, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতি। টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)-এর চেয়ারম্যান পদ ২য় গ্রেড হতে ১ম গ্রেডে উন্নীতকরণে সম্মতি;
- বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের ৯৮টি পদ ৪র্থ গ্রেড হতে ৩য় গ্রেডে উন্নীতকরণ;
- উদ্‌বৃত্ত সরকারি কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়ন;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ‘ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট’ পদের পদনাম পরিবর্তনে সম্মতি প্রদান;
- নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের অধীন চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালে কর্মরত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের পদমর্যাদা ও বেতনস্কেল উন্নীতকরণে সম্মতি প্রদান; এবং
- বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে ১৪টি এয়ার কন্ডিশনার অন্তর্ভুক্তিকরণে সম্মতি প্রদান।

৪.৬ শৃঙ্খলা ও তদন্ত অনুবিভাগ

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৯০, তন্মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৩৮টি ও অনিষ্পত্তিকৃত ৫২টি;
- মোট অভিযোগ ৪১০টি যার সবগুলোই নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- শৃঙ্খলা ও দুর্নীতিজনিত ৪০৩৩টি প্রতিবেদন প্রদান;
- আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী ১০ জনকে যাচিত বিভিন্ন বিষয়ে অনুমতি প্রদান;
- শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১-১০ গ্রেডভুক্ত একজন কর্মকর্তা, ১১-২০ গ্রেডভুক্ত একজন কর্মচারী এবং দপ্তর প্রধানদের মধ্যে হতে একজনকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান;
- সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের ৩৬ জন কর্মকর্তাকে সম্পত্তি (জমি/প্লট/ফ্ল্যাট/গাড়ি) ক্রয়/বিক্রয়/নির্মাণ ও হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান;
- বি.সি.এস. প্রশাসন ক্যাডারের ২৭৪ জন কর্মকর্তার ঘোষিত সম্পদ বিবরণীর তথ্য ব্যক্তিগত ফোল্ডার খুলে সংরক্ষণ; এবং
- বিভাগীয় মামলায় দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত একটি মামলার দফাওয়ারি জবাব প্রদান করা হয়েছে।

৪.৭ আইন অনুবিভাগ :

১. ২০২০-২১ অর্থবছরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়সম্পর্কিত মামলার বিবরণ নিম্নরূপ :

মামলার ধরন	শুধু জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সংশ্লিষ্ট	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন ও সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থাসংশ্লিষ্ট	অন্যান্য মন্ত্রণালয়সংশ্লিষ্ট	মোট
রিট	৪৯	৩	২৪৯	৩০১
লিভ টু আপিল (রিট পিটিশন হতে উদ্ভূত)	৭	১	১	৯
কনটেম্পট পিটিশন	৭	-	২১	২৮
প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যাল	৭২	-	-	৭২
প্রশাসনিক আপিল ট্রাইবুন্যাল	২৪	-	-	২৪
লিভ টু আপিল (এএটি হতে উদ্ভূত)	১৮	-	-	১৮
বাস্তবায়ন মামলা	১৫	-	-	১৫
			মোট=	৪৬৭টি

এ সকল মামলায় সরকার পক্ষের প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত যথাসময়ে হাইকোর্ট বিভাগের বিজ্ঞ সলিসিটর-এর নিকট দাখিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে; প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যাল ও প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলাসমূহের আর্জির উপর সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জবাব আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে দাখিল করা হয় এবং এটি ও এএটি মামলা হতে সৃষ্ট বাস্তবায়ন মামলার উপর বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ ও আদালতে দাখিল করা হয়;

২. আদালতের অধিযাচনের পরিপ্রেক্ষিতে এস. এফ. প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে ২১টি মামলার দফাওয়ারি জবাব মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;

৩. ২০২০-২১ অর্থবছরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সংশ্লিষ্ট সর্বমোট ০৩টি মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে;

৪. উপসচিব পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রশাসন ক্যাডারের কোটা সংরক্ষণসংক্রান্ত আপিল বিভাগের ২৯৪-২৯৮/২০০৩ নং সিভিল আপিল মামলার রায়ের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিভিউ পিটিশন ২৫/২০১২ ও ২৬/২০১২ খারিজ;

৫. জনাব মশিয়ার রহমান (৪৮৫৪), সাবেক অতিরিক্ত সচিব (চেয়ারম্যান বিআরটিএ), কর্তৃক এসএসসি সনদে বয়স কমিয়ে অবসরের মেয়াদ বৃদ্ধির দাবিতে দায়ের করা রিট পিটিশন নং ১৩৬০৪/১৮ এর স্থগিত আদেশ Vacate এবং চূড়ান্ত শুনানি অন্তে রুল খারিজ;

৬. জনাব ছালেহ আহমেদ (৪৮৮৭), প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী সচিব, (উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জুরাছড়ি, রাঙামাটি) কর্তৃক দায়েরকৃত ২৬৮৮/২০০৫ নং রিট পিটিশনের রায় বাস্তবায়নের জন্য দায়েরকৃত ৪৫১/১৯ কন্টেম্পট পিটিশনে ব্যক্তিগত হাজিরার আদেশ হলে ২৬৮৮/২০০৫ নং রিট পিটিশন রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং ৩৫১৫/১৯ দায়ের করা হয় এবং চূড়ান্ত শুনানি অন্তে হাইকোর্ট ডিভিশনের রায় বাতিল হয়; এবং

৭. ৩৬তম বি.সি.স.-এ বিপিএসসি বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রাপ্ত জনাব জাহাঙ্গীর আলম ও অন্যান্য ২৭ জন কর্তৃক দায়েরকৃত ১২৫৮/২০১৯ নং রিট পিটিশনের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে গোয়েন্দা প্রতিবেদন তলব করা হয় এবং প্রতিবেদন দাখিল না করায় ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা তলব করা হয়; উল্লিখিত আদেশের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালতে ৯৬৯/২০১৯ নং Civil Miscellaneous Petition দায়ের করা হয় এবং হাইকোর্ট ডিভিশনের আদেশ স্থগিত করা হয়।

উল্লেখযোগ্য সফলতা :

- উপসচিব পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রশাসন ক্যাডারের কোটা সংরক্ষণসংক্রান্ত আপিল বিভাগের ২৯৪-২৯৮/২০০৩ নং সিভিল আপিল মামলার রায়ের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিভিউ পিটিশন ২৫/২০১২ ও ২৬/২০১২ খারিজ।
- জনাব মশিয়ার রহমান (৪৮৫৪), সাবেক অতিরিক্ত সচিব (চেয়ারম্যান বিআরটিএ), কর্তৃক এসএসসি সনদে বয়স কমিয়ে অবসরের মেয়াদ বৃদ্ধির দাবিতে দায়ের করা রিট পিটিশন নং ১৩৬০৪/১৮-এর স্থগিত আদেশ Vacate এবং চূড়ান্ত শুনানি অন্তে রুল খারিজ।
- জনাব ছালেহ আহমেদ (৪৮৮৭), প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী সচিব, (উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জুরাছড়ি, রাঙামাটি) কর্তৃক দায়েরকৃত ২৬৮৮/২০০৫ নং রিট পিটিশনের রায় বাস্তবায়নের জন্য দায়েরকৃত ৪৫১/১৯ কন্টেম্পট পিটিশনে ব্যক্তিগত হাজিরার আদেশ হলে ২৬৮৮/২০০৫ নং রিট পিটিশন রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং ৩৫১৫/১৯ দায়ের করা হয় এবং চূড়ান্ত শুনানি অন্তে হাইকোর্ট ডিভিশনের রায় বাতিল হয়।
- ৩৬তম বি.সি.এস. বিপিএসসি বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগের জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত জনাব জাহাঙ্গীর আলম ও অন্যান্য ২৭ জন কর্তৃক দায়েরকৃত ১২৫৮/২০১৯ নং রিট পিটিশনের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে গোয়েন্দা প্রতিবেদন তলব করা হয় এবং প্রতিবেদন দাখিল না করায় ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা তলব করা হয়। উল্লিখিত আদেশের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালতে ৯৬৯/২০১৯ নং Civil Miscellaneous Petition দায়ের করা হয় এবং হাইকোর্ট ডিভিশনের আদেশ স্থগিত করা হয়।

৪.৮ বিধি অনুবিভাগ

২০২০-২১ অর্থবছরের নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন :

- সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ সংশোধন (মন্ত্রিপরিষদ সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে);
- ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে সরকারি চাকরিতে (বি.সি.এস. ব্যতীত) প্রবেশকালে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে ২৫-০৩-২০২০ তারিখে চাকরি প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ০৫.০০.০০০০.১৭০.১১.০১৭.২০-১২২ সংখ্যক স্মারকে জারি করা হয়;
- বেতন গ্রেড ১৩-২০ পর্যন্ত পদে সরকারি কর্মচারী নিয়োগের কর্তৃপক্ষ ও পদ্ধতি নির্ধারণ;
- সরকারি কর্মচারী লিয়েন বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন;
- ১৮ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ অধিকতর সংশোধন করে এস. আর. ও ১১-আইন/২০২০ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়;
- ২৩ মার্চ ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার ২৫০টি নন-ক্যাডার পদকে ক্যাডারভুক্তির নিমিত্ত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিল (পরিবার পরিকল্পনা) গঠন ও ক্যাডার আদেশ, ২০২০ অধিকতর সংশোধন করে এস. আর. ও ৮১-আইন/২০২০ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়;
- ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার ২৫০টি নন-ক্যাডার পদকে ক্যাডারভুক্তির Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, ১৯৮১ অধিকতর সংশোধন করে এস. আর. ও ২৪৯-আইন/২০২০ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়;
- ১৮ নভেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের সহকারী সার্জনের ২০০০টি পদে নিয়োগের নিমিত্ত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪ অধিকতর সংশোধন করে এস. আর. ও. ৩০৯-আইন/২০২০ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়;
- ০২ মার্চ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ১১২০টি পদে বিভিন্ন সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত ও বর্তমানে কর্মরত চিকিৎসক কর্মকর্তাদের বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিবার পরিকল্পনা) গঠন ও ক্যাডার আদেশ, ২০২০ অধিকতর সংশোধন করে এস. আর. ও. ৫৪-আইন/২০২১ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়;
- ২০ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে জুনিয়র কনসালটেন্ট (অ্যানেসথেসিওলজি) এর ৪০৯টি পদ এককালীন পূরণের নিমিত্ত The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, ১৯৮১ অধিকতর সংশোধন করে এস. আর. ও ১৯৯-আইন/২০২১ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়;
- ৯৬টি নিয়োগ বিধিমালা/প্রবিধানমালা প্রণয়ন/সংশোধন করা হয়েছে; এবং
- ২৪১টি আইন/বিধিগত মতামত প্রদান করা হয়েছে।

৪.৯ সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগ :

বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ (বাবাকো) :

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৮টি আইন/বিধি/প্রবিধানমালা প্রমিতীকরণ করা হয়েছে; এবং
- বর্তমানে বাবাকো শাখার প্রায় শতভাগ কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পন্ন হচ্ছে।

পরিসংখ্যান ও গবেষণা কোষ :

- Statistics of Civil Officers and Staffs, ২০২০ প্রকাশিত হয়েছে; এবং
- জনবলের তথ্য সংগ্রহ/সংকলন/প্রকাশের জন্য Census শীর্ষক সফটওয়্যারটি ডেভেলপমেন্টের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৫.০ ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

৫.১ প্রশাসন অনুবিভাগ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের জনবল নিয়োগ কমিটি ও অন্যান্য কমিটিতে প্রতিনিধি প্রেরণ;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষ্যে ই-নথি কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত কার্যক্রম;
- দাপ্তরিক প্রয়োজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাজেট হতে বিভিন্ন দ্রব্যাদি পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয়;
- ২০২১-২২ অর্থবছরে ই-টেন্ডার পদ্ধতিতে টেন্ডার নিষ্পত্তি;
- ই-স্টোর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চলমান রাখা : Web Based e-Store Management Software-এর মাধ্যমে কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- আসবাবপত্রসহ লজিস্টিক উপকরণ সরবরাহ : সকল দপ্তরেরর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অবস্থা পরিদর্শনপূর্বক আসবাবপত্র ও লজিস্টিক উপকরণ সরবরাহ;
- পূর্ত কাজ : পুরোনো ব্যবহার অযোগ্য অফিস কক্ষের প্রয়োজনীয় মেরামত এবং সংস্কার। এসি, বৈদ্যুতিক লাইট, ফ্যান ইত্যাদির মেরামত/সংস্কার কাজ গণপূর্ত (সিভিল/ই/এম) বিভাগের সঙ্গে যোগাযাগের মাধ্যমে সম্পাদন;
- সৌন্দর্যায়ন : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের বারান্দায় সৌন্দর্যবর্ধনের কার্যাদি অব্যাহত রাখা;
- করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রাখা;
- প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের অডিট আপত্তিসমূহের একটি ডেটাবেজ সফটওয়্যার তৈরি;
- NTRসংক্রান্ত নতুন ছকটির মাধ্যমে Non tax revenue আদায় ও তা যথা সময়ে ট্রেজারিতে জমা করার ক্ষেত্রে Field test মাঠপ্রশাসনে সফল হওয়ায় এ অভিজ্ঞতার আলোকে NTR Reporting Format টিকে অর্থ বিভাগের মাধ্যমে সারাদেশের সকল দপ্তর/সংস্থা/মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ;
- বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (BIP)-কে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন;
- সরকারের উদেশ্যে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে কার্যকরভাবে বাজেট সংগ্রহ ও মঞ্জুরির উদ্যোগ গ্রহণ;
- মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরাধীন ৩টি প্রেসের জন্য আধুনিক ভবন নির্মাণ;
- পুরাতন ও অব্যবহৃত যন্ত্রাংশ অকেজো ঘোষণা;
- একটি ক্লিনিক স্থাপন ও অ্যাম্বুলেন্স সংযোজন;
- অতিরিক্ত দায়িত্বভাতা প্রদানে অপচয় রোধকল্পে ৩টি প্রেসের অভ্যন্তরে ডিজিটাল হাজিরা মেশিন স্থাপন;
- লাইব্রেরির সফটওয়্যার আপডেট করে বই ইস্যু, এন্ট্রি এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত সকল কাজ দ্রুত সম্পাদন;
- লাইব্রেরির দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ কালেকশন পিডিএফ ফর্মেটে সংরক্ষণ;
- সকল মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের এই কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির কালেকশন ও সেবা সর্ম্পকে অবহিতকরণ;
- সফটওয়্যার আপডেট করে অনলাইনে দ্রুত সেবা প্রদান; এবং
- বাংলাদেশ সচিবালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং এটিকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য নতুন কর্মসূচি গ্রহণ।

৫.২ নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রেষণ অনুবিভাগ

- সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা গ্রহীতাগণের নির্ধারিত সময়ে সেবা নিশ্চিত করা;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে সিনিয়র সচিব, সচিব, গ্রেড ১ ও অতিরিক্ত সচিব পদে পদায়ন;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব, গ্রেড ১ ও সচিব পদে পদোন্নিত প্রদান;
- সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা গ্রহীতাগণকে নির্ধারিত সময়ে সেবা নিশ্চিতকরণ;
- পদমর্যাদা অনুযায়ী উপসচিব ও যুগ্মসচিব পর্যায়ে কর্মকর্তাগণকে উপযুক্ত পদে পদায়ন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা অনুসারে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী ৩য় গ্রেড হতে তদূর্ধ্ব পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদানের প্রস্তাব সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের সভায় উপস্থাপন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/উপসচিব/যুগ্মসচিব/অতিরিক্ত সচিব/সচিব/সিনিয়র সচিব সমপর্যায়ের পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ;
- সহকারী কমিশনার/সহকারী সচিব ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- নিয়োগ/বদলি/পদোন্নতির জন্য তথ্য/রেকর্ডপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- আন্তঃঅনুবিভাগ ও অভ্যন্তরীণ অনুবিভাগ সমন্বয়;
- নিয়োগ/পদায়নসম্পর্কিত গবেষণা;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কার্যাবলি;
- সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা গ্রহীতাগণকে নির্ধারিত সময়ে সেবা নিশ্চিতকরণ;
- পদমর্যাদা অনুযায়ী কর্মকর্তাগণকে উপযুক্ত পদে প্রেষণে পদায়ন;
- ৩৭তম ব্যাচের কর্মকর্তাগণকে চাকরিতে স্থায়ীকরণ এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) পদে পদায়নের নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকরণ;
- উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ফিটলিস্ট প্রণয়ন;
- সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা গ্রহীতাগণের নির্ধারিত সময়ে সেবা নিশ্চিত করা;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সহকারী সচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ে কর্মকর্তাগণকে উপযুক্ত পদে পদায়ন;
- ৪০তম বি.সি.এস. এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে ১৯০৩ (এক হাজার নয়শত তিন) জন প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান;
- COVID-১৯-এ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের নিমিত্ত জরুরি ভিত্তিতে ৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষার মাধ্যমে ২০০০ (দুই হাজার) জন সহকারী সার্জন নিয়োগ;
- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন হতে পরবর্তী নিয়মিত বি.সি.এস. (যা ৪৪তম বি.সি.এস. নামে অবহিত হতে পারে) পরীক্ষার জন্য অধিযাচন প্রাপ্তির পর কর্ম কমিশনে জনবলের চাহিদা প্রেরণ; এবং
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

৫.৩ ক্যারিয়ার প্ল্যানিং অ্যান্ড ট্রেনিং অনুবিভাগ

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২৫০ জন কর্মকর্তাকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, ৮০ জন কর্মকর্তাকে উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স (এসিএডি), ৮০ জন কর্মকর্তাকে সিনিয়র স্টাফ কোর্স (এসএসসি), ১৭ জন কর্মকর্তাকে ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স, ০৪ জন কর্মকর্তাকে ক্যাপস্টোন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
- বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের সর্বোত্তম মানের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বি.পি.এ.টি.সি-তে অত্যাধুনিক ২০ তলাবিশিষ্ট 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন'-এর নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু হবে;
- দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের সর্বোত্তম মানের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনপ্রশাসন গড়ে তোলার বিষয়ে সরকার বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। বি.পি.এ.টি.সি-এর চলমান প্রশিক্ষণ সক্ষমতা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে পরবর্তী ৭৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (এফটিসি) কেবল বিপিএটিতে আয়োজনের উদ্যোগ গৃহীত হবে;
- অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ-১ শাখার অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং প্রশিক্ষণসংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ। প্রশিক্ষণসংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট সফটওয়্যার/ডেটাবেজ নেই, বিধায় এ-সংক্রান্ত সফটওয়্যার তৈরির মাধ্যমে ডেটাবেজ প্রণয়ন করা হবে;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিপিটি অনুবিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বি.পি.এ.টি.সি-তে জনপ্রশাসন, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নসম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা হবে;
- বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (রেক্টর, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও পরিচালক) নিয়োগ বিধিমালা; (খ) বি.পি.এ.টি.সি-এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা এবং (গ) সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন/পরিবর্তনের মাধ্যমে হালনাগাদকরণ করা হবে;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিপিটি অনুবিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বি.পি.এ.টি.সি-তে সরকারের সিনিয়র সচিব/সচিব ও গ্রেড-১ কর্মকর্তাগণের জন্য 4th Policy Dialogue আয়োজন করা হবে;
- মিলিটারি ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ কোর্স (বিএমএ), আইন ও প্রশাসন, সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট কোর্স এবং বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমির প্রশিক্ষণ বর্ষপুঞ্জি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন প্রদান করা হবে;
- প্রশিক্ষণ ম্যানেজম্যন্ট সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হবে;
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১০ম গ্রেড হতে তদনিম্ন প্রত্যেক কর্মচারীকে ৬০ (ষাট) ঘণ্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইজিএম)-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের অনুষ্ঠান সম্পন্নকরণ;
- কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব বিবেচনায় এবং বিশেষায়িত সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের অধীন অস্ট্রেলিয়া, চীন, হংকং ও কোরিয়ায় প্রবেশের অনুমতি ও পরবর্তীকালে কঠোর প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারান্টিনের বাধ্যবাধকতা থাকায় উক্ত দেশসমূহের পরিবর্তে নেদারল্যান্ড-এর আইএসএস, ইংল্যান্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মধ্য এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পন্ন করা হবে;
- কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব বিবেচনায় এবং উন্নত দেশসমূহ যেমন, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকায় প্রবেশের অনুমতি ও পরবর্তীকালে কঠোর প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারান্টিইনের বাধ্যবাধকতা থাকায় উক্ত দেশসমূহের পরিবর্তে থাইল্যান্ড-এর AIT, ভিয়েতনাম-এর NAPA-তে ফরেন এক্সপসার ভিজিট আয়োজন করার জন্য যোগাযোগ সম্পন্ন করা হবে;
- বি.সি.এস. (প্রশাসন) ও বি.সি.এস. (ইকনমিক) ক্যাডার একীভূত হওয়ার প্রেক্ষাপটে পরিকল্পনা বিভাগের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (NAPD and NADA) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর নিকট হস্তান্তর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে এবং কর্মকর্তাদের ৪ মাস মেয়াদি উন্নয়ন প্রশাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে; বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহকারী সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, উপসচিব পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তাকে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;

- ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা নিবন্ধিত বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২ (দুই) কোটি টাকা অনুদান বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে সামগ্রিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;
- জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা (Public Administration Training Policy) সংশোধন ও হালনাগাদকরণ;
- জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল-সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটি (ইসিএনটিসি) এবং জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল (এনটিসি)-এর সভা আয়োজন;
- বি.সি.এস. এ যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে;
- Annual Performance Appraisal Report (APAR)-অনুশাসনমালা প্রণয়নসংক্রান্ত কার্যক্রম;
- Annual Performance Appraisal Report (APAR)-অনলাইন সিস্টেম তৈরিসংক্রান্ত কার্যক্রম;
- জনপ্রশাসন পদক, ২০২২ প্রদান;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১০ম হতে ২০তম গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;
- সকল ক্যাডার-এর জন্য কর্মজীবন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ইনোভেশন বিষয়ে নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে :

- ন্যূনতম একটি সেবা সহজীকরণ করা;
- ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজ করা;
- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) সেবা গ্রহীতাদের ব্যবহার উপযোগী করা;
- ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন করা;
- মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত আকর্ষণীয় উদ্ভাবনী ধারণার প্রকাশনা;
- ইনোভেশন কর্মশালা আয়োজন; এবং
- বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণার scale up করা।

৫.৪ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত এ অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবসমূহ প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে দ্রুত নিষ্পত্তি করা;
- সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে এবং শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসাবে ২০২১-২২ অর্থবছরে সেবা গ্রহীতাদের নিয়ে ০৪টি অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হবে; এবং
- শতভাগ নথি ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হবে।

৫.৫ শৃঙ্খলা ও তদন্ত অনুবিভাগ

- এ অনুবিভাগে প্রাপ্ত পত্রসমূহ শতভাগ ই-নথিতে নিষ্পত্তিকরণ;
- প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পন্নকরণসহ Grieavance Readers System (GRS) অনুযায়ী বাস্তবায়ন;
- বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের সহকারী সচিব থেকে তদূর্ধ্ব, অন্যান্য ক্যাডার হতে আগত উপসচিব থেকে তদূর্ধ্ব এবং নন-ক্যাডার সহকারী সচিব থেকে তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত আচরণ ও শৃঙ্খলাজনিত অভিযোগসমূহ দ্রুত উপস্থাপনসহ অভিযোগসমূহের নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এ-সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে কৃত কার্যক্রম সম্পর্কে অভিযোগকারীকে অবহিত করা;
- বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পত্তিকরণ;

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলাজনিত তথ্য সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;
- কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলাজনিত ছাড়পত্র প্রদান (চাকরি স্থায়ীকরণ, সিলেকশন গ্রেড, টাইমস্কেল, পদোন্নতি, বিদেশ প্রশিক্ষণ, অবসর প্রস্তুতি ছুটি, পেনশন, গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালায় গাড়ি ক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে);
- এ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর দুর্নীতিসংক্রান্ত তথ্যাবলি ডেটাবেজে সংরক্ষণ ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ;
- উপর্যুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পদোন্নতি/আর্থিক সুবিধাদি বিষয়ে দুর্নীতিজনিত ছাড়পত্র প্রদান;
- অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর দুর্নীতিসংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ;
- সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯-এর আলোকে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক লিখিত/অনূদিত বই প্রকাশের অনুমতি প্রদানের আবেদনসমূহ দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পত্তিকরণ;
- সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯-এর আলোকে কর্মকর্তাগণের বিভিন্ন বিষয়ে যেমন-ব্যক্তিগত ব্যাবসা, খণ্ডকালীন চাকরি, কোনো সংগঠনের সদস্য হওয়া, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য পদ লাভ, পেপারে কলাম লিখা, বেতার ও টেলিভিশনে অংশগ্রহণ এবং কর্মকর্তাগণের পরিবারের সদস্যদের ব্যাবসা করার অনুমতি ইত্যাদি প্রদান;
- সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডার এবং অন্যান্য ক্যাডার হতে আগত উপসচিব ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের সম্পদ অর্জনের অনুমোতির বিষয়ে (ক্রয়/বিক্রয়/নির্মাণ/হস্তান্তর) প্রাপ্ত আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তি;
- প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রাপ্ত সম্পদের হিসাব বিবরণী ব্যক্তিগত ফোল্ডারে সংরক্ষণ;
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে প্রাপ্ত আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তি করা;
- শাখা হতে জারিকৃত শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত এ.টি.মামলা/এ.টি.এ.মামলা/রিট/লিভ টু আপিলসহ মামলাসমূহের দফাওয়ারি জবাব যথাযথভাবে প্রস্তুতকরণ ও প্রেরণ;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, নৈতিকতা কমিটি গঠন, প্রতি ৩ মাস অন্তর নৈতিকতা কমিটির সভা আহ্বান ও বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন মনিটরিং;
- সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুযায়ী যথাযথভাবে নথির শ্রেণিবিন্যাসকরণ, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ; এবং
- সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে নথি, পত্র ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও সুচারুভাবে অফিস পরিচালনা।

৫.৬ আইন অনুবিভাগ

- আইন অনুবিভাগের জনবল বৃদ্ধি;
- দফাওয়ারি জবাব প্রস্তুত ও দাখিলের সময় যথাসম্ভব কমিয়ে আনা;
- বেসরকারি আইনজীবী প্যানেল প্রস্তুত;
- Legal Management Software-এর সঙ্গে ই-নথির Integration-এর সম্ভাব্যতা পরীক্ষা; এবং
- সুপ্রীম কোর্টের ডেটাবেজের সঙ্গে Legal Management Software-এর Integration-এর সম্ভাব্যতা পরীক্ষা।

৫.৭ বিধি অনুবিভাগ

- সরকারি চাকরিতে নিয়োগ নীতি এবং পদ্ধতি নির্ধারণ;
- বিশেষ ব্যক্তি/এলাকার জন্য সরকারি চাকরিতে আসন (কোটা) নির্ধারণ ও সংরক্ষণসংক্রান্ত বিষয়;
- প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা/শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা ও পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাদের শনাক্তকরণ পদ্ধতি নির্ধারণ;
- বিভিন্ন পদে নিয়োগের বয়সসীমা নির্ধারণ ও এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে মতামত প্রদান;

- নিয়োগ/পদোন্নতিসংক্রান্ত বিষয়ে বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি গঠন ও এ-সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত প্রদান;
- অ্যাডহক নিয়োগ নিয়মিতকরণসংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন, সংশোধন ও এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে মতামত প্রদান;
- সরাসরি নিয়োগে জেলার সর্বশেষ জনসংখ্যার ভিত্তিতে জেলাওয়ারি স্থায়ী পদ বিতরণের শতকরা হার সংশোধন;
- উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল রাজস্ব বাজেটের পদে স্থানান্তর, নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণসংক্রান্ত বিধিমালা (বিশেষ বিধান) প্রণয়ন;
- উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল রাজস্ব বাজেটের পদে স্থায়ীকরণ, নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণসংক্রান্ত বিষয়ে মতামত প্রদানের বিষয়ে প্রস্তাব প্রাপ্তিসাপেক্ষে কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে; চলতি দায়িত্ব ও অতিরিক্ত দায়িত্বসংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি-বিধান হালনাগাদকরণ;
- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২১ প্রণয়ন;
- সরকারি কর্মচারী প্রেষণ বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন;
- এস্টাব্লিশমেন্ট ম্যানুয়েল (ভলিউম-৩) প্রস্তুতকরণ;
- এস্টাব্লিশমেন্ট ম্যানুয়েল (ভলিউম-৪) প্রস্তুতকরণ;
- সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান ;
- বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস শিক্ষানবিশগণের বিভাগীয় পরীক্ষা বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন;
- The Bangladesh Civil Service (Administration) Composition and Cadre Rules, ১৯৮০ সংশোধন;
- বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পদোন্নতির জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭-এর সংশোধন;
- The Bangladesh Civil Service (Technical Education) Recruitment Rules, ১৯৮১-এর সংশোধন;
- The Bangladesh Civil Service (Food) Recruitment Rules, ১৯৮১-এর সংশোধন;
- The Bangladesh Civil Service (Tecnical Education) Composition and Cadre Rules, ১৯৮০-এর তপশিল সংশোধন;
- The Bangladesh Civil Service (Agriculture) Composition and Cadre Rules, ১৯৮০-এর তপশিল সংশোধন;
- বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪-এর তপশিল- ১-এর ২(খ) (কৃষি অংশ) সংশোধন;
- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ২০২০ প্রণয়ন (বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (কনসালটেশন) রেগুলেশনস, ১৯৭৯-এর সংশোধন);
- The BCS Composition and cadre Rules of 1980 এবং The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 বাংলা ভাষায় প্রণয়ন;
- The BCS Composition and cadre Rules of 1980-এর সংশোধন; এবং
- The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981-এর সংশোধন।

৫.৮ সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগ

- ‘জেলা/উপজেলার নামের সঠিক বানান’ শীর্ষক একটি নতুন পুস্তক প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে;
- ‘প্রশাসনিক পরিভাষা’ পুস্তকটি অ্যাপ আকারে তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে;
- বাবাকো-এর প্রকাশনাসমূহের একটি ইনভেনট্রি তৈরি করা হবে;
- চাহিদার ভিত্তিতে শেষ হয়ে যাওয়া প্রকাশনাসমূহের পুনঃমুদ্রণের উদ্যোগ নেওয়া হবে; এবং
- Census সফটওয়্যারটি চূড়ান্ত হলে PACC-এর তত্ত্বাবধানে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাকে সফটওয়্যারটির মাধ্যমে জনবলের তথ্য সরবরাহের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে; যত দ্রুত সম্ভব জনবলের তথ্য ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে Census সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৬.০ এস.ডি.জি. অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এস.ডি.জি. ১৬.৭.১ সূচকের জন্য লিড মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত। সূচকটির জন্য সকল সরকারি চাকরিজীবীদের লিঙ্গ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা ও জনগোষ্ঠীর শ্রেণিসম্পর্কিত ডেটা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বেসলাইন ডেটা না থাকার প্রেক্ষাপটে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক এস.ডি.জি. বিষয়ক ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয় এবং ওয়ার্কশপ থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে ডেটা ছক প্রস্তুত করে সকল মন্ত্রণালয় এবং স্ব স্ব অধীন দপ্তর থেকে ডেটা সংগ্রহ ও সংকলন করা হয়েছে। এস.ডি.জি. মেটা ডেটা অনুসারে computation method-এর তিনটি step-এর মধ্যে দুইটি step-এর computation সমাপ্ত হয়েছে। step দুইটি যথাক্রমে Overall compilation এবং Proportion calculationসংক্রান্ত। তৃতীয় stepটি ratio calculationসংক্রান্ত। তৃতীয় step-এর computation করে রিপোর্ট প্রস্তুতের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে; এবং

এ ছাড়াও এস.ডি.জি. ১৬.৬ সূচক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মাধ্যমে কার্যসম্পাদন অব্যাহত থাকবে; এস.ডি.জি. ৩.৯ (গ) সূচক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সমস্ত হাসপাতাল এবং মেডিক্যাল কলেজের জন্য পদ (ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য সহায়ক স্টাফ) সৃজন ও সংরক্ষণে সম্মতি প্রদান অব্যাহত থাকবে।

৭.০ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তিসংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯-এর আলোকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ে তথ্য সরবরাহ করার জন্য তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে; এবং

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ০১-০৭-২০২০ হতে ৩০-০৬-২০২১ তারিখ পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী মোট ৩৯টি আবেদন পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ২৩টি আবেদনের তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অন্যান্য আবেদনে যাচিত তথ্য Allocation of Business among the Different Ministries and Divisions অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট না হওয়ায়, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ২(চ) অনুযায়ী আইন/বিধিমালার ব্যাখ্যা ‘তথ্য’ নয় এবং আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এমন তথ্যের জন্য আবেদন করায় তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করা হয়েছে।

৮.০ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নসংক্রান্ত কার্যক্রম

জনপ্রশাসনের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে দারিদ্র্য নিরসন ও নারীর ক্ষমতায়নসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। অর্থনৈতিক, শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য চাকরিতে মহিলাদের জন্য সরকার আরোপিত কোটা পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় এবং মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ফলে মহিলাগণ চাকরিসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অধিক হারে সম্পৃক্ত হচ্ছেন এবং স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন। ফলে দারিদ্র্যনিরসন ও নারী উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

৮.১ মাঠ পর্যায়ে সরকারি পলিসি/প্রোগ্রামের কার্যকর বাস্তবায়নে দক্ষ জনবল নিয়োগ

তৃণমূল পর্যায়ে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনমূলক নানা ধরনের কর্মসূচি যথা : টি.আর., জি.আর., এফ.এফ.ডব্লিউ., ভি.জি.এফ., ভি.জি.ডি. ইত্যাদি রয়েছে। এসব কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মাঠ প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তা ছাড়া তৃণমূল পর্যায়ে সরকারের দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচিগুলো মূলত মহিলাদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এতে নারীর অর্থনৈতিক কর্মে প্রবেশ ঘটে ও নারীর ক্ষমতায়ন হয়। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি, যেমন, বিধবাভাতা, বয়স্কভাতা এবং ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি বাস্তবায়নেও মাঠপ্রশাসনের কর্মচারীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। উল্লিখিত কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্র্য বিমোচন হয় এবং নারীর সার্বিক কল্যাণ ও পারিবারিক উন্নয়ন ঘটে। এ কর্মসূচির সমন্বয়ক হিসাবে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদে প্রতিবছর উপযুক্ত কর্মচারীদের ফিটলিস্ট তৈরি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পদায়ন করে থাকে।

৮.২ সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণমূলক ব্যবস্থাপনা

চিকিৎসা সেবা ও চিকিৎসার জন্য সরকারি কর্মচারীদের প্রদত্ত আর্থিক অনুদান তাঁদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমায় এবং তাঁদেরকে কর্মক্ষম রাখে। এর ফলে কর্মক্ষেত্রে তাঁদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি তাঁদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে এবং একটি সক্ষম জনশক্তিতে রূপান্তরে সহায়তা করে। কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী এবং স্থায়ীভাবে অঙ্গাহানিজনিত সরকারি কর্মচারীদের জন্য এককালীন অনুদানের অর্থ ও সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল থেকে দরিদ্র কর্মচারীদের প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবা দারিদ্র্য নিরসনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। মহিলাদের একটি বড়ো অংশ সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত, যাঁরা সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা সেবা ও কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড থেকে চিকিৎসাসহ অন্যান্য খাতে আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকেন। পুরুষ সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় মহিলা কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েরাও শিক্ষাবৃত্তি বাবদ আর্থিক সহায়তা এবং কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন। এ ধরনের কর্মসূচি সমাজের সার্বিক দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারী উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট এবং ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রক্ষেপণে নিম্নবর্ণিত বরাদ্দ রেখেছে :

৮.৩ দারিদ্র্যনিরসন ও নারী উন্নয়নসম্পর্কিত বরাদ্দ হাজার টাকায়

বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	প্রক্ষেপণ	
		২০২২-২৩	২০২৩-২৪
দারিদ্র্যনিরসন	১৬৪১,০৪,১৩	১৯৮৮,৮৬,৫৯	২৭৫৮,১২,৮৪
নারী উন্নয়ন	৫৯৯,০৯,৬৩	৭৪৯,০৯,৪৮	১৪৬২,৪৬,০০

৮.৪ গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী কর্মচারী পদায়ন

সরকার নারীর ক্ষমতায়নে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী নিয়োগে মহিলাদের জন্য ১০% কোটা সংরক্ষণ করেছে; নারী শিক্ষা উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচির ফলস্বরূপ সরকারি/বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ পর্যায়ক্রমে প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংরক্ষিত কোটার পাশাপাশি মেধা কোটায়ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মহিলারা সরকারি চাকরিতে নিয়োগ পাচ্ছে। সচিব, জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী কর্মচারী নিয়োগ পাচ্ছেন।

Statistics of Civil Officers and Staff, ২০১৭, ২০১৮ এবং ২০১৯ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে প্রতিবছর নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে; নিম্নে ৩ বছরের তুলনামূলক সারণি প্রদান করা হলো :

Statistics of Civil Officers and Staff, ২০১৭

গ্রেডভিত্তিক মহিলা কর্মচারী বিবরণ

গ্রেড	মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সচিবালয়)	দপ্তর/অধিদপ্তর	স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশন	মোট
৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড	৭১০	১৭৭১৭	১১০৭৯	২৯৫০৬
১০ম গ্রেড	৪৩০	৩৪৭৭০	৫৩৬১	৪০৫৬১
১১তম–১৭তম গ্রেড	৫১৬	২৩৮৫৮৪	৮৩৭৬	২৪৭৪৭৬
১৮তম–২০তম গ্রেড	৪৬৭	৪২৬৫৫	৪৮৯৬	৪৮০১৮
মোট=	২১২৩	৩৩৩৭২৬	২৯৭১২	৩৬৫৫৬১

Statistics of Civil Officers and Staff, ২০১৮

গ্রেডভিত্তিক মহিলা কর্মচারী বিবরণ

গ্রেড	মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সচিবালয়)	দপ্তর/অধিদপ্তর	স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশন	মোট
৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড	৭৪৬	১৮৩৬৬	১১৭৮৬	৩০৮৯৮
১০ম গ্রেড	৪৭৩	৩৪৯৬২	৬৩৪৫	৪১৭৮০
১১তম—১৭তম গ্রেড	৫৪১	২৪১১৯২	১০০৯৫	২৫১৮২৮
১৮তম—২০তম গ্রেড	৪৮২	৪২২৮০	৪৯৬১	৭৭৭২৩
মোট=	২২৪২	৩৩৬৮০০	৩৩১৮৭	৩৭২২২৯

Statistics of Civil Officers and Staff, ২০১৯

গ্রেডভিত্তিক মহিলা কর্মচারী বিবরণ

গ্রেড	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	দপ্তর/অধিদপ্তর	স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশন	মোট
৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড	৮০৫	২২৪৪৯	১৩৩৭৪	৩৭২৭৯
১০ম গ্রেড	৫০১	৪০০১৬	৮০০৫	৪৮৫৩৬
১১তম—১৭তম গ্রেড	৫৮৬	২৭০৯৭৩	১০০২০	২৮৩১৩৩
১৮তম—২০তম গ্রেড	৫২১	৩৮১৪০	৮০৮৭	৪৫৪৬৪
মোট=	২৪১২	৩৭১৫৭৮	৩৬৪৮৬	৪১৪৪১২

৮.৫ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত ৯ম গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্যেও নারী কর্মচারীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১০% কোটার অতিরিক্ত মেধা কোটায়ও নারী নিয়োগ পাচ্ছেন। নিম্নে ৩৪তম বি.সি.এস. থেকে ৩৯তম বি.সি.এস. পর্যন্ত নারী কর্মচারীর নিয়োগের তথ্য প্রদান করা হলো :

ক্রমিক	বিবরণ	সংখ্যা
১.	৩৪তম বি.সি.এস.	
	পুরুষ	১৩৬৩
	নারী	৭৫৪
	মোট=	২১১৭
২.	৩৫তম বি.সি.এস.	
	পুরুষ	১৫৩০
	নারী	৫৯৫
	মোট=	২১২৫
৩.	৩৬তম বি.সি.এস.	
	পুরুষ	১৬৭১
	নারী	৫৮৪
	মোট=	২২৫৫
৪.	৩৭ তম বি.সি.এস.	
	পুরুষ	৯৪০
	নারী	৩০৯
	মোট=	১২৪৯
৫.	৩৮তম বি.সি.এস.	
	পুরুষ	১৫৬০
	নারী	৫৭৪
	মোট=	২১৩৪
৬.	৩৯তম বি.সি.এস. (বিশেষ)	
	পুরুষ	৩৫৯১
	নারী	৩১৩৬
	মোট=	৬৭২৭

৯.০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার পরিচিতি ও কার্যক্রম

৯.১ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বি.পি.এ.টি.সি.)

- বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বি.পি.এ.টি.সি.) দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে চারটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নিপা)। সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি (কোটা)। বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ (বি.এ.এস.সি.) এবং স্টাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এস.টি.আই.)-কে একীভূত করে একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কেন্দ্রকে একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে উন্নীতকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। সে লক্ষ্যে কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মডিউলগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণ, এস.ডি.জি., নারীর ক্ষমতায়ন, আই.সি.টি. এবং ই-গভর্ন্যান্স প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়; এবং
- বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বি.পি.এ.টি.সি) সরকারের রূপকল্প ২০২১, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ, সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে সৎ, দক্ষ ও পেশাদার জনসেবক গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থীদের ধরন	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ	১	৩০৭
উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স	উপসচিব ও সমমানের কর্মকর্তার	৩	৬৯
সিনিয়র স্টাফ কোর্স	যুগ্মসচিব ও সমমানের কর্মকর্তাবৃন্দ	৩	৬১
বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	নন-ক্যাডার কর্মকর্তাবৃন্দ	৪	৯৫
৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত কোর্স	১০ম হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারী	৮৪	২৬৫৬

- বি.পি.এ.টি.সি.-তে অনুষ্ঠিত ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে ২৩টি কোর্সে বিভিন্ন গ্রেডের ৪৬২ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন;
- বিভিন্ন বিষয়ে ১৮টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে ৪৬৬৬ জন অংশগ্রহণ করেন;
- Achieving Sustainable Development Goals in Bangladesh-An Organizational Analysis শীর্ষক গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। এ ছাড়া আরও ৫টি গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। ২টি জার্নাল ও ৪টি নিউজলেটার প্রকাশিত হয়েছে; এবং
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৮জন কর্মকর্তা ও ০৬ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ৭০তম ও ৭১তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে; উক্ত সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসাবে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন;

  উল্লেখ্য, গত ০৬ জুন ২০২১ তারিখে ৬২৭ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণে ৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়; এবং করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ২৭ জুন ২০২১ তারিখে কোর্সটি সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।

  বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের গুণগত মানোন্নয়ন ও সর্বাধুনিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বি.পি.এ.টি.সি.-এর কোর কোর্সসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে :

- বি.পি.এ.টি.সি.-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মচারীদের স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক বিভাগীয় পর্যায়ে ১টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ১১০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন; এবং
- একটি Core Network and Server farm Infrastructure স্থাপন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন :

- প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক জনাব সেলিনা হোসেনকে বঙ্গবন্ধু চেয়ার হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী ২০২০-২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের জন্য কেন্দ্রে মুজিববর্ষ সচিবালয় স্থাপন করা হয়েছে;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী ২০২০-২০২১ উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে ১২টি বিষয়ে 'বঙ্গবন্ধু স্মারক সিরিজ' সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক জনাব সেলিনা হোসেন, বঙ্গবন্ধু চেয়ার, বি.পি.এ.টি.সি.-এর রচিত বঙ্গবন্ধুর জীবনী, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক/সামাজিক/সাংস্কৃতিক আদর্শ, বঙ্গবন্ধুর বিশ্বযাত্রা, নারী উন্নয়নে তাঁর ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে ১০টি প্রবন্ধ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে;
- জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ২০২০-২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রের মূল ফটকের (দুই নম্বর গেট) সম্মুখবর্তী স্থানে/মুজিববর্ষ ডরমিটরি করা হয়েছে। স্বাধীনতার সংগ্রামের এই মহান নেতার ৭ই মার্চ-এর ভাষণের স্মৃতিকে চির জাগরূক করে রাখতে সেই ঐতিহাসিক তর্জনী অনুকরণে একটি স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। যেখানে ছয় লাইনে ছয় দফা আন্দোলনকে বুঝানো হয়েছে এবং বিশটি প্রতিকী দীপ্তিমান মোমবাতির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর ডরমিটরি ছয় লাইনে ছয় দফা আন্দোলনকে বুঝানো হয়েছে এবং বিশটি প্রতিকী দীপ্তিমান মোমবাতির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জন্মপরবর্তী গত একশ বছরের বাংলাদেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে;
- জাতির পিতার প্রশাসনিক ও উন্নয়ন ভাবনা বিষয়ে Online Short Course পরিচালিত হয়েছে;
- জাতির পিতাকে উপজীব্য করে ট্রেনিং মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু চর্চার অংশ হিসাবে কেন্দ্রের সকল কোর্সে 'বঙ্গবন্ধু কুইজ প্রতিযোগিতা' আয়োজন করা হয়েছে; এবং
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে Education Thoughts of Bangabandhu: Analysis of the Quadret-e-Khuda Education Commission Report শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন :

- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বি.পি.এ.টি.সি-এর ওয়েবসাইটে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার স্থাপন করা হয়েছে;
- এ বিষয়ে ৫০০ শব্দের মধ্যে concept note প্রস্তুত করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার স্থাপনের জন্য কেন্দ্রের পরিচালক জনাব মোঃ শরীফ হাছানকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে; এবং
- বি.পি.এ.টি.সি.-এর সকল পত্রে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন :

- 'প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের' আওতায় ১৫ তলাবিশিষ্ট ডরমিটরি ভবনের ৮ম তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ৪র্থ তলাবিশিষ্ট ক্লিনিকের ১ম তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে;
- কেন্দ্রের রাজস্ব বাজেট হতে প্রশিক্ষণার্থীদের ডরমিটরি ভবন, অফিস করিডোর, আবাসিক-অনাবাসিক ভবন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ব্যাচেলর ডরমিটরিসহ বিভিন্ন অবকাঠামোর উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে; এবং
- আইটিসি ভবনের মূল ফটকে অটো ডোর স্থাপন এবং ৫০০ কেভিএবিশিষ্ট জেনারেটর সাব-স্টেশন-৩-এ সংযোজন করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন :

- বি.পি.এ.টি.সি.-এর অফিস এলাকায় ফাইবার অপটিক ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ওয়াই-ফাই-এর আওতায় আনা হয়েছে। এ ছাড়া, কেন্দ্রের সবগুলো ডরমিটরি, লাইব্রেরিসহ প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত সকল এলাকায় ওয়াই-ফাই সিস্টেম নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারী ও প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রয়োজনে Local Area Network (LAN) ও Wi-Fi উভয় সিস্টেমই ব্যবহার করতে পারছেন;

- Asia Pacific Network Information Centre (APNIC), Australia হতে বি.পি.এ.টি.সি.-এর জন্য ২৫৬টি Real IP Address ক্রয় করা হয়েছে। এর ফলে বি.পি.এ.টি.সি.-এর ওয়েবসাইট এবং কেন্দ্রে ব্যবহৃত অনলাইন সার্ভিস ও অফিস অটোমেশনে প্রবেশগম্যতা বাড়বে, সার্ভারের ত্রুটি কমবে;

- বি.পি.এ.টি.সি.-এর Enterprise Resource Planning (ERP) ব্যবস্থা আওতায় অনলাইনে Class Schedule option চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কেন্দ্রে চলমান কোর্সসমূহের দৈনিক রুটিন অনলাইনে প্রস্তুত ও প্রদর্শন করা হচ্ছে;

- BPATC Official Facebook, Messenger ও WhatsApp-এর মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সক্রিয় রয়েছে। এতে কেন্দ্রের কর্মচারীদের মধ্যে যোগাযোগ সহজ হয়েছে; এবং

- অনলাইনে প্রশিক্ষণ আয়োজন ও সভা/সেমিনার আয়োজনের জন্যে Zoom-এর বাণিজ্যিক সংস্করণ ক্রয় করা হয়েছে। এ ছাড়াও Cisco Webex-এর লাইসেন্স ভার্সন কেন্দ্রে আরপিএটিসিসহ বিভিন্ন সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং, ওয়ার্কশপ, অনলাইন ক্লাসের জন্যে ব্যবহার হচ্ছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

ক. প্রশিক্ষণসংক্রান্ত কার্যক্রম :

- বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে বি.সি.এস. ক্যাডারভুক্ত ৯ম গ্রেডের ২৫০ জন, উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্সে ৮০ জন উপসচিব ও সমপর্যায়ের সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও পররাষ্ট্র ক্যাডারের কর্মকর্তা, সিনিয়র স্টাফ কোর্সে ৮০ জন যুগ্মসচিব ও সমপর্যায়ের সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জনপ্রশাসন ও উন্নয়নবিষয়ক ৫টি গবেষণা পরিচালনা ও অবহিত করা। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়ন এবং পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ ও জ্ঞানভিত্তিক সিভিল সার্ভিস গড়ে তুলতে সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সিম্পোজিয়াম আয়োজন;

- চারটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা) ১০ম-২০তম গ্রেডের ৪০৭৫ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ/সেমিনার প্রদান করা হবে এবং

- জনপ্রশাসন, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নসম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন।

খ. প্রকল্প বাস্তবায়ন :

- বি.পি.এ.টি.সি.-এর প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় ২০ তলাবিশিষ্ট 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন'-এর নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরুকরণ, ১৫ তলা ডরমিটরি ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করণ, ৪র্থ তলা বিশিষ্ট মেডিক্যাল সেন্টারের নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ এবং কেন্দ্রের লেক বিউটিফিকেশনকরণ; এবং

- বি.পি.এ.টি.সি.-এর কোর কোর্সসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রের সকল কোর্স অফিস ও ক্লাসরুম আধুনিকায়ন করা।

গ. প্রকাশনা :

- বার্ষিক প্রতিবেদন ১টি, ইংরেজি ষাণ্মাসিক জার্নাল ১টি (২ সংখ্যা), লোক-প্রশাসন পত্রিকা ১টি, প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি ২টি (বি.পি.এ.টি.সি.-এর ১টি ও আরপিএটিসিসমূহের জন্য-১টি) এবং নিউজলেটার ৪টি প্রকাশ।

ঘ. তথ্য ও প্রযুক্তি :

- দাপ্তরিক ব্যবস্থাপনায় ই-নথি সিস্টেমের নিয়মিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কেন্দ্র ও আরপিএটিসি-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য Online e-Nothi Course আয়োজনসহ দাপ্তরিক অন্যান্য কার্যক্রমের উপর online Course-এর আয়োজন করা;
- কেন্দ্রে আইসিটি এবং প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধির নিমিত্ত দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্যবহারের লক্ষ্যে বিটিসিএল হতে ৫০০Mbps ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ এবং প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান হতে Radio Link-এর মাধ্যমে বিকল্প ২০০ Mbps ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ক্রয় করা;
- অফিস অটোমেশন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এপ্লিকেশন/কাস্টমাইজ সফটওয়্যার আপডেটকরণ;
- কেন্দ্রের Live Smart Class Room-করার লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষ সিসিটিভি/আইপি ক্যামেরা স্থাপন করা;
- বি.পি.এ.টি.সি.-এর Website (www.bpatc.org.bd) Upgradation করা;
- BPATC Electronic Card Management System চালু করা;
- Mobile App for BPATC তৈরি করা এবং
- বি.পি.এ.টি.সি.-এর ICT এবং Network Systems-এর Integrated Security Solution বৃদ্ধি করা।

SDG-এ লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

- SDG বাস্তবায়নকারী সকল সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা;
- ওয়ার্কশপ/সেমিনারের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী মধ্যে সচেতনা বাড়ানো; এবং
- Achieving Sustainable Development Goals of Agenda 2030 in Bangladesh: The crossroad of the governance and performance বিষয়ে সম্পাদিত গবেষণা প্রতিবেদন আন্তর্জাতিক জার্নাল emerald group publishing-এ প্রকাশিত হয়েছে।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

সিভিল সার্ভিসে যোগদানকারী সাধারণ ক্যাডারের সকল কর্মকর্তাকে যোগদানের পরপরই কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতা অর্জন, এজন্য ১০০০ জন প্রশিক্ষণার্থী ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ১৫ তলা ডরমিটরি ও ২০ তলাবিশিষ্ট 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন'-এর নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু হবে। কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের আয়োজন এবং আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান। পাশাপাশি বি.পি.এ.টি.সি.-এর রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং সক্ষমতা অর্জনের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন, প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুসারে জনবল কাঠামো হালনাগাদকরণ, সরকারি কর্মচারীদের জন্য Online কোর্স আয়োজন, চারটি নতুন বিভাগীয় শহরে এবং কক্সবাজার জেলায় বিশেষায়িত আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

কেন্দ্রের সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে দুর্নীতি প্রতিরোধে Social Accountablity Tools তথা NIS, APA, Citizen Charter, GRS ও RTI সম্পর্কে প্রশিক্ষণ/সেমিনার পরিচালনা করা হচ্ছে। কেন্দ্রের কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শুদ্ধাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সভা আয়োজন করা হচ্ছে; প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রকাশনায় Plagiarism দূরীকরণের জন্য Turnitin (Anti Plagiarism) সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ছাড়াও প্রশিক্ষণকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনন্দিন Performance লিপিবদ্ধ করার জন্য কোর্সভিত্তিক App স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের কলম চিত্র প্রস্তুতকরণে উক্ত App ব্যবহার করা হচ্ছে।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশনবিষয়ক কার্যক্রম :

- ই-লাইব্রেরি ও ই-রিপোজেটরি চালুকরণ;
- ৭টি ERP সফওয়্যার বাস্তবায়ন;
- দাপ্তরিক কাজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার;
- e-Ticketing চালুকরণ;
- আইটিসি-এর ডরমিটরি-এ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস অটোমেশন করা;
- BPATC Clinic Management System ব্যবহার;
- কেন্দ্রের প্রতিটি কম্পিউটার, ল্যাপটপ, সার্ভার--এর End Point Security and Network Security Administration Solution বৃদ্ধি করা; এবং
- e- lerning platform তৈরি ও অনলাইন কোর্স চালুকরণ।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বি.পি.এ.টি.সি.-এর কর্মচারী কল্যাণ তহবিল হতে ২১ জন কর্মচারীকে ১২,৯৮,০০০/- (বারো লক্ষ আটানব্বই হাজার) টাকা চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- করোনা দুর্যোগকালীন কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আর্থিক সহায়তায় কর্মহীন হয়ে পড়া ৭৫ জন দরিদ্র ও দুস্থ দৈনিকভিত্তিক কর্মচারীকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান;
- বি.পি.এ.টি.সি.-তে করোনা আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সার্বক্ষণিক চিকিৎসার জন্য কেন্দ্রে মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে; করোনাভাইরাস প্রতিরোধে বিভিন্ন কমিটি গঠন;
- করোনা আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইমিউনিটি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের ফলমূল সরবরাহ; এবং
- কেন্দ্রের বিদ্যমান কবরস্থানের সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : ২০২০-২০২১ অর্থবছরে তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত ০৩টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে। আবেদনকারীদের যাচিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

জনবান্ধব প্রশিক্ষণ

ক. (আমার গ্রাম আমার শহর)

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় শীর্ষক বাংলাদেশ সরকারের ইস্তেহারের ৩.১০ ‘আমার গ্রাম আমার শহর’ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করে ৬৯-৭১তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে বাস্তবায়ন। Village Study Module-এর আওতায় প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীগণকে নিজ গ্রামে পাঠিয়ে গ্রামের SWOT Analysis করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, কর্মসংস্থান, বিদ্যুৎ প্রভৃতি নাগরিক সুবিধাসমূহের বিদ্যমান অবস্থা এবং কাঙ্ক্ষিত অবস্থার মধ্যে ব্যবধান চিহ্নিত করে তা পূরণের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকেন। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় উপজেলা পর্যায়ের সরকারি দপ্তরে আবেদন দাখিল, স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠনের মাধ্যমে ফলোআপ প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে সরকারের ইশতেহার বাস্তবায়ন এবং নাগরিক সুবিধাসমূহ গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার বাস্তব ধারণা অর্জন করতে পারে।

খ. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি নবীন কর্মকর্তাদের সহমর্মিতা সৃষ্টির উদ্যোগ

মুজিববর্ষ ২০২০-২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বি.পি.এ.টি.সি কর্তৃক কর্মসূচিসমূহের মধ্যে একটি হলো প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, ভিক্ষুকমুক্ত, নিরক্ষরমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার মনোবৃত্তি সৃষ্টি করা, গরিব দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করা। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে সমাজের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত অন্তত একটি পরিবার পরিদর্শন, তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে তাদের জীবনযাপন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা, চিহ্নিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ। উল্লেখ্য যে, সিভিল সার্ভিসের নবীন কর্মকর্তাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি,তাদেরকে প্রদত্ত সরকারি সেবার মান পর্যবেক্ষণ ও ভবিষ্যতে দেশের উন্নয়ন ভাবনায় গরিবের মানুষের সঙ্গে কথা মনে রাখা প্রভৃতি এ সংযুক্তির উদ্দেশ্য।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনও বিষয় : বি.পি.এ.টি.সি-এর বাইরে দেশের অন্যান্য একাডেমি ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বিগত কয়েক বছর যাবৎ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে; তবে এবারই প্রথম ৭১তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (বি.পি.এ.টি.সি./আরপিএটিসি, চট্টগ্রাম/আরডিএ, বগুড়া/বার্ড, কুমিল্লা/বিয়াম, ঢাকা/বিয়াম, বগুড়া/ বি.সি.এস.এ.এ, ঢাকা) অংশগ্রহণকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন কার্যক্রম একযোগে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত মেধা তালিকা (সমন্বিত) প্রস্তুত করা হয়েছে।

৯.২ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি

৯.২.১ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি ২১ অক্টোবর ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে যাত্রা শুরু করে; রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র ও ব্যস্ততম শাহবাগ এলাকায় ২.২৩ একর ভূমির উপর প্রশাসন একাডেমির অবস্থান। বর্তমানে অনুষদ সদস্য ও সহযোগী কর্মচারীসহ মোট ১২০ জন জনবল নিয়ে একাডেমির কার্যক্রম চলছে। প্রশাসন ক্যাডারের সচিব পদমর্যাদার একজন সদস্য একাডেমির প্রধান নির্বাহী ও রেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া একজন এম.ডি.এস.। চারজন পরিচালক; ছয়জন উপপরিচালক। একজন প্রোগ্রামার; চারজন সহকারী পরিচালক; একজন সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান; একজন মেডিক্যাল অফিসার; একজন গবেষণা কর্মকর্তা। একজন প্রকাশনা অফিসার ও একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য জনবল রয়েছে;

৯.২.২ ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি (COTA) হিসাবে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ একাডেমি গেজেটেড অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি (GOTA) হিসাবে পরিচিত ছিল। সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি এবং গেজেটেড অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি উভয়ই বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে পরিচালিত হতো। প্রতিষ্ঠার পর কিছু সময় এ একাডেমি কেবল বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের নবনিযুক্ত এবং মধ্য পর্যায়ের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানে নিয়োজিত ছিল। পরবর্তী সময়ে বি.সি.এস. (পররাষ্ট্র) ক্যাডারের নবীন কর্মচারীদেরকেও এখানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। বর্তমানে একাডেমি প্রশাসন ক্যাডার কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য শীর্ষস্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডার কর্মচারীদের ভূমি আইন, ফৌজদারি আইন, বিভিন্ন আইন ও বিধিসহ উন্নয়ন প্রশাসন, সুশাসন ব্যবস্থাপনা, সরকারি ক্রয়, তথ্য ও প্রযুক্তি, ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি, নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ এবং দুর্নীতি দমন প্রভৃতি বিষয়ে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা একাডেমির মূল উদ্দেশ্য। মানবসম্পদ উন্নয়নে এবং প্রশিক্ষণসংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা করাও একাডেমির দায়িত্ব। এ ছাড়া একাডেমি কর্তৃক প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উপর বিভিন্ন বই, জার্নাল, গবেষণাপত্র ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমি প্রশাসন ক্যাডার ছাড়াও অন্যান্য ক্যাডার কর্মচারীদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করছে;

৯.২.৩ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি বি.সি.এস. প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য দেশের অন্যতম শীর্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান; ঢাকা মহানগরীর প্রাণকেন্দ্র শাহবাগ অ্যাভিনিউ-এর ২.৩৫ একর জমিতে দুইটি একাডেমিক ভবন নিয়ে বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমি অবস্থিত। একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য শাহবাগের নিকটবর্তী নীলক্ষেত এলাকায় ১.৬৮ একর জমি আবাসন সুবিধা রয়েছে;

৯.২.৪ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে পেশাদার, দক্ষ এবং সৃজনশীল দেশপ্রেমিক সরকারি কর্মকর্তা তৈরি করতে এবং দেশের জাতীয় প্রশিক্ষণের পীঠস্থানে পরিণত হতে একাডেমি তার রূপকল্প নির্ধারণ করে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বি.সি.এস. প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য একাডেমির ১৫ তলাবিশিষ্ট ভবনটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের প্রথম মেয়াদে নির্মিত হয়। তিনি ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ৪ মার্চ এ ভবনটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের ৩ জুন তারিখে এটি উদ্বোধন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বর্তমান মেয়াদে ভবনটির ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্নের মাধ্যমে ভবনটিতে প্রশিক্ষণের আধুনিক সুবিধাদি নিশ্চিত করা হয়।

৯.২.৫ সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে গেজেটেড অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি ((গোটা) নামে এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এ প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি (কোটা) নামকরণ করা হয়; ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বি.পি.এ.টি.সি)-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের আইটি শাখার ১১ জানুয়ারি ১৯৮৭ তারিখের গেজেট অনুযায়ী (বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বোর্ড অব গভর্নরস ৩ ডিসেম্বর ১৯৮৬ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাবেক কোটা ও বর্তমান আঞ্চলিক লোক প্রশাসন কেন্দ্রের সকল স্থাবর সম্পত্তি, আসবাবপত্রাদি (বিশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত ছাড়া) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির অনুকূলে প্রদত্ত ও স্থানান্তর করা হয়। ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ অক্টোবর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর (Attached Department) হিসাবে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ২১ অক্টোবর থেকে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে।

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

একাডেমির অবকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একাডেমির ৫ম তলায় আধুনিক ডাইনিং রুম স্থাপন, প্রশিক্ষণার্থীদের খেলাধুলার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য তিনটি নতুন ব্যাডমিন্টন কোর্ট নির্মাণ ও অন্যান্য খেলার মাঠ সংস্কার ও মেরামতকরণ, একাডেমির রান্না ঘরের আধুনিকীকরণের জন্য আধুনিক সরঞ্জামাদি স্থাপন, প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসিক কক্ষসহ একাডেমির সম্পূর্ণ ক্যাম্পাস ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ ছাড়া বি.সি.এস. প্রশাসন একডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় মূল ভবনের সংস্কার কাজ এবং নতুন ভবনে ফায়ার সেন্সর স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রশিক্ষণসংক্রান্ত :

বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমির ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমিতে ১৯টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সর্বমোট ৫৭৯ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার হয়েছে। তন্মধ্যে ০৬টি দীর্ঘ মেয়াদি কোর্স এবং ১৩টি স্বল্প মেয়াদি কোর্স; নিম্নে একনজরে প্রশিক্ষণ কোর্সের সার্বিক তথ্যাদি দেওয়া হলো :

একনজরে ২০২০-২১ অর্থবছর

ক্রমিক	কোর্সের নাম	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
০১	আইন ও প্রশাসন কোর্স	০৫	১৯৫
০২	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	০১	৪০
০৩	ফিটলিস্টভুক্ত ইউএনও-দের ওরিয়েন্টেশন কোর্স	০৪	৮৪
০৪	নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসি ও মোবাইল কোর্ট-বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স (৩০ কর্মদিবস প্রতিদিন ০১ ঘণ্টা করে সেশন)	০১	৩৯
০৫	উন্নয়ন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স	০২	৭৩
০৬	Short Training of Civil Service Officials (S2) on Public Procurement (মেয়াদ ০৩ দিন)	০৩	৭৬
০৭	ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি কোর্স	০২	৩২
০৮	Consultation, Facilitation & Management Technique (P4D) (মেয়াদ ০২ দিন)	০১	৪০
	সর্বমোট= (পাঁচশত উনআশি)	১৯	৫৭৯

নোট : ০৫টি আইন ও প্রশাসন কোর্সের মধ্যে ৩টি আইন ও প্রশাসন কোর্স (১১৬তম, ১১৭তম এবং১১৮তম) দুটি অর্থবছরের সম্পন্ন হয়েছে। বর্ণিত তিনটি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১১৬ জন প্রশিক্ষণার্থী ছিল।

প্রকাশনাসংক্রান্ত :

একাডেমি বার্তা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০, জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ এবং এপ্রিল-জুন ২০২১) জার্নাল ভলিউম ৩৩ সংখ্যা-১ ও জার্নাল ভলিউম ৩৩ সংখ্যা-২, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০, প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি ২০২০-২১ এবং বাৎসরিক ডেস্ক ক্যালেন্ডার প্রকাশের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;

তথ্যপ্রযুক্তিসংক্রান্ত :

- ই-নথি কার্যক্রম শতভাগে উন্নীত হয়েছে;
- একাডেমির সার্ভারের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের কাজ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-এর মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছে;
- ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির ব্যান্ডউইথ প্রায় দ্বিগুণ (২০০ এমবিপিএস) করা হয়েছে;
- একাডেমির কার্যক্রমসমূহ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বাস্তবায়নের জন্য ERP Software-এর মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- একাডেমির ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে নতুন ভার্সনে পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে; এবং
- তথ্য বাতায়ন তথা ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়ে থাকে।

২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :
প্রশিক্ষণসংক্রান্ত :

বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমির ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ৪৮টি প্রশিক্ষণ কোর্স অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জির খসড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;

প্রকাশনাসংক্রান্ত :

বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমির ২০২১-২০২২ অর্থবছরে একাডেমি বার্তা ৪ (চার) টি, জার্নাল ২ (দুই) টি, বার্ষিক প্রতিবেদন ১ (এক) টি, প্রশিক্ষণ বর্ষপুঞ্জি ১ (এক) টি এবং বাৎসরিক ডেস্ক ক্যালেন্ডার ১ (এক) টি প্রকাশ করা হবে।

তথ্যপ্রযুক্তিসংক্রান্ত :

- একাডেমির সকল নথির কার্যক্রম ই-নথিতে বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;
- ওয়েবসাইটে প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে;
- একাডেমির সার্ভার মেইনটেন্যান্স এবং অন্যান্য আইসিটিবিষয়ক কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য কারিগরি সক্ষমতাসম্পন্ন কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মেইনটেন্যান্স চুক্তি করা হবে;
- একাডেমির ইন্টারনেট সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বর্তমান সিস্টেমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ডিভাইস স্থাপনপূর্বক ক্যাম্পাসের স্থানসমূহে নিরবচ্ছিন্ন wi fi কানেক্টিভিটির আওতায় আনার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে; এবং
- ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি নিরবচ্ছিন্ন ও দ্রুতগতির করা জন্য ব্যান্ডউইথ বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত পরিকল্পনা :

প্রশিক্ষণসংক্রান্ত :

বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমির ২০২০-২০২১ অর্থবছরে SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের কোর্স কারিকুলামে এ বিষয়ে মডিউল অন্তর্ভুক্ত করেছে। যা নিম্নরূপ :

কোর্সের নাম	মডিউল বিষয়	সেশন সংখ্যা
আইন ও প্রশাসন কোর্স	Sustainable Development Goals(Workshop)	০২
উন্নয়ন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	Sustainable Development Goals	০২
ফিটলিস্ট ইউএনও-দের ওরিয়েন্টেশন কোর্স	Sustainable Development Goals	০২

তথ্যপ্রযুক্তিসংক্রান্ত :

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে একাডেমির প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের প্রশিক্ষণ অধিবেশনে বক্তা হিসাবে SDG বিষয়ে অভিজ্ঞ সরকারের সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে বক্তব্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। এ ছাড়া, সরকার কর্তৃক নির্দেশিত সকল ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়নে একাডেমির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা/সমঝোতা স্মারক/চুক্তি এবং বৈদেশিক সফরে অর্জিত সফলতার বিবরণ :

বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমিতে আইন ও প্রশাসন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ইংরেজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য British Council Bangladesh সঙ্গে চুক্তি, বি.সি.এস. ক্যাডারের ৬০০ জন কর্মকর্তাকে ক্রয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ITCILO-এর সঙ্গে চুক্তি এবং আইন ও প্রশাসন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ইংরেজির পাশাপাশি অন্য দুটি জাতিসংঘের ভাষা শেখানোর জন্য Alliance Francaise de Dhaka-এর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

- একাডেমির সার্ভার মেইনটেন্যান্স এবং অন্যান্য আইসিটি-বিষয়ক কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য কারিগরি সক্ষমতাসম্পন্ন কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মেইনটেন্যান্স চুক্তি করা হবে; এবং
- একাডেমির ইন্টারনেট সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বর্তমান সিস্টেমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ডিভাইস স্থাপনপূর্বক ক্যাম্পাসের স্থানসমূহ নিরবিচ্ছিন্ন wi fi কানেক্টিভিটির আওতায় আনার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

আইন ও প্রশাসন কোর্সে ই-গভর্ন্যান্স বিষয়ে ০১টি পূর্ণাঙ্গ মডিউল ও ইনোভেশন বিষয়ে ০১টি কর্মশালা রয়েছে। এ ছাড়া ই-নথি, ই-জিপিসহ ই-গভর্ন্যান্স বিষয়ে অন্যান্য কোর্সেও পাঠদান করা হয় এবং একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় একাডেমির প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জিতে গভর্ন্যান্স আইটি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক ০১টি পূর্ণাঙ্গ কোর্স রয়েছে।

একাডেমির সহযোগী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ সংস্থাসমূহ :

জাতীয় পর্যায়ে

- বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বি.পি.এ.টি.সি);
- ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি);
- জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি);
- বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানজেমন্টে (বিয়াম); এবং
- ন্যাশনাল একাডেমি ফর এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট (নায়েম)।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে

- এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এআইটি), থ্যাইল্যান্ড;
- লাল বাহদুর শাস্ত্রী জাতীয় প্রশাসন একাডেমি (এলবিএসএনএএ), ভারত;
- অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ অব ইন্ডিয়া (এএসসিআই), ভারত;
- জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সী (জাইকা), জাপান;
- কোরিয়ান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সী (ক৩০ ইকা), কোরিয়া;
- চাইনিজ একাডেমি অব গভর্ন্যান্স (সিএজি), চীন;
- ম্যাককুয়ারি ইউনিভার্সিটি, অস্ট্রেলিয়া; এবং
- ইউনিভার্সিটি পুত্রা মালয়েশিয়া (ইউপিএম), মালয়েশিয়া;

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহারের জন্য একাডেমির ভবনসমূহকে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসংবলিত করা;
- জনবল কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করে ২৭১ জনে উন্নীত করা;
- ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন মুগারচর মৌজায় আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন আধুনিক সুযোগ সুবিধাসংবলিত দৃষ্টিনন্দন ক্যাম্পাস তৈরি করা;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ; প্ল্যাটফর্ম ফর ডায়লগ প্রকল্পের আওতায় অনুষদ সদস্য এবং প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ পরিচালনা;
- আইন ও প্রশাসন কোর্স এবং বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের কারিকুলাম সংযুক্ত করে মার্স্টার্স/ডিপ্লোমা ডিগ্রি প্রদান;
- ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার স্থাপন করা;
- অনলাইন কোর্স পরিচালনা করা;
- প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও কারিকুলাম উন্নত করা; এবং
- আধুনিক মূল্যায়ন কৌশল প্রণয়ন করা।

একাডেমির চ্যালেঞ্জ

- একাডেমিতে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আদর্শ ও অনুকরণীয় কর্মকর্তা পদায়ন করা এবং কমপক্ষে দুইবছর একাডেমিতে থেকে বদলি না করা;
- একাডেমিতে কর্মরত কর্মকর্তাগণের জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা;
- বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর পরই কর্মকর্তাদের আইন ও প্রশাসন কোর্সের মনোনয়ন প্রদান বাধ্যতামূলক করা;
- আইন ও প্রশাসন কোর্সে কোর্স ম্যানেজমেন্ট টিমের জন্য কোনো আর্থিক প্রণোদনা না থাকা; এবং

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একাডেমি জনবান্ধব প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেখানে সরকারের রূপকল্প ২০২১, এস.ডি.জি. ২০৩০, রূপকল্প ২০৪১, স্বাধীনতার শতবার্ষিকী এবং ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। বঙ্গাবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে দক্ষ ও যোগ্য সরকারি কর্মকর্তা তৈরিতে দেশ সেরা গতিশীল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে যেতে বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

৯.৩ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন

প্রশাসন ক্যাডারসহ অন্যান্য ক্যাডার এবং সরকারি ও অ-সরকারি কর্মচারীদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রশাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম)-এর যাত্রা শুরু হয়; মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে এ প্রতিষ্ঠানটি ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত হয়; দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি অনন্য স্বশাসিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিয়াম কাজ করছে; রূপকল্প-২০২১-কে সামনে রেখে বিয়াম ফাউন্ডেশন বর্তমানে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছে; বিয়াম ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কক্সবাজার এবং বগুড়ায় আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়; জাতীয় শিক্ষানীতি ও ভিশন-২০২১-এর লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিয়াম সমগ্র বাংলাদেশে ৩৬টি স্কুল এবং ২টি কলেজ পরিচালনা করছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অভিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি অনন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিয়াম ফাউন্ডেশন জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত বি. সি. এস. বিভিন্ন ক্যাডা, বি. সি. এস. (স্বাস্থ্য) ক্যাডার এবং বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করছে; প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাঁদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জনসেবা নিশ্চিতে অবদান রাখতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

এ ছাড়াও বিয়াম ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আঞ্চলিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পর্যটন নগরী কক্সবাজারে যেমন আঞ্চলিক কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে, অনুরূপভাবে বগুড়াতেও একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। বগুড়া ও কক্সবাজার আঞ্চলিক কেন্দ্রেও ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে চলমান।

২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- বিসিএস ক্যাডার কর্মচারীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা;
- বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের চিকিৎসক কর্মচারীদের জন্য বিয়াম ফাউন্ডেশনে বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা;
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মচারীদের বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পরিচালনা; এবং
- নিজস্ব/বিভিন্ন সংস্থার প্রাপ্ত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন।

SDG- এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

- দক্ষ, সৃজনশীল, স্বপ্রণোদিত ও কর্মোদ্যোগী মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে মানসম্মত প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে শীর্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিকাশ লাভ;

- বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের সদস্যদের পেশাভিত্তিক উৎকর্ষ সাধন এবং উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সরকারের সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের পেশাগত মানোন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে যথাযথ প্রশিক্ষণ পরিচালন এবং গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

- বিয়াম কর্তৃক আয়োজিত সকল প্রশিক্ষণ কোর্সে SDG's লক্ষ্যসমূহ বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা। লিখন উপকরণ প্রস্তুত এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্বুদ্ধ করে প্রয়োজনীয় কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা/সমঝোতা স্মারক/চুক্তি এবং বৈদেশিক সফরে অর্জিত সফলতার বিবরণ :

পরিচালক পর্যায়ে বৈদেশিক সফরের আলোকে অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কোর্স কারিকুলামে কতিপয় পরিবর্তনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

- বিয়াম ভবনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন;
- প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় অনুপাতে আয় বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ;
- বি. সি. এস. ক্যাডারভুক্ত কর্মচারীদের জন্য নিয়মিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা;
- বিয়াম ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষকদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- বিয়াম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে Public Procurement Management শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা;
- প্রশিক্ষণ-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ফাউন্ডেশনের ভৌত অবকাঠামোর আধুনিকায়ন;
- বিয়ামের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন;
- ঢাকা ও বিভাগীয় শহরে বিয়াম স্কুল ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনবল কাঠামো সংশোধন;
- বোর্ড সভার অনুমোদনসাপেক্ষে নিজস্ব অর্থায়নে ১টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- "বিয়াম নিউজ লেটার" প্রকাশ;
- অনুষদ সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নকল্পে ToT সহ বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিয়াম ফাউন্ডেশনের সেবাসমূহ অটোমেশনকরণের লক্ষ্যে সময়োপযোগী ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত সফট্ওয়ার স্থাপন; এবং
- অনলাইন হোস্টেল রুম বুকিং ও অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ।

ভিশন-২০২১ অর্জন, প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অনলাইনে হোস্টেল বুকিং চালু করা হয়েছে; এছাড়া বিয়াম ফাউন্ডেশনে নৈতিকতা কমিটি ও ইনোভেশন কমিটি যৌথভাবে শৃঙ্খলা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নজরদারিসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

- সকল মূল কোর্সে ও বিশেষায়িত কোর্সে ই-গভর্ন্যান্স-এর আওতায় Governance Innovation Topic অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে ; এবং
- ই-গভর্ন্যান্সকে পূর্ণাঙ্গ পৃথক মডিউল হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে; ফাউন্ডেশনে একটি কর্মচারী কল্যাণ তহবিল রয়েছে; সেখানে ক্যান্টিনের আয়ের একটি অংশ কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য জমা রাখা হয়।

বিয়াম ফাউন্ডেশন পরিচালিত স্কুল ও কলেজসংক্রান্ত :

জাতীয় শিক্ষানীতি ও রূপকল্প ২০২১-এর লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিয়াম সমগ্র বাংলাদেশে ৪২টি স্কুল/কলেজ পরিচালনা করে আসছে। এ ছাড়াও কক্সবাজার, রাজশাহী, নওগাঁ ও রংপুর জেলায় বিয়াম স্কুল ভবন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান।

৯.৪ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড

প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত সকল অসামরিক কর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানসহ তৃণমূল পর্যায়ে অধিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে সাবেক সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তর ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (কল্যাণ তহবিল ও যৌথবিমা তহবিল)-কে একীভূত করে ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে ১ নং আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড গঠিত হয়; বোর্ড গঠনের মাধ্যমে কর্মচারী ও তাদের পরিবারের বিভিন্ন আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কল্যাণ বোর্ডকে সার্বিকভাবে একটি দক্ষ, যুগোপযোগী তথ্য প্রযুক্তিসমৃদ্ধ আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে; বর্তমানে বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ঢাকাসহ ৭টি বিভাগে কল্যাণ কার্যক্রম চালু রয়েছে;

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি নিম্নরূপ :

(ক) মাসিক কল্যাণ ভাতা : সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার অক্ষম ও কর্মরত অবস্থায় কোনো কর্মকর্তা কর্মচারী মৃতুবরণ করলে তার পরিবারকে অনধিক ১৫ (পনেরো) বছর এবং কর্মকর্তা কর্মচারী অবসর প্রাপ্তির পর ১০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে মৃত্যুর তারিখ হতে ১০ বছরের অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত সর্বোচ্চ টা. ২,০০০/- (দুই হাজার) হারে ধারাবাহিকভাবে মাসিক কল্যাণ ভাতা প্রদান করা হয়; ০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো :

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০২০-২০২১	টা. ৬৫,৩০,০০,০০০/-	৫৪,৩২,১৬,১৬৯/-	৪,১৮২ জন এবং পূর্ব হতে চলমান ৩৩,৭৯৭ জনসহ মোট ৩৭,৯৭৯ জন, চলতি বছর ৬,১০৫টি কার্ডের মেয়াদ শেষ হয়েছে;

(খ) বিশেষ সাহায্য (চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (অবসরপ্রাপ্ত অক্ষম ও মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের) :

চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি এবং দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া : সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত, অবসরপ্রাপ্ত, মৃত কর্মকর্তা কর্মচারীর নিজ ও পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রতিঅর্থবছরে একবার সর্বোচ্চ ৪০,০০০/- টাকা চিকিৎসা সাহায্য দেওয়া হয়। সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মৃত, অক্ষম ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারীর অনধিক দুসন্তানকে নবম শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য বছরে একবার নির্দিষ্ট হারে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মৃত, অক্ষম ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারীর ও তাদের পরিবারের কোনো সদস্যের মৃত্যুর ক্ষেত্রে সর্বসাকুল্যে টা. ১০,০০০/-দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাহায্য বাবদ প্রদান করা হচ্ছে। ০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো :

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০২০-২০২১	টা. ২৫,৫৭,৭০,০০০/-	২২,৯৯,৬০,৫০০/-	১৬,৪১৯ জন

(গ) দেশে ও বিদেশে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য : কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীর নিজের দেশে/বিদেশে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসায় চাকরি জীবনে এক বা একাধিক বারে সর্বোচ্চ ২ (দুই) লাখ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। সরকারি-কর্মকর্তা কর্মচারীদের অসহায় অবস্থায় এ সাহায্য প্রদান সরকারের একটি মহৎ উদ্যোগ। ০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো :

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০২০-২০২১	টা. ৪০,০০,০০,০০০/-	৩৯,০৩,৩৯,৫৪০/-	২,৩১২ জন

(ঘ) যৌথবিমার এককালীন সাহায্য : সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় চাকরিরত অবস্থায় কোনো কর্মকর্তা কর্মচারীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে উক্ত কর্মচারীর সর্বশেষ প্রাপ্ত মাসিক মূলবেতনের ২৪ (চব্বিশ) মাসের সমপরিমাণ অর্থ বা অনূর্ধ্ব ২ (দুই) লাখ টাকা যৌথবিমার এককালীন সাহায্য হিসাবে প্রদান করা হয়। ০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো :

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০২০-২০২১	টা. ৫৫,০০,০০,০০০/-	৫৩,৭০,৬৪,৬৪৫/-	৩,২৩২ জন

(ঙ) শিক্ষাবৃত্তি : প্রজাতন্ত্রের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের অনধিক দুসন্তানকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য বছরে একবার শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়। এ কর্মসূচি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষায় বিশেষ অবদান রাখছে। ০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো :

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০২০-২০২১	টা. ২০,৭৫,০০,০০০/-	-	করোনাভাইরাসের জন্য সভা করা সম্ভব হয়নি

(চ) স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি : স্টাফবাসে যাতায়াতের জন্য বড়বাসে প্রতি কিলোমিটারে ৫০ পয়সা ও মিনিবাসে ১০০ পয়সা হারে ভাড়া আদায় করা হয়। এ কর্মসূচির অধীনে বর্তমানে চলমান ৭৬টি বাসের মধ্যে ৫০টি সরকারের এবং ২৬টি বিআরটিসি হতে ভাড়াকৃত বাস রয়েছে; উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো :

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০২০-২০২১	১১,৯৭,৪২,৫০০/-	৭,৯১,০২,৩০২/-	৭,০৪৫ জন

(ছ) দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া : সরকারি কর্মচারীর নিজের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ০১/০৭/২০১৬ তারিখ হতে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা এবং পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে লাশ দাফনের জন্য ১০,০০০/-(দশ হাজার) দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাহায্য বাবদ প্রদান করা হচ্ছে। ০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো :

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০২০-২০২১	টা. ৮,০০,০০,০০০/-	৭,৫৫,০০,০০০/-	৩,০২৮ জন

(জ) ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টার : সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের আবাসিক এলাকায় তাদের দ্বারা পরিচালিত ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারকে এবং নতুন ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টার স্থাপনের জন্য প্রতিবছর আর্থিক অনুদান বরাদ্দ দেওয়া হয়। ০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগী ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো :

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগী ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারের সংখ্যা
২০২০-২০২১	টা. ৫৪,০০,০০০/-	-	করোনাভাইরাসের জন্য এখনও পর্যন্ত সভা হয়নি

(ঝ) বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা : ঢাকা মহানগরী ও বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুরে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী ও তাদের সন্তানদের জন্য প্রতিবছর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। ০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো :

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	প্রতিযোগীর সংখ্যা
২০২০-২০২১	টা. ১,০৩,০০,০০০/-	-	করোনাভাইরাসের জন্য সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে কোনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়নি;

(ঞ) মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীল মহিলাদেরকে কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরী, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালে মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কম্পিউটার, গ্রাফিক্স ডিজাইন, সেক্রেটারিয়েল সাইন্স, সেলাই, এমব্রয়ডারি, উলবুনন কোর্স চালু আছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের স্ত্রী ও কন্যাগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিভিন্ন সরকারি/আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়ে এবং নিজে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে তারা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে তেমনি পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নে ভূমিকা রাখছে। কেন্দ্রগুলো পরিচালনায় ৪৭টি পদ রয়েছে। ০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো :

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
২০২০-২০২১	টা. ২,৭২,৪৯,৫০০/-	২,১৮,০৪,১২৮/-	৯৮৫ জন

২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা :

- বিভাগীয় কার্যালয়ে সেবা পদ্ধতি (সাধারণ চিকিৎসা অনুদান, শিক্ষাবৃত্তি, কল্যাণভাতা, যৌথবিমার এককালীন অনুদান ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) সহজীকরণ ও দ্রুত নিষ্পত্তি;
- প্রধান কার্যালয়ের কল্যাণভাতা, যৌথবিমার এককালীন অনুদান ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কার্যক্রম অন-লাইনে সম্পাদন; এবং
- বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ সংশোধন।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

- বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩০ তলা ভবন নির্মাণ :
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী মতিঝিলস্থ ৬ নং দিলকুশায় ৩ বিঘা ১৫ কাঠা জায়গায় ৩০ তলা কল্যাণ বোর্ডের বাণিজ্যিক ভবনের নকশা ১০.০৩.২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কিছু নির্দেশনাসহ ভবনটি দৃষ্টিনন্দন, আকর্ষণীয় ও বহুবিধ সুবিধাসম্পন্ন ৩০ তলা ভবন নির্মাণের পরামর্শ দেওয়া হয়;
- KPIDC প্রস্তাবিত ৩০ তলা ভবনের স্থলে ১২ তলা ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রদান করায় এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সার-সংক্ষেপে 'যেভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল সেভাবে বাস্তবায়ন করুন' মর্মে নির্দেশনা প্রদান করায় প্রস্তাবিত ৩০ তলাবিশিষ্ট কল্যাণ ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান। সত্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা সম্ভব হবে;
- এ ছাড়া KPIDC প্রস্তাবিত ভবনের স্থান ২৭ মে ২০২১ তারিখ পুনরায় পরিদর্শন করেন এবং ১৭ জুন ২০২১ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়; KPIDC-তে ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে; এবং

- **সরকারি কর্মচারীদের প্রতিবন্ধী সন্তানদের পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ :** সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) সন্তানদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানার নওগাঁও মৌজার ভাওয়াল এস্টেট-এর কমবেশি ১৯.০০ একর সম্পত্তি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে দীর্ঘ মেয়াদি লিজ প্রদানের জন্য ভূমি সংস্কার বোর্ডের প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে। লিজ কার্যক্রম দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২৬.০৪.২০২১ তারিখ ৬১ নং স্মারকে ভূমি মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

- **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ :** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয় চট্টগ্রামে পুরাতন কমিউনিটি সেন্টারের স্থানে ২০ তলা বহুতল ভবন নির্মাণ করা হবে;

- **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ :** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয় খুলনার পুরাতন কমিউনিটি সেন্টারটি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- সিটিজেন চার্টার-এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে;
- সেবাপ্রার্থীর নামে যৌথবিমার এককালীন অনুদান, জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান, সাধারণ চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি, দাফন অনুদান-এর মঞ্জুরিকৃত অর্থ সেবাপ্রার্থীর ব্যাংক হিসাবে EFT-এর মাধ্যমে সরাসরি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে;
- GRS ও NIS-এর বাস্তবায়ন এবং
- আবেদনকারীকে অফিসে visit শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হয়েছে;

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম : 'কল্যাণভাতা, যৌথবিমা ও দাফন অনুদান একীভূত করণ'সংক্রান্ত ইনোভেশন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে; বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩টি অনুদানের জন্য ১টি ফর্মে আবেদন গ্রহণ এবং ১ জন পরিচালকের অধীনে একসঙ্গে অনুমোদন প্রদানের জন্য এ উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে;

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম : বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রধান কার্যালয় হতে আবেদনকারীগণকে আবেদন গ্রহণের ডায়ারি নম্বর ও তারিখ, আবেদনে আপত্তি/ত্রুটি থাকলে তা জানিয়ে এবং আবেদন অনুমোদনের বিষয়টি তাঁদের (সেবাপ্রার্থীর) মোবাইল ফোনে SMS-এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে। সেবাপ্রার্থীর নামে যৌথবিমার এককালীন অনুদান, জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান, সাধারণ চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি, দাফন অনুদান-এর মঞ্জুরিকৃত অর্থ সেবাপ্রার্থীর ব্যাংক হিসাবে EFT-এর মাধ্যমে সরাসরি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে তথ্য সরবরাহের জন্য ০৪ (চার) টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে এবং ০৪ (চার) টি আবেদনেরই জবাব প্রদান করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : নিজস্ব অর্থায়নে ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের কমিউনিটি সেন্টারের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে;

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনো বিষয় : কল্যাণভাতা, যৌথবিমা ও দাফন অনুদান একীভূত করে ১টি ফর্মের আবেদন গ্রহণ এবং ১ জন পরিচালকের অধীনে একসঙ্গে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন করা হয়েছে।

৯.৫ সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি :

- সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৭০৯টি শূন্যপদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে;
- অকেজো ঘোষিত ৮৪টি গাড়ি নিলামে বিক্রি করা হয়েছে এবং বিক্রিলব্ধ ১,৬১,২৬,১৬৯/-(এক কোটি একষট্টি লক্ষ ছাব্বিশ হাজার একশত উনসত্তর) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে;
- অকেজো ঘোষিত ০১টি জিএমভি অ্যানি লঞ্চ, ০৯টি স্পিডবোট ইঞ্জিন ও ০৪টি স্পিডবোট নিলামে বিক্রি করা হয়েছে এবং বিক্রিলব্ধ ২০,১২,৫০০/-(বিশ লক্ষ বারো হাজার পাঁচশত) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে;
- বিয়াম ফাউন্ডেশন, আঞ্চলিক কার্যালয়, বগুড়া-কে ০২টি অকেজো গাড়ি বিনামূল্যে হস্তান্তর করা হয়েছে ;
- সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানায় ৯৩৯টি গাড়ির মেজর এবং ৮৮৬টি গাড়ির মাইনর মেরামত করা হয়েছে;
- সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানার জমিতে সরকারি ও বেসরকারি ৭০০টি গাড়ির পার্কিং স্পেস, মটর মেকানিক ট্রেনিং সেন্টার ও অফিস স্পেসসহ বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য প্রণীত নকশায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ সম্মতি গ্রহণের পর ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের ৩২০ জন কর্মচারীকে ৫০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- শুদ্ধাচারসংক্রান্ত বিষয়ে ১০০ জনকে এবং ইনোভেশনসংক্রান্ত বিষয়ে ৯০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/জেলা/উপজেলার ১৮৪ জন কর্মকর্তাকে নিয়ে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর কর্তৃক গত ১০.০২.২০২১ খ্রি. তারিখে 'সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর নের্তৃত্ব' শীর্ষক অনলাইন সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে ;
- সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম হালনাগাদকরণের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের প্রধান গেটে ০১টি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে;
- গাড়ির চাকা জীবাণুমুক্ত করার লক্ষ্যে পরিবহণ পুলের প্রবেশ পথে জীবাণুনাশকযুক্ত জলাবদ্ধ গতিরোধক স্থাপন করা হয়েছে;
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরে ১০টি অটোমেটিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। ডেঙ্গুর জীবাণুবাহক অ্যাডিস মশার সংক্রমণ রোধকল্পে নিয়মিত পুরোনো গাড়ি ও গাড়ির তলদেশ এবং ড্রেন পরিষ্কার ও কীটনাশক স্প্রে করা হচ্ছে;
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীতে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি ও ভিডিও ডকুমেনটারি প্রদর্শন চালু এবং সরকারি গাড়িতে লাগানোর জন্য সুবর্ণজয়ন্তীর লোগোসংবলিত স্টিকার তৈরি করা হয়েছে;
- ব্যবহার অযোগ্য গাড়ি সংরক্ষণের জন্য পুল ভবনের ৫ম তলায় স্টিল স্ট্রাকচার শেড নির্মাণ করা হয়েছে;
- সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পশ্চিম পার্শ্বের ৫ম তলা পরিচালক ভবন ও গ্যারেজ ভবন নতুনভাবে সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে;
- উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসাবে অ্যাপসের মাধ্যমে জেলা-উপজেলায় গাড়ির টায়ার-টিউব এবং ব্যাটারি সরবরাহ কার্যক্রম চালুকরণে ময়মনসিংহ বিভাগে পাইলটিং করা হয়েছে;
- ই-টেন্ডারের মাধ্যমে অধিদপ্তরে বিভিন্ন ধরনের পণ্য ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে; এবং
- নির্দিষ্টস্থানে ময়লা ফেলার জন্য চাকাযুক্ত ট্রলি বসানো হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল করার লক্ষ্যে পরিবহণ সেবা প্রদান;
- করোনাভাইরাসে আক্রান্ত সরকারি কর্মচারী/রোগীর চিকিৎসায় পরিবহণ সেবাসহ বিভিন্ন হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তারদের আনা-নেওয়ার জন্য গাড়ি সেবা প্রদান;
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের জন্য প্রতিস্থাপক হিসাবে ২৫টি জিপ ক্রয়;
- জেলা ও উপজেলা প্রশাসনে ব্যবহারের জন্য ১০টি জলযান (কেবিন ক্রুজার ও স্পিডবোট) ক্রয়;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসনের ব্যবহারের জন্য ১৫টি মাইক্রোবাস ক্রয়;
- Digital Service Implementation Roadmap-২০২১ বাস্তবায়ন;
- সরকারের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ;
- কর্মচারীদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান ও সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বিশেষ লার্নিং সেশন আয়োজন;
- আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন বহুতল কার পার্কিং স্পেসসহ অফিস ভবন নির্মাণ;
- ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তি বৃদ্ধিকরণ;
- পর্যায়ক্রমে অধিদপ্তরের মালিকানাধীন সকল মোটরযানে ভেহিকেল ট্র্যাকার সংযোজন;
- পরিবহণ পুল ভবনের নিচতলায় মেরামত কারখানা স্থানান্তরকরণ; এবং
- কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সরকারি নির্দেশনা শতভাগ বাস্তবায়ন।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

- পলিসি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তা ও মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, টেকসই এবং সার্বক্ষণিক যানবাহন সেবা প্রদান;
- নব নিয়োগের সময় আগ্রহী ও যোগ্য নারী প্রার্থীদের চাকরিতে নিয়োগ প্রদান;
- জনবলের স্বল্পতা দূরীকরণে অধিদপ্তরের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৭০৯টি শূন্যপদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ এবং অর্গানোগ্রাম হালনাগাদ সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ;
- প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল তৈরির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিভিন্ন পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীদের আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সরকারের কেন্দ্রীয় ও মাঠ প্রশাসনে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত পরিবহণ সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোটরযান/জলযান ক্রয়/সংগ্রহ এবং সরবরাহ এবং চালক পদায়ন; এবং
- সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানার গাড়ি মেরামতের সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিকতর আধুনিকায়ন।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

- সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানার জমিতে সরকারি ও বেসরকারি ৭০০টি গাড়ি পার্কিং স্পেস, মটর মেকানিক ট্রেনিং সেন্টার ও অফিস স্পেসসহ বহুতল ভবন নির্মাণ;
- বিভাগীয় পর্যায়ে জলযান মেরামতের সুবিধাসহ ওয়ার্কশপ নির্মাণ;
- সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানার গাড়ি মেরামতের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারখানা আধুনিকায়ন;
- Digital Service Implementation Roadmap-২০২১বাস্তবায়ন;
- পর্যায়ক্রমে অধিদপ্তরের শতভাগ মোটরযানে ভেহিকেল ট্র্যাকার সংযোজন; এবং
- মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের গাড়ির জন্য টায়ারটিউব, ব্যাটারি ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ সরবরাহকরণ।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

শুদ্ধাচারসংক্রান্ত প্রশিক্ষণে দুনীর্তি ও শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া যে-কোনো শৃঙ্খলাভঙ্গ ও দুর্নীতির ঘটনায় তাৎক্ষণিক কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৮টি নতুন বিভাগীয় মামলা দায়ের এবং ১৫টি মামলায় ১৫ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

ই-নথির কার্যক্রম চলমান। গাড়ি বরাদ্দ এবং গাড়ি মেরামতের বিষয়ে ব্যবহারকারী কর্মকর্তাকে মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়। জেলা ও উপজেলায় বাজেট বরাদ্দ এবং গাড়ি ব্যবহারের না-দাবি সনদ ই-মেইলে প্রেরণ করা হয়। ৫০টি সরকারি গাড়িতে ভেহিক্যাল ট্রাকিং সিস্টেম সংযোজন করা হয়েছে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের গাড়ির জন্য টায়ারটিউব, ব্যাটারি ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা হয়।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম : ১০টি অটোমেটিক হ্যান্ড সেনিটাইজার মেশিন স্থাপন করা হয়েছে; কর্মচারীদের স্টাফ গাড়িতে অফিসে আনা-নেওয়া করা হয়। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : ০১ জন তথ্য প্রাপ্তির আবেদনকারীকে চাহিদা মোতাবেক যথাসময়ে ০৩টি তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তথ্য কমিশনে কোনো আপিল দায়ের হয়নি।

৯.৬ মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত সংস্থা-এর সদর দপ্তর ঢাকার তেজগাঁও শিল্প এলাকায় অবস্থিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি মুদ্রণ, লেখ সামগ্রী, ফর্ম ও প্রকাশনা এবং স্টেশনারি অফিসের উত্তরসূরি হিসাবে তৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত Regulation No-G11/1p-13/72-1002, dated-30 August ১৯৭২ মোতাবেক মুদ্রণ, লেখসামগ্রী, ফর্ম ও প্রকাশনা পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীকালে সরকারের নিরাপত্তাসংক্রান্ত গোপনীয় মুদ্রণের প্রয়োজন মিটানোর জন্য ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ নিরাপত্তা মুদ্রণালয় স্থাপন করা হয়। সরকার ২৬.০৪.২০০৫ তারিখে পরিদপ্তরটিকে অধিদপ্তরে উন্নীত করে। ১৫-০৬-২০১০ তারিখে মুদ্রণ, লেখ সামগ্রী, ফর্ম ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে ‘মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর’ (ডিপিপি) নামকরণ করা হয়। মহাপরিচালক অধিদপ্তরের প্রধান। তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন অফিস ও প্রেসসমূহ নিম্নরূপ :

(১) বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস);

(২) গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস (জিপি প্রেস);

(৩) বাংলাদেশ নিরাপত্তা মুদ্রণালয় (বিএসপিপি);

(৪) বাংলাদেশ ফর্ম ও প্রকাশনা অফিস (বিএফপিও); এবং

(৫) বাংলাদেশ স্টেশনারি অফিস (বিএসও)।

এ ছাড়াও এ অধিদপ্তরে নিম্নবর্ণিত ০৮টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে :

(১) ঢাকা আঞ্চলিক অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা;

(২) চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিস, চট্টগ্রাম;

(৩) খুলনা আঞ্চলিক অফিস, খুলনা;

(৪) বগুড়া আঞ্চলিক অফিস, বগুড়া;

(৫) বরিশাল আঞ্চলিক অফিস, বরিশাল;

(৬) রংপুর আঞ্চলিক অফিস, রংপুর;

(৭) সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট; এবং

(৮) ময়মনসিংহ আঞ্চলিক অফিস, ময়মনসিংহ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- ক্রয় কার্যক্রমে ইজিপি চালুকরণ;
- অমর একুশে বই মেলায় এ অধিদপ্তরের সক্রিয় অংশগ্রহণ;
- অনলাইনে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিজি প্রেসের ওয়েবসাইটে আপডেটেড গেজেট সার্চিং পদ্ধতি চালুকরণ;
- বিজি প্রেসের মুদ্রণ কার্য সম্পাদনার্থে ৫টি বাই কালার সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় পারফেক্টিং মুদ্রণ যন্ত্র, ২টি সিপিটি মেশিন, ২টি স্টিচিং মেশিন এবং ৩টি কাটিং মেশিন স্থাপনের জন্য ২৭.১১ কোটি টাকার সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক 'গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস (জিপিপি) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস (বিএসপিপি)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক' প্রকল্পের আওতায় ২টি মাল্টি কালার অফসেট প্রিন্টিং মেশিন, ২টি অটোমেটিক পেপার কাটিং মেশিন এবং ৪টি বুক স্টিচিং মেশিন ক্রয়পূর্বক সরবরাহ গ্রহণ;
- প্রেসের মেশিনসমূহের সুরক্ষা ও উপযোগী কর্ম পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেশিন শাখাসমূহের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিতকরণ;
- বাংলাদেশ স্টেশনারি অফিসে অন লাইন ডিজিটাল স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ; এবং
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আগমন ও প্রস্থান যথাসময়ে নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালুকরণ।

কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ :

- আধুনিক প্রেস ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণসংক্রান্ত বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ;
- প্রেসসমূহে অটোমেশন সিস্টেম চালুকরণ ও আধুনিকীকরণসহ বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়কে (বিজি প্রেস আধুনিকায়নের জন্য 'বিজি প্রেসের মুদ্রণ কাজ সম্পাদনার্থে বাই কালার সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় পারফেক্টিং মুদ্রণ যন্ত্র, সিপিটি মেশিন, স্টিচিং মেশিন, কাটিং মেশিন স্থাপন শীর্ষক' প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- প্রেসসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক প্রযুক্তির উন্নতমানের মেশিন ক্রয়করণ;
- নির্ধারিত সময়ে গেজেট মুদ্রণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশকরণ;
- কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
- মঞ্জুরিকৃত শূন্যপদে জনবল নিয়োগ নিশ্চিতকরণ;
- নিয়োগ বিধিমালা সংশোধন; এবং
- অনলাইন রিকুইজিশন সিস্টেম চালুকরণ।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

SDG-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে মানসম্মত কাজ ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনা সেবার মান-উন্নয়ন ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

- প্রায় ৭০ বছর পূর্বে নির্মিত গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস ও বিজি প্রেসের প্রেস ভবন পুরাতন ও জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় আধুনিক প্রেস ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ;
- বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে যুগোপযোগী সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত করা;
- প্রেসসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজি প্রেসের প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটে প্রাপ্ত অর্থের বিনিময়ে অত্যাধুনিক মুদ্রণ যন্ত্র সরবরাহ করা;
- কারিগরি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযুক্ত কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- শূন্যপদসমূহে জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করা; এবং
- প্রেসসমূহের পুরাতন ও অকোজো মেশিনসমূহ বিধি মোতাবেক অপসারণ করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

- সরকারের সকল মুদ্রণ, প্রকাশনা ও স্টেশনারি সরবরাহের বিষয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান;
- সরকারের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিরাপত্তার সঙ্গে মুদ্রণ ও সরবরাহ;
- প্রেসসমূহে কর্মরত কারিগরি কর্মচারীদের জন্য যথোপযুক্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- বাংলাদেশের তালিকাভুক্ত সকল সরকারি অফিসে ব্যবহারের জন্য যাচিত স্টেশনারি সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও বিতরণ করা;
- অফিস/প্রেসসমূহের জন্য মালামাল সংগ্রহ, বিতরণ করা ও মজুত মালামালের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ;
- ফর্ম ও স্টেশনারি দ্রব্যাদির জন্য সকল সরকারি অফিস কর্তৃক দাখিলকৃত চাহিদাপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরত সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ;
- সকল প্রকার স্ট্যান্ডার্ড ও নন-স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম, সরকারি জার্নাল, প্রকাশনী, আইন, বিধি, প্রবিধান, গেজেট ইত্যাদি মুদ্রণ ও সকল সরকারি অফিসে তা সরবরাহকরণ;
- জাতীয় বাজেট, নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনি ব্যালট পেপার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মুদ্রণ, জাতীয় সংসদের কার্যাবলি ও সংসদ বিতর্কসহ অন্যান্য মুদ্রণ, কপি স্ট্যাম্প, জাতীয় সঞ্চয়পত্র, ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের চেকসহ বিভিন্ন সংস্থার গোপনীয় ও অতিগোপনীয় মুদ্রণ কাজ সম্পন্নকরণ;
- সরকারি অফিসসমূহে ফর্ম ও স্টেশনারি দ্রব্যাদি সরবরাহের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দসহ উক্ত দ্রব্যাদি সরবরাহের লক্ষ্যে অফিসসমূহ তালিকাভুক্তকরণ;
- সময়মতো সরকারি ডায়ারি ও ক্যালেন্ডার মুদ্রণ ও সরবরাহ করা;
- হাইকোর্টের ডেথ রেফারেন্স, জাতীয় সংসদের প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তর মুদ্রণ; এবং
- জাতীয় দিবস ও বিভিন্ন উৎসবসমূহ পালন।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

অধিদপ্তরাধীন অফিস/প্রেসসমূহে ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নে এবং অধিকতর প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দর প্রস্তাব গ্রহণের স্থান হিসাবে অধিদপ্তরাধীন অফিস/প্রেসসমূহ ছাড়াও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে দরপত্র বাক্স রাখা হয়। ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোডের মাধ্যমে দরপত্র দলিল সংগ্রহের সুযোগ দেওয়া হয়েছে; এ ছাড়া অধিদপ্তর ও অধীন অফিস ও প্রেসসমূহে গণ কার্যক্রম চালু রয়েছে।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- DPP store management software চালু করা হয়েছে;

  বিভিন্ন বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা প্রশাসন এবং প্রত্যাশী সংস্থা থেকে আগত কর্মকর্তাদের সাময়িক অপেক্ষার জন্য প্রেসের প্রধান গেট সংলগ্ন ১টি এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ স্থাপন ও ১টি হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে; এবং
- প্রেসে মুদ্রিত গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টস সংরক্ষণ ও ১টি লাইব্রেরি নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত লাইব্রেরিতে মুক্তিযুদ্ধ কর্নার ও বঙ্গবন্ধু কর্নার নির্মাণ করা হয়েছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

- অধিদপ্তরে কর্মকর্তাদের দ্রুত যোগাযোগ করার প্রয়োজনে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধার্থে অফিসের ভিতরে WiFi সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে;
- দক্ষতা ও মান-উন্নয়নের জন্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; এবং
- দ্রুত পেনশন নিষ্পত্তিকরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

তথ্য অধিকার আইনের আলোকে প্রধান কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক ও অফিস/প্রেসসমূহের উপপরিচালকগণকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য চেয়ে কেউ আবেদন করলে, বিধি মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : ময়মনসিংহ বিভাগে এ অধিদপ্তরের ১টি আঞ্চলিক অফিস চালু করে গ্রাহকদের সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।

৯.৭ সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- সন্দেহজনক করোনা রোগীদের নমুনা পরীক্ষার জন্য রিয়েল টাইম পিসিআর মেশিন ক্রয়পূর্বক স্থাপন করে করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে;
- হাসপাতালে স্থাপিত বুথের পাশাপাশি বাড়ি হতে সন্দেহভাজন করোনারোগীদের নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে;
- সরকারি কর্মচারীদের করোনাচিকিৎসা নিশ্চিতকল্পে সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে রূপান্তর করে ১০০ শয্যায় করোনা চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- কোভিড-১৯ প্রতিরোধে এ হাসপাতালে করোনা ভ্যাকসিন প্রদান করা হচ্ছে;
- করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য ১০টি High Flow oxygen nasal cannula ক্রয় করা হয়েছে;
- রোগীদের জন্য সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে;
- ১টি ভিভিআইপি ১টি ভিআইপি কেবিনের জন্য আধুনিক বেডসহ যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে;
- বিভিন্ন কেবিন ও ওয়ার্ডের জন্য ৩৪টি 3 Function ও ২টি ৫ 5 Function Electric Hospital Bed ক্রয় করা হয়েছে;
- Oxygen concentrator 10 Ltr/min ২টি Patient monitor 12 ৫টি ক্রয় করা হয়েছে;
- হাসপাতালের আউটডোরে ১০,১৪০ জন রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান;
- ২০,৬২৬ জন রোগীর করোনা পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে;
- হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে ১,২৬১ জন করোনা পজিটিভ রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে; এবং
- ১২,৬০৯ জন করোনা পজিটিভ রোগীকে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- হাসপাতালের বহির্বিভাগে আগত সকল সরকারি কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের ১০০ ভাগ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান;
- মঞ্জুরিকৃত পদে জনবল নিয়োগ/পদায়ন নিশ্চিতকরণ;
- হাসপাতালের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৫০ শয্যা হাসপাতালটিকে ৫০০ শয্যা হাসপাতালে উন্নীতকরণের উদ্দেশ্যে বিদ্যমান ০৪ তলা ভবনটির ১৬ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ;

- সর্বাধুনিক ও মানসম্মত ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল উপযোগী হাসপাতালের নিয়োগবিধি প্রণয়ন, পদ সৃজন, সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নসহ সে মোতাবেক যানবাহন ও অফিস সরঞ্জমাদি টি.ও.অ্যান্ড.ই.-তে অন্তর্ভুক্তকরণ;

- অন্তঃবিভাগে শয্যা ব্যবহারের হার ৫৫ ভাগে উন্নীতকরণ;

- হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে ৬০,০০০ পরীক্ষা সম্পাদন, ৪,০০০ ইসিজি, ১০০০ ইকো, ৪,০০০ এক্সরে, ১০০০ আলট্রাসনোগ্রাম, ১০০টি এন্ডোসকোপি পরীক্ষা; এবং

- বিদ্যমান ০৪ তলা ভবনটির ১৬ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের ৩০% কাজ সম্পন্নকরণ।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

- সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে মেডিক্যাল কলেজে রূপান্তর;

- প্রত্যেক বিভাগে সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা;

- হাসপাতালের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আবাসন/কোয়ার্টারের ব্যবস্থাকরণ; এবং

- হাসপাতালে বিদ্যমান বিভাগের পাশাপাশি এইচডিইউ, এনআইসিইউ, সিসিইউ, পোস্ট সিসিইউ, ক্যাথল্যাব, ডায়ালাইসিস ইউনিট, অনকোলজি, হেপাটোলজি, নিউরোলজি, মানসিক রোগ, রেসপিরেটরি মেডিসিন, এন্ডোক্রাইনোলজি, নবজাতক, এডলোসেন্ট (মহিলা ও শিশু) বিভাগসহ শিশু বিকাশ কেন্দ্র খোলা হবে।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- করোনা রোগী শনাক্তের জন্য করোনাপরীক্ষা অত্যাবশ্যকীয় পরীক্ষা। করোনা পরীক্ষার মাধ্যমে ৪-৫ ঘণ্টার মধ্যে করোনারোগী শনাক্ত করা হয়। এতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা সহজ হয়। করোনারোগ সহজে শনাক্ত করা ও করোনাচিকিৎসা বাবস্থাপনা দ্রুত ও সহজ করার লক্ষ্যে এ হাসপাতালে RT-PCR LAB স্থাপন করা হয়েছে।

- করোনা আক্রান্ত রোগী যাদের হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন নেই তাদের জন্য টেলিমেডিসিন সেবা চালু। ফলে করোনা আক্রান্ত রোগীরা ঘরে বসে করোনাচিকিৎসা ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারছে। ঘরে বসে চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ গ্রহণের কারণে করোনাসংক্রমণ হ্রাস, সময় ও আর্থিক খরচ (যাতায়াত) কমেছে;

- হাসপাতালে না এসে বাড়িতে থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিনামূল্যে নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে; ফলে দ্রুত রিপোর্ট প্রদান ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা সহজ হয়েছে;

- প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহের পরে সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে রিপোর্ট তৈরির জন্য সফটওয়্যার স্থাপন করা হয়েছে এবং ই-মেইলের মাধ্যমে রিপোর্ট ডেলিভারি সম্পন্ন করা যাচ্ছে; এবং

- অটোমেশন পদ্ধতিতে মালামাল গ্রহণ ও বিতরণের লক্ষ্যে স্টোর ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন করা হয়েছে। ফলে কাগজের ব্যবহার হ্রাস, গ্রহণ ও বিতরণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণ সহজ হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনো বিষয় : প্রতিদিন এ হাসপাতালের ভ্যাকসিনেশন কেন্দ্র হতে ১০০০-১২০০ ব্যক্তিকে করোনাভ্যাকসিন প্রদান করা হচ্ছে।

১০. মাঠ প্রশাসন

মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের পদ সৃজন, জনবল নিয়োগ এবং বাজেট বরাদ্দ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। মাঠ প্রশাসনে কর্মরত বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মচারীগণ ২০৪১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, দারিদ্র্যবিমোচন, আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা, পতিত/খাস জমি উদ্ধার, দুর্নীতি প্রতিরোধ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যদ্রব্যে ভেজালবিরোধী অভিযান পরিচালনা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের উন্নয়ন, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, গ্রামীণ অবকাঠমোর উন্নয়ন, দুর্যোগ মোকাবিলা, মানব পাচার প্রতিরোধ, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন, যৌন হয়রানি, নারী ও শিশু নির্যাতন, মাদক ব্যাবসা ও সেবন, চোরাচালান, যৌতুক, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, আই.সি.টি. ও কম্পিউটারভিত্তিক সেবা বিকাশ, দেশের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল প্রদান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দর্শন/পরিদর্শন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কল্যাণ, স্থানীয় সরকারসমূহকে সহায়তা প্রদান, সৃজনশীল উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়ন, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং নির্বাচনসহ সময়ে সময়ে সরকার আরোপিত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। নিম্নে মাঠ প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য কাজের বর্ণনা প্রদান করা হলো :

১০.১ ঢাকা বিভাগ

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা :

৩য় শ্রেণির কর্মচারীদের বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তি আন্তঃজেলা বদলি, বহিঃবাংলাদেশ অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা হয়। এ কার্যালয়ের কর্মচারীগণের পাসপোর্ট ইস্যুর নিমিত্ত অনাপত্তি প্রদান, সরকারি আবাসন বরাদ্দসংক্রান্ত, উচ্চশিক্ষার অনুমতি প্রদানসংক্রান্ত, কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে আর্থিক অনুদানের জন্য সুপারিশসংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরের ৩৮তম বি.সি.এস. প্রশাসন ক্যাডারের নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের যোগদান/পদায়ন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ, ঢাকা বিভাগের বি.সি.এস.(প্রশাসন) ক্যাডার কর্মকর্তাগণের বহিঃবাংলাদেশ অর্জিত ছুটি/নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন মঞ্জুর/মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অগ্রায়ণ, ঢাকা বিভাগের বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডার কর্মকর্তাগণের (অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসক) শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুর, ঢাকা বিভাগের বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডার কর্মকর্তা এবং দ্বিতীয় শ্রেণির প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম উত্তোলনের আবেদন মঞ্জুর/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অগ্রায়ণ, ঢাকা বিভাগের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পরিদর্শন ও মোবাইল কোর্ট কেস রেকর্ড পর্যালোচনাসংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ, প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে মোটরগাড়ি ক্রয়ের অগ্রিমের আবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ, জেলা প্রশাসকগণের মাসিক ভ্রমণভাতা বিল ও ভ্রমণ বিবরণী অনুমোদন, জেলা প্রশাসকগণের মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত জেলা প্রশাসক সম্মেলনসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি, কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পাসপোর্ট ইস্যুর নিমিত্ত অনাপত্তি প্রদান, কর্মকর্তাগণের বিদেশ প্রশিক্ষণ/নিয়োগসংক্রান্ত মনোনয়ন/অনুমোদন, ঢাকা বিভাগের বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডার কর্মকর্তাগণের আর্থিক ক্ষমতা (এসিল্যান্ড) অর্পণসংক্রান্ত, ঢাকা বিভাগের বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডার শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাগণের চাকরি স্থায়ীকরণের আবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অগ্রায়ণ, ঢাকা বিভাগের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) গণের দুই মাস অন্তর সভা/ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন, বেতন সংরক্ষণের অনুমতির জন্য আবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অগ্রায়ণ, জেলা পর্যায়ে গুলি বর্ষণের নির্বাহী তদন্ত প্রতিবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ, ঢাকা বিভাগের সহকারী কমিশনার/সিনিয়র সহকারী কমিশনার/উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের বদলি/পদায়নসংক্রান্ত, ঢাকা বিভাগের জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক সম্পাদিত গনশুনানিসংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ, ঢাকা বিভাগের যৌন হয়রানির মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ, ঢাকা বিভাগের ফৌজদারি আইনের ২০১৫-২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের অনিষ্পন্ন মামলার তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে কর্মরত বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডার কর্মকর্তাগণের মাসিক তথ্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ, জেলা পর্যায়ে কর্মরত বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডার কর্মকর্তাগণের (শিক্ষানবিশ) কেস অ্যানোটেশন পর্যালোচনাসংক্রান্ত আদেশ/প্রতিবেদন, মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক কার্যক্রমসংক্রান্ত বিবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়েছে;

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে প্রাপ্ত আবেদন ০৬টি, সরবরাহকৃত তথ্য ০৬টি এবং তথ্য কমিশন বরাবর কোনও আপিল দায়ের করা হয়নি।

ঢাকা

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রম, করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধ ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- করোনার প্রাদুর্ভাবে কর্মহীন ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মাঝে সরকারি ত্রাণ ও অনুদান বিতরণ;
- আশ্রয়ণ এবং আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন;
- ভূমিহীন ৮৪৯টি পরিবারকে মোট ৫৪১.৩ একর কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে এবং আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১৩০৪টি ভূমিহীন, গৃহহীণ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে;
- আধুনিক ও কর্মমুখী শিক্ষা নিশ্চিতকরণে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে; এবং
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে কার্যকর অংশগ্রহণ।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : তথ্য চেয়ে মোট আবেদনের সংখ্যা ৫৬টি, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা ৩১টি এবং তথ্য কমিশন বরাবর কোনও আপিল দায়ের করা হয়নি।

মানিকগঞ্জ

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

এই কার্যালয় ও এই কার্যালয়ের অধীন অফিসে সেবা প্রার্থীগণ সেবা নিতে এসে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে কিংবা কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে, তা অভিযোগ আকারে দাখিল করার জন্য একটি অভিযোগ বাক্স তৈরি করে সকল দপ্তরের সম্মুখে রাখা হয়েছে, যাতে যে কেউ তার অভিযোগটি দাখিল করতে পারে; এবং

'আমি ও আমার অফিস দুর্নীতিমুক্ত' শীর্ষক ঘোষণা অফিস প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষর করে দপ্তরের সামনে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে;

প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিচয়পত্র পরিধান বাধ্যতামূলককরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ -এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা=১৬টি, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা= ১৬টি ও তথ্য কমিশন বরাবর কোনও আপিল দায়ের করা হয়নি।

মাদারীপুর

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়কে সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্ত করা যাতে রেকর্ডরুম ও অন্যান্য শাখাওয়ারি সেবা প্রদানে দালালমুক্ত করা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে; এবং
- ভূমি হুকুম দখল শাখা দালাল মুক্তকরণ হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : মোট আবেদনের সংখ্যা ২৫১টি এবং সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা ২৫১টি।

কিশোরগঞ্জ

২০২০-২০২১ অর্থবছরসংক্রান্ত কার্যাবলি :

সাধারণ কার্যাবলি : চলমান করোনাভাইরাসজনিত পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষিত নির্দেশনা বাস্তবায়ন, স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার প্রচারনা, মাস্ক বিতরণ ও মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা এবং কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ও অসহায়, কর্মহীনদের আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান।

ভূমিসংক্রান্ত কার্যাবলি :

- গৃহহীনদের মধ্যে ১৪.২০ একর খাস জমি বন্দোবস্ত করা হয়েছে;
- ২৭.৮৩ একর কৃষি জমি ৩৮০টি ভূমিহীন কৃষক পরিবারের মধ্যে বন্দোবস্ত করা হয়েছে; এবং
- যার জমি আছে, ঘর নেই তার নিজ জমিতে গৃহনির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ২৯৬৯টি গৃহনির্মাণ করা হয়েছে।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- অভিযুক্ত গাড়িচালক জনাব মোঃ সোহেল রানাকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৩৯(২) উপধারা মোতাবেক মাদকদ্রব্য অবৈধভাবে নিজ দখলে রেখে ক্রয়-বিক্রয় করার অভিযোগে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হওয়ায় ও ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হওয়ায় ২৭.০৩.২০২১ তারিখ হতে ভূতাপেক্ষভাবে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- **ডিজিটাল পদ্ধতিতে ইউনিয়ন পরিষদের সনদ ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ :**

  এই প্রক্রিয়ায় সেবাগ্রহীতাগণ অনলাইনে ঘরে বসে ইউনিয়ন পরিষদের সকল সনদ প্রাপ্তি ও যাচাই করতে পারবেন। বর্তমানে পাইলটিং কার্যক্রম হিসাবে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার যশোদল ইউনিয়নে চালু আছে। অন্যান্য সকল ইউনিয়ন ১৫ জুন ২০২১ তারিখ হতে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করার সিদ্ধান্ত হয়। বর্তমানে মহামারি করোনা ভাইরাসের কারণে চালু করা সম্ভব হয়নি যা পরবর্তীকালে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হবে।

- **মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে সরকারি অর্থ ব্যয়ে বাস্তবায়িত প্রকল্প তালিকাবদ্ধকরণ :**

  এক্ষেত্রে একটি অ্যাপস তৈরি করার প্রক্রিয়া চলমান। যেখানে প্রকল্প নাম, লোকেশন ট্র্যাকিং (গুগল ম্যাপস ও মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করে), প্রকল্প শুরু ও শেষ স্পট নির্ধারণ করে ছবিসহ অন্যান্য তথ্য যেমন, ব্যয়িত অর্থ, পিআইসি বা টেন্ডারের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন কমিটি বা ঠিকাদারের তথ্য সংরক্ষণ করার সুযোগ থাকবে। তা ছাড়া রাস্তা বা ব্রিজের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নির্ধারণ করা থাকবে এবং কাজ শেষে পুনরায় সমাপ্তির তথ্য একইভাবে আপলোড করা হবে। এতে করে লোকেশন ট্র্যাকিং করা থাকায় নাম পরিবর্তন করে একই প্রকল্প একই জায়গায় বারবার দেওয়ার সুযোগ কমবে এবং সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে। টিআর, কাবিখা, ইজিপিপি, এলজিইডি, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে, পানি উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি সংস্থাগুলো একই ফরম্যাটে অ্যাপস ব্যবহার করলে সকলের কাজেই স্বচ্ছতা আসবে এবং দ্বৈততা কমবে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা : ৩৮টি, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা : ৩৮টি, জেলা প্রশাসক বরাবর আপিলের সংখ্যা : ৪২টি এবং বিভাগীয় কমিশনার বরাবর আপিলের সংখ্যা : ২টি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কিশোরগঞ্জ সার্কিট হাউজে-বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্‌বোধন করা হয়েছে। এই কর্নারে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, তাঁর উপর রচিত বিভিন্ন বই, ডকুমেন্ট, আলোকচিত্র সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ এ লাইব্রেরি শাখায় মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধা কর্নার চালু করা হয়েছে;
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রচিত ‘শেখ মুজিব আমার পিতা’ বইটি লিফলেট আকারে প্রকাশ করে জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হয়;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রজেক্ট আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধীনে কিশোরগঞ্জ জেলায় ১ম পর্যায়ে ৬১৬টি ঘর গৃহহীনদের মধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৬৩১টি ঘরের মধ্যে ৩৫২টি হস্তান্তর করা হয়েছে; বাকি ঘরসমূহ নির্মাণাধীন;

- ঐতিহাসিক পাগলা মসজিদের তহবিল থেকে করোনা পরিস্থিতিতে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কর্মরত শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ এবং সিভিল সার্জন, কিশোরগঞ্জ-এর নিয়ন্ত্রাণাধীন ৮০ জন মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট/সহায়তাকারী কর্মচারীদের মোট ৪,০০,০০০/-(চার লক্ষ) টাকা ভাতা প্রদান করা হয়েছে;
- ঐতিহাসিক পাগলা মসজিদের তহবিল থেকে করোনা পরিস্থিতিতে শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গত ১২-০৪-২০২১ তারিখে হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলা এবং আনুষঙ্গিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি বাবদ ৩ লক্ষ (তিন লক্ষ) টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়েছে;
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার পক্ষ থেকে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় একজন গৃহহীনকে ঘর করে দেওয়া হয়েছে; এবং
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে কিশোরগঞ্জ জেলা ভিক্ষুক মুক্তকরণ এবং পুনর্বাসনের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে। সে লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, কিশোরগঞ্জ ১৩টি উপজেলা থেকে মোট ২৯৬ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্যান্য বিষয় :

- জেলা প্রশাসন কিশোরগঞ্জ-এর পক্ষ থেকে জানা-অজানায় বঙ্গবন্ধু নামে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর প্রশ্নোত্তর সংবলিত বই প্রকাশ করা হয়েছে;
- 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, কারাগার হবে সংশোধনাগার' এই স্লোগানকে সামনে রেখে বন্দির হাতকে কর্মীর হাতে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগারকে একটি আদর্শ সংশোধনাগারে রূপান্তর করার লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। কারাবন্দিদের প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেওয়া। কারামুক্তির পর কারাবন্দিদের উন্নতর প্রশিক্ষণ, আর্থিক সুবিধা এবং মনিটরিং-এর মাধ্যমে কাজের সুযোগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। ২৩৩ জন কারাবন্দিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং কারামুক্তির পর ১৪ জনকে কর্মক্ষম করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং Radiant Prisoners নামে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে;
- জাতির পিতার পূর্ণাঙ্গজীবন, তাঁর বিখ্যাত ভাষণসমূহ, বিশ্ব রাজনীতিতে তাঁর অবদান, বিখ্যাত বাণী ও উক্তিসমূহ, জাতির পিতা সংশ্লিষ্ট বইসহ প্রায় ২০টির ও অধিক মেন্যুসংবলিত একটি কিয়স্ক মেশিন মুজিববর্ষ কর্নারে সর্বসাধারণের জন্য উনুক্ত করা হয়েছে; এবং
- কিশোরগঞ্জ রেলস্টেশনের সম্মুখভাগে একটি মিনি পার্কস্থাপন ও উক্ত পার্কে জাতির পিতার একটি দৃষ্টিনন্দন ম্যুরাল স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

শরীয়তপুর

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- কালেক্টরেট কিশলয় স্কুল নামে একটি কিন্ডারগার্টেন শরীয়তপুর জেলার সদর উপজেলায় খুব সুনামের সঙ্গে চললেও-এর কোনো নিজস্ব ভবন ছিল না। কালেক্টরেটের পক্ষ থেকেই এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়েছিল। তাই এই বিদ্যালয়টির কল্যাণে একটি নতুন ৩ তলা ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়টির নতুন ভবন নির্মাণ করা হলে স্কুলটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

রাজবাড়ী

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজবাড়ীতে মুজিবকর্নার স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর দুষ্পাপ্য স্মৃতি সংরক্ষণ করা হয়েছে ;
- জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে রাজবাড়ী শহরের দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত রাজবাড়ী শিশু পার্ক সংস্কারপূর্বক চালু করা হয়েছে;
- করোনাভাইরাস সম্পর্কে জনগণকে সচেতনতা করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি চলমান; এবং
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য ১১৯০টি ঘর গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে;

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে প্রতিমাসে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ব্যাপক প্রচার এবং জনঅবহিতকরণের জন্য মতবিনিময় সভার আয়োজন ও সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়। এ ছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করা হয় :

নিরপেক্ষভাবে দ্রুততম সময়ের মধ্যে জনগণের ন্যায্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

নিজ নিজ দপ্তরকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা;

জনগণকে সঠিক সেবা প্রদান;

দেশের নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রতকরণ;

উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ব্যাপক প্রচার এবং জন অবহিতকরণের জন্য মতবিনিময় সভা আয়োজন;

গণশুনানিতে আগত সেবা প্রার্থীদের নাম ঠিকানা, সেবার ধরন এবং গণশুনানিতে তাৎক্ষণিক কী প্রতিকার দেওয়া হচ্ছে। তা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ নিশ্চিতকরণ;

প্রতিটি শুদ্ধাচারের কৌশল সম্পর্কে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ডিসপ্লে বোর্ড ও ব্যানার প্রদর্শনের ব্যবস্থাকরণ;

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের প্রত্যেক দপ্তরের নৈতিকতা কমিটি গঠন; এবং

শুদ্ধাচার নীতিমালা, ২০১৭ অনুসরণ করে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান ও শুদ্ধাচার চর্চায় উদ্‌বুদ্ধকরণ।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

১২ (বারো) জন মৃত সরকারি কর্মচারীদের পরিবারকে ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা করে এবং ০১ (এক) জন অক্ষম সরকারি কর্মচারীকে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকাসহ মোট ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা সরকারি অনুদান প্রদান করা হয়েছে ; এবং

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : প্রাপ্ত মোট আবেদনের সংখ্যা : ০৬টি; তথ্য কমিশনে আপিল দায়ের হয়নি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মা ইলিশ যাতে নিরাপদে প্রজনন করতে পারে সেজন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় জেলা প্রশাসন এবং মৎস্য অধিদপ্তর, রাজবাড়ীর সার্বিক কর্মতৎপরতায় ৩০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ৭৯ জনকে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়; রাজবাড়ীতে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান অত্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

টাঙ্গাইল

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

অডিট আপত্তি, মোবাইল কোর্ট অন্যান্য অর্থসংক্রান্ত কার্যাবলি :

মোবাইল কোর্ট কার্যক্রমের আওতায় জেলার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,৭৩০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৫,৮২৩টি মামলায় ১,৮৫,৭৮,৪২৫/- (এক কোটি পঁচাশি লক্ষ আটাত্তর হাজার চারশত পঁচিশ) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এর মধ্যে ৫,২৭০ জনকে অর্থদণ্ড এবং ৫৫৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে;

গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/প্রকল্প :

পুরাতন বধ্যভূমিকে আধুনিকীকরণ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিহাস সংবলিত লাইব্রেরি স্থাপন;

টাঙ্গাইল জেলাকে শতভাগ স্কাউট জেলা ঘোষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন তথা স্কাউট জেলা ঘোষণা করা হয়েছে;

অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে 'হাতের মুঠোয় পর্চা' কর্মসূচির আওতায় জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে;

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রতিটি শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার তৈরিকরণ; এবং

কালেক্টরেটের যেসব কর্মচারী সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালন করবেন তাদেরকে ভালো কাজের পুরস্কার স্বরূপ বছর শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে 'জেলা প্রশাসক অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হবে যাতে অন্যরা উৎসাহিত হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সহ বিভিন্ন দপ্তরে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;

তথ্য প্রদানসংক্রান্ত সংখ্যা নিম্নরূপ : তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা : ৩২ এবং নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা : ৩২।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টাঙ্গাইল জেলায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২টি উপজেলায় ১২৩.৮৭৫৬ একর কৃষি খাসজমি ১,০৬৯টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে 'ক' শ্রেণির গৃহহীন ও ভূমিহীন ২,৩০৪টি পরিবারকে ০.০২ শতাংশ করে খাসজমিসহ দুইকক্ষবিশিষ্ট একটি করে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে;

২০২০-২০২১ অর্থবছরে অবৈধ দখলকারদের নিকট হতে ৭০.৯৮ একর খাসজমি উদ্ধার করা হয়েছে। যার আনুমানিক মূল্য ৬২,৬৫,১৭,২৮০/- টাকা।

গাজীপুর

২০২১-২২ অর্থবছরের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা : কার্যক্রম চলমান।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা : SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে গাজীপুর জেলায় একটি কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে নিম্নরূপ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে :

- পরিবহণ সুবিধা বিকাশ এবং পর্যটন খাতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক দিক দিয়ে পর্যটক বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরির জন্য উন্নত অবকাঠামোসহ বিশেষ পর্যটন জোন তৈরি করা;
- শিল্পের জন্য শতভাগ ইটিপি কভারেজ নিশ্চিত করা;
- শিল্পের ETP ইনস্টলেশন এবং ফাংশন নিবিড় তত্ত্বাবধানে নিশ্চিত করা;
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দক্ষ কর্মী উৎপাদনের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা/কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ গড়ে তোলা;
- প্রাকৃতিক গ্যাসের অতিরিক্ত চাপ কমানোর জন্য পুনঃনবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন নিশ্চিত করা;
- নতুন ব্যাবসা উদ্যোগ ও উদ্যোক্তার জন্য প্রক্রিয়া এবং নিবন্ধীকরণ সিস্টেম হ্রাস;
- পিপিপি-এর মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বহন করার যোগ্যতা উন্নত করা;
- ছাত্রদের জন্য শিক্ষার মান এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা উন্নত করতে।
- জেলা প্রশাসক কমপ্রেক্স নির্মাণ কার্যক্রম চলমান। এ ছাড়াও রাজস্ব প্রশাসনের ডিজিটাল পদ্ধতিতে কর্যাবলি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : মোট আবেদনের সংখ্যা : ০৫, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা : ০৫।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনোও বিষয় : শ্রীপুর উপজেলায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প খরচে সকল ইউনিয়নে ০১টি করে গ্রামীণ অ্যাম্বুলেন্স চালু করা হয়েছে এবং কালিগঞ্জ উপজেলায় CRVS প্রকল্প সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ফরিদপুর

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- ‘আট আনায় জীবনের আলো কেনা’ প্রতিপাদ্য নিয়ে ‘জ্ঞানের আলো ট্রাস্ট’ গঠনের মাধ্যমে প্রতিবছর অমর একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজন, দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচন করে তাদের সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে।
- করোনাচ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সঠিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণ, জনসচেতনতা তৈরি, মানবিক সহায়তা এবং ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম পরিচালনাসহ সার্বিক কর্মকান্ড সুচারুভাবে সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ‘ফরিদপুর করোনা ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিলিফ অপারেশন (www.fcmro.com) শীর্ষক একটি ওয়েবসাইট প্রণয়ণ করা হয়েছে। অনলাইন ডেটাবেজ এবং QR কোডসংবলিত মানবিক সহায়তা কার্ডের মাধ্যমে কম সময়ে এবং স্বল্প ব্যয়ে ও নির্ভুলভাবে মানবিক সহায়তাসহ সরকারের সকল ত্রাণ কার্যক্রম সুন্দরভাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সমন্বয় করা সম্ভব হয়েছে।
- ভূমিহীন বন্দোবস্ত : মুজিববর্ষের কর্মসূচি হিসাবে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুর্নবাসন কর্মসূচির আওতায় চলতি অর্থবছরে মে, ২০২১ মাস পর্যন্ত মোট ২,৪৩৫টি ভূমিহীন পরিবারকে ১২৭.৮৭১৬ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।
- বালুমহাল : ফরিদপুর জেলায় মোট ০৪টি বালুমহাল রয়েছে, যার মধ্যে ০১টি বালুমহাল ইতোমধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ০৩টি বালুমহালের মধ্যে ০২টি মামলা সংক্রান্ত জটিলতায় ও ০১টি রেল সংযোগ প্রকল্পের কারণে ইজারা প্রদান করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে; এবং
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে ২৭ (সাতাশ) প্রজাতির প্রায় ১০০ (এক শত) টি আম গাছের সমন্বয়ে ‘মুজিববর্ষ আম বাগান’ সৃজন করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ‘বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার’ স্থাপন করা হয়েছে।

গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম : অনলাইনভিত্তিক রক্তদান কর্মসূচি পরিচালনার জন্য faridpurbloodbank. com তৈরি করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে কার্যক্রম চলমান। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতায় গৃহীত মোট আবেদন সংখ্যা ১৬৩টি, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা ১৫১টি।

নরসিংদী

২০২০-২০২১ অর্থবছরে জেলা প্রশাসন, নরসিংদী-এর কার্যক্রমসংক্রান্ত তথ্যাদি মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ লালনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম :

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সহ নরসিংদী জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

শবদাহটিম (কুইক রেসপন্সটিমের সদস্য), দাফন-কাফনটিম (কুইক রেসপন্স টিমের সদস্য), করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত অসচ্ছল ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রক্ষিতে কার্যক্রম গ্রহণ, অসচ্ছল ইমাম ও মোয়াজ্জিন, অসচ্ছল পুরোহিত, অসচ্ছল সাংবাদিক, কর্মহীন মোটরযান শ্রমিক, কিন্ডার গার্টেন স্কুলের অসচ্ছল শিক্ষক ও কর্মচারী, অসচ্ছল বিশেষ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু পরিবার, বেদে, হিজড়া, করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত মহিলা উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা, কর্মহীন অসহায় পরিবারসহ মোট ১৩৮৬ জন লোককে ৩০,৭২,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার) টাকা প্রদান করা হয়;

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর তথ্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত রোগীকে নির্ধারিত হোম কোয়ারান্টিন এবং হাসপাতালে আইসোলেশনে প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করাসহ উপজেলা করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটির পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী করোনাভাইরাস প্রতিরোধসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় কুইক রেসপন্সটিম গঠন।

ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রম :

নরসিংদী জেলা প্রশাসন পরিচালিত সাংস্কৃতিক সংগঠন বাঁধনহারার পরিবেশনায় সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক নাটিকা **'আলোর পথযাত্রী'** নরসিংদী জেলার বিভিন্ন স্থানে ইতোমধ্যে ৬৩টি বার মঞ্চস্থ হয়েছে;

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন স্থাপনে ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে দুর্গাপূজা পরবর্তী পুনর্মিলনী 'শারদ সম্মিলন'-এর আয়োজন;

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশসহ আবাসিক সুবিধাসংবলিত একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়/'দ্যুতিময় দুয়ার' নির্মাণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, নরসিংদী কর্তৃক বানিয়াছল মৌজায় ৫০ শতাংশ জমি প্রদান করে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে; এবং

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান দৃঢ়করণে জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক 'Transgender'-দের জন্য গৃহীত নানাবিধ উদ্যোগের অন্যতম হলো 'ত্রিনয়ন রূপশিল্প' বাস্তবায়ন।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম

নরসিংদী জেলার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় ১১৬৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মননে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে গ্রোথিত করার লক্ষ্যে একযোগে একই মডেলের মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নরসিংদীতে '৭১ শেকড়ের মূর্ছনা' নামে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে;

ভূমি অধিগ্রহণ শাখার ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য 'Adhigrahan Narsingdi' নামে ওয়েবসাইটের পরীক্ষামূলক ব্যবহার চালু করা হয়েছে; এবং

কর্মসংস্থান নরসিংদী উদ্যোগটিকে টেকসই করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই **'কর্মসংস্থান নরসিংদী'** নামে ওয়েবসাইট, অ্যাপস এবং ডেটাবেজ প্রস্তুতের প্রক্রিয়া চলমান যার মাধ্যমে চাকরি প্রার্থীরা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে পারবে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

তথ্য অধিকার আইনে ৫৬টি আবেদন পাওয়া যায়; আবেদন অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা হয়। কোনো আপিল করা হয়নি।

গোপালগঞ্জ
২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :
কুইক সার্ভিস ডেলিভারি পয়েন্ট :

হয়রানিমুক্তভাবে মনোরম পরিবেশে জনসেবা নিশ্চিত করা এবং সরকারি সেবা আর্ন্তজাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নিচতলায় 'কুইক সার্ভিস ডেলিভারি পয়েন্ট' স্থাপন করা হয়েছে; যেখানে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কিউ মেশিনের সাহায্যে One Stop Service-এর মাধ্যমে সকল শ্রেণি পেশার মানুষ দালালের দৌরাত্ম্য ও হয়রানি ছাড়া সহজেই নিজ নিজ সেবা গ্রহণ করতে পারেন। একটি বিশেষ সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করা হয়।

অবলম্বন :

ভিক্ষা নয়, জীবন হোক কর্মময়' এই স্লোগানকে সামনে রেখে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম টেকসইকরণের লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার কুশলী ইউনিয়নের চৌরখুলী গ্রামের দীর্ঘদিন যাবৎ ভিক্ষাবৃত্তি কাজে নিয়োজিত থাকা ৪৩ জন ভিক্ষুককে 'অবলম্বন' নামক প্যাকেজিং কারখানা তৈরিপূর্বক চাকরি প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া কারখানায় উৎপাদিত কাগজের প্যাকেট বিক্রির লভ্যাংশের ২০ শতাংশ তাদের প্রদান করা হয়। এই কারখানায় নিয়মিতভাবে কাপড়/টিস্যু কাপড়ের ব্যাগ, কাগজের প্যাকেট প্রভৃতি তৈরি ও বিপণন করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য উপজেলায় একই আঙ্গিকে বা ভিন্নরূপে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম টেকসইকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভার্চুয়াল কিচেন :

ঘরে থাকা মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য তাদের সমন্বয়ে এই ভার্চুয়াল নেটওয়ার্কটি তৈরি করা হয়েছে; এই কার্যক্রমকে ‘ভার্চুয়াল কিচেন’ নামকরণ করা হয়েছে; এর মাধ্যমে তাদের নিজস্ব রান্নাঘরে বানানো স্বাস্থ্যকর খাবার বিভিন্ন সভা ও সেমিনারে সরবরাহ করা হচ্ছে; এতে করে একদিকে যেমন ঘরে তৈরি স্বাস্থ্যকর খাবারের নিশ্চয়তা দেওয়া যাচ্ছে অন্যদিকে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন :

পরিচ্ছন্ন শহর প্রতিষ্ঠা এবং শহরের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের জন্য শহরের ৪২টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ও Apps-এর মাধ্যমে তা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।-এর মাধ্যমে শহরের পাঁচ কিলোমিটার এলাকার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সারভেইল্যান্স (Surveillance)/নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে; এ ছাড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নিরাপত্তার লক্ষ্যে দপ্তরে আগত প্রতিটি ব্যক্তির ছবি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিস্টেমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে যা ১৫ দিন পর্যন্ত সার্ভারে জমা থাকছে।

‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ও ‘কারাগারের রোজনামচা’ বই বিতরণ :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কাছ থেকে জানতে এবং নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর চেতনায় উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে গোপালগঞ্জ জেলার সকল শিক্ষার্থীর মাঝে ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ও ‘কারাগারের রোজনামচা’ বই দুটি পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ‘আমার বঙ্গবন্ধু’ শিরোনামে এই কার্যক্রমটি শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ১০,০০০ (দশ হাজার) শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছানো হয়েছে এবং সকল শিক্ষার্থীর নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত এটি চলমান থাকবে। অন্যান্য জেলায় এই উদ্যোগটি অনুসরণ করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু উদ্যান :

জাতির পিতার পবিত্র জন্মভূমি এ জেলায় বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি পৃথিবীর যে-কোনো পর্যটককে আকৃষ্ট করার মতো সকল আকর্ষণীয় উপাদান বিদ্যমান। জাতির পিতার পবিত্র সমাধি এ জেলায় অবস্থিত। জাতির পিতার সমাধিসৌধ কেন্দ্রিক পর্যটনের পাশাপাশি জাতির পিতার স্মৃতিবিজড়িত অন্যান্য স্থানগুলো সংরক্ষণ করা গেলে এ জেলাকে অন্যতম পর্যটনবান্ধব জেলা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলাধীন সুকতাইল ইউনিয়নের পাইকেরডাঙ্গা মৌজায় প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুণ্ন রেখে ‘বঙ্গবন্ধু উদ্যান’ নামে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে কমপক্ষে ৫০ জন ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে।

গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সার্কিট হাউজে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ স্থাপন :

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গোপালগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ সার্কিট হাউজে আগত ভিভিআইপি, ভিআইপি, বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের বঙ্গবন্ধুর চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সার্কিট হাউজে ‘মুজিব কর্নার’ স্থাপন করা হয়েছে।

নজরুল লাইব্রেরি সচলকরণ :

জেলা কালেক্টরেট সংলগ্ন নজরুল লাইব্রেরি-তে পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি ও পড়াশুনা উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে নতুন চেয়ার, টেবিল বসানো হয়েছে এবং বৈদ্যুতিক পাখা ও হোমসোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। ওয়াই-ফাই/ইন্টারনেট-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে পাঠকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নিয়মিত পাঠচক্র করা হচ্ছে। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত নজরুল পাবলিক লাইব্রেরির ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে পাঠ উৎসবের আয়োজন করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম : ‘আমি ও আমার অফিস দুর্নীতিমুক্ত’ শীর্ষক ঘোষণা অফিস প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষর করে দপ্তরের সামনে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা = ১৫টি এবং সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা = ১৫টি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপন করা হয়।

মুন্সীগঞ্জ
২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

এ জেলায় ১২,৭০,০০০ টাকা ব্যয়ে ৫৭ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম : এ জেলায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিনোদন ও খেলাধুলার জন্য ইনডোর স্টোডিয়াম, টেনিস ক্লাব এবং সুইমিং পুল নির্মাণ করা হয়েছে;

কালেক্টর ভবনের ২য় তলায় শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ০১টি কক্ষে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শিশু সন্তানদের বিনোদনের জন্য মায়ার ভুবন নামে বিনোদনকক্ষ বানানো হয়েছে;

কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকার ঘোষিত ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণসহ ই-নথি কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে;

সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণার্থে জুরুরি ভিত্তিতে পেনশন, আনুতোষিকসহ সকল সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে;

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা ০৮টি এবং তথ্য সরবারাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা ০৮টি;

মুন্সীগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্র মুন্সীগঞ্জ মৌজায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে সর্বোচ্চ মানের নান্দনিক রূপ দিয়ে বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল নির্মাণসহ তৎসংলগ্ন এলাকায় উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধনের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনসাধারণের বিনোদনের জন্য উন্মুক্ত স্থান নির্মাণ করা হয়েছে;

মুন্সীগঞ্জ কালেক্টর জামে মসজিদের পুরাতন ভবন ভেঙে একই স্থানে ৪ (চার) তলা আধুনিক জামে মসজিদ নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে চলছে;

অমর ২১শে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ও বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের ভাষা সৈনিকদের সম্মানার্থে এ জেলায় ৬১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৭০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে অবশিষ্ট বিদ্যালয়গুলোতে শহিদ মিনার নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়াধীন; এবং

মুন্সীগঞ্জ শহরের অভ্যন্তরে মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স চত্বরে মডেল মসজিদ নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়াধীন।

১০.২ চট্টগ্রাম বিভাগ

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

চট্টগ্রাম

- প্রবাসীদের ডেটাবেজ প্রস্তুত, বিদেশগামী ব্যক্তিদের প্রতারণা ও হয়রানি প্রতিরোধ এবং মানব পাচার রোধসহ প্রবাসী কল্যাণে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

কক্সবাজার

- ২০২০-২১ অর্থবছরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে;
- কক্সবাজার জেলা প্রশাসন সমুদ্র সৈকতের কবিতা চত্বর পয়েন্টে শিশু পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে ০.৮০ একর জমি নির্ধারণপূর্বক চতুর্পাশে সীমানা প্রাচীর দেওয়া হয়েছে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমেদ কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে; এবং
- কক্সবাজার জেলা প্রশাসন কর্তৃক সমুদ্র সৈকতের কবিতা স্মরণীর বাহারছড়া উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় এক একর জমিতে শিশু হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে; হাসপাতালটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব মো. কামাল হোসেন।

নোয়াখালী

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম : জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কার্যক্রমের ৯৫% ই-নথির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হওয়ায় সেবাগ্রহীতারা দ্রুত সেবা পাচ্ছে। দক্ষ ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ ২১,৭৯,৬৪,৪৫১ টাকা (সাধারণ খাতে) এবং ২,৮৯,১৯,৩০৩ (সংস্থা খাতে) টাকা আদায় হওয়ায় সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। নোয়াখালী খালের ০৬ কি.মি. অবৈধ দখল উদ্ধার করে পুনঃখনন করায় নোয়াখালীর জলাবদ্ধতা বহুলাংশে নিরসন হয়েছে। মুজিববর্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন ১২৮৬টি পরিবারকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসাবে গৃহ প্রদান কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে ৯৩৫টি পরিবারকে গৃহপ্রদান করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে রেকর্ডরুমের সেবা সহজীকরণ করা হয়েছে যার ফলে সেবা গ্রহীতারা তাদের নিজ ঘরে বসে সেবা পাচ্ছেন। জেলা প্রশাসন স্কুল অ্যান্ড কলেজ (ইংরেজি ভার্সন) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা হচ্ছে। জেলা প্রশাসন পরিচালিত প্রভাত শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'মুজিব গ্যালারি' স্থাপন করায় শিশুরা জাতির পিতা সম্পর্কে জানতে পারছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও চেতনা সমুন্নত রাখতে 'মুজিব কর্নার' ও 'মুজিব চত্বর' স্থাপন করা হয়েছে।

ভূমি অধিগ্রহণসংক্রান্ত কার্যক্রম : ২০২০-২১ অর্থবছরে নোয়াখালী জেলার এল.এ. শাখায় মোট ২৮৭.৮৮ একর জমির অধিগ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রায় ১৪০,৩৮,২০,১২০.৫৩ (একশত চল্লিশ কোটি আটত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার একশত বিশ টাকা তিপ্পান্ন পয়সা) টাকা ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিলি করা হয়েছে।

শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যক্রম :

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশত বার্ষিকী 'মুজিব বর্ষ' যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'মুজিব বর্ষ সেল' স্থাপন করে মুজিব বর্ষের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন মনিটরিং করা হচ্ছে;

- সামাজিক উদ্যোগ : ৬৭ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে, ৩৭ জন বেকার যুবক-যুবতির কর্মসংস্থান করা হয়েছে, ২৩ জন হত দরিদ্রের বসত বাড়ি মেরামত করা হয়েছে, শিশু পরিবারের ৫৭ জন এতিম শিশুকে ২ (দুই) বার নতুন পোশাক প্রদান, জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বেসরকারিভাবে করোনাকালীন প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) পরিবারকে মানবিক সহায়তা প্রদান, ৩০ জন প্রতিবন্ধীকে হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়।

ফেনী

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে এবং একই সঙ্গে জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছানো, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো, পরিবেশ সুরক্ষা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়কে সর্বচ্চো অগ্রাধিকার প্রদান করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন'। জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৩০ এজেন্ডা তথা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এস.ডি.জি.)-এর ১৭টি অভীষ্ট এবং ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার ১৫৮টি লক্ষ্যমাত্রা বাংলাদেশে বাস্তবায়নে এবং ২০৪১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ১০টি বিশেষ উদ্যোগ বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প, আশ্রয়ণ প্রকল্প, ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, বিনিয়োগ বিকাশ, কমিউনিটি ক্লিনিক, মানসিক স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ সুরক্ষা বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন, ফেনী ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে জমির খতিয়ানের নকল মামলার জাবেদা নকল প্রান্তিক পর্যায়ের সেবা গ্রহীতাদের নিকট সরবরাহ করা হচ্ছে। জাতীয় ই-সার্ভিসের মাধ্যমে নথি ব্যবস্থাপনা চালুকরণ, ই-মোবাইল কোর্ট, রেকর্ডরুমের জন্য পৃথক সফটওয়্যারের মাধ্যমে ৪,৩৭,৮১৫টি খতিয়ান ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে। ইন্টারনেট সংযোগ শক্তিশালী করা এবং ওয়াই-ফাই চালু করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ডিজিটাল হাজিরা প্রবর্তন করা হয়েছে ও ই-নথি-এর কার্যক্রম চলমান। ফেনী জেলায় একটি দৃষ্টিনন্দন কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, দোয়েল চত্বর, খেজুর চত্বর, মহিপালে ছয়লেনবিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে; জেলা প্রশাসনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ফেনী সদর উপজেলাধীন ছনুয়া ইউনিয়নকে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবায় আদর্শ ইউনিয়ন তথা 'ছনুয়া মডেল' হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে, যা শতভাগ পরিবার

পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং নারী শিক্ষা প্রসারে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে এবং-এর মাধ্যমে উত্তরোত্তর সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ফেনীতে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য ইতোমধ্যে সোনাগাজী উপজেলার বিভিন্ন মৌজার ৪৫১২.৫৬ একর খাস জমির কবুলিয়ত সম্পন্ন হয়েছে। সোনাগাজী উপজেলায় ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন, প্রতিটি উপজেলায় মডেল মসজিদ নির্মাণ, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল লাইন, সোনাপুর-সোনাগাজী-জোরারগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প, প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অধিগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণের অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত ভূমির মালিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ছাগলনাইয়া উপজেলাধীন বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ‘বর্ডার হাট’ স্থাপন করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরে ৩৩৮টি ভূমিহীন পরিবারকে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও গৃহনির্মাণের কার্যক্রম চলমান । সার্কিট হাউজের সৌন্দর্য উন্নয়নে সংস্কার কার্যক্রম চলমান । এ ছাড়াও সার্কিট হাউজের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সি সি ক্যামেরা স্থাপন এবং ওয়াই-ফাই সংযোগ চালু করা হয়েছে। ফেনীর প্রথম মহকুমা প্রশাসক এবং বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকের নামে ফেনী পাবলিক লাইব্রেরিকে ‘নবীন চন্দ্র সেন পাবলিক লাইব্রেরি’ নামে নামকরণ করা হয় এবং নবীন চন্দ্র সেন কালচারাল সেন্টার স্থাপন করা হয়। জেলা প্রশাসন, ফেনীর উদ্যোগে জেলা প্রশাসনসহ জেলার অন্যান্য বিভাগে কর্মরত ল্যাকটেটিং মাদারসহ মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছোটো বাচ্চা রাখার জন্য এ কার্যালয়ের নিচ তলায় মাতৃছায়া নামে একটি ‘মাদার্স কর্নার’ নির্মাণ করা হয়। এ ছাড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মুখে দৃষ্টিনন্দন জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ স্থাপন করা হয়েছে। ‘বঙ্গবন্ধু কর্নারে’ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা সকল বই সংরক্ষণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়কে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে। বিজয় সিংহ দিঘী ও রাজাঝির দিঘির চারপাশ সজ্জিত করে ওয়াকওয়ে ও বিনোদন পার্ক স্থাপনের কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মচারীদের কল্যাণে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের অগ্রগতি শতকরা হার শতভাগ।

কুমিল্লা

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও ই-ফাইলিং কার্যক্রমের;

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আওতায় কুমিল্লার গোমতী নদীর তীর এবং বধ্যভূমিসমূহে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ কর্তৃক ঘোষিত নির্বাচনি ইশতেহারসমূহ জেলাপ্রশাসনের ০৩ বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা ও এপিএ-তে অন্তর্ভুক্তক্রমে বাস্তবায়ন;

২০২০ খ্রিষ্টাব্দে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উদ্‌যাপনে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে ‘মুজিব বর্ষ সেল’ স্থাপন করে মুজিব বর্ষের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন মনিটরিং করা;

ভূমিহীন ও গৃহহীন অর্থাৎ ‘ক’ শ্রেণির পরিবার পুনর্বাসনের জন্য ঘর নির্মাণ। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ১২৫৭টি ঘর নির্মাণ করে গৃহহীনদের হস্তান্তর করা হয়েছে;

ভারত প্রত্যাগতদের কোয়ারান্টিন নিশ্চিতকরণ; এবং

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে অনলাইনভিত্তিক কোরবানির পশুর হাট আয়োজন করা হয়েছে।

লক্ষ্মীপুর

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ই-মিউটেশন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন;
- লক্ষ্মীপুর জেলায় ‘ক’ শ্রেণি অর্থাৎ ভূমিহীন ও গৃহহীন ১৭৮৬টি পরিবারকে গৃহ প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসন;
- ৭৯৯টি মোবাইল কোর্ট অভিযানের মাধ্যমে ৭৬,৭৪,৭৮০ (ছিয়াত্তর লক্ষ চুয়াত্তর হাজার সাতশত আশি) টাকা জরিমানা আদায়; এবং
- ৯৭,৯৪,৩৪৭ (সাতানব্বই লক্ষ চুরানব্বই হাজার তিনশত সাতচল্লিশ) টাকা নন ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়;

চাঁদপুর

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখা :
- জেলা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, অপরাধ প্রতিরোধ এবং করোনাভাইরাস প্রতিরোধের অংশ হিসাবে ১০,০৯৯টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১০,৮২০টি মামলার মাধ্যমে ১১,৩৩১ জন আসামিকে বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ১ কোটি ৭৯ লক্ষ ৪ হাজার ৭ শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৪৫ ধারার ৮১৪টি, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১০৭ ধারার ৩৯১টি, মোবাইল কোর্টে সাজাকৃত ৮২৩টি আপিল এবং নামজারি ও জমা খারিজ আপিল/রিভিশন ২০৯টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে; সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে ৯৯৬টি মতবিনিময় সভা ১,২৯৫টি সমাবেশ, এবং ৭১টি সেমিনার করা হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষাসম্পর্কিত ১,০৩৭টি মতবিনিময় সভা, ১,৭১৯টি সমাবেশ, ৭৩টি সেমিনার এবং ১,৮৫৮টি উঠান বৈঠক করা হয়েছে; জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর কর্তৃক ৪,৪৬৭টি গণশুনানি করা হয়েছে;
- Management Information System (MIS)-এর আওতায় অনলাইনে প্রতিটি উপজেলায় নামজারি/জমাখারিজ/জমা একত্রীকরণের আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ করা হচ্ছে। খাস জমি অর্পিত/পরিত্যক্ত সম্পত্তির ডেটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী জেলায় ভূমিহীন ও গৃহহীনদের তালিকা তৈরি করে ডিসেম্বর ২০২১-এর মধ্যে সকলের জন্য বাসস্থান নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জেলার ১৬০টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন, চাঁদপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ০২টি ঘর বিতরণ করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- কোভিড ১৯ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় সাংবাদিক, সরকারি-বেসরকারি দপ্তর, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, স্কাউট, বিএনসিসি, এনজিও, সুশীল সমাজ এবং স্থানীয় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা;
- আখাউড়া স্থলবন্দর হয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশকারীদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারান্টিন নিশ্চিতকরণ;
- ১৮৯৩টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ৭১৭৫ জনকে ১,৭৩,৮৮,২৪৫ টাকা (এক কোটি তিয়াত্তর লক্ষ আটাশি হাজার দুইশত পয়তাল্লিশ টাকা মাত্র) অর্থদণ্ড প্রদান ও ৬৬ জনকে কারাদণ্ড প্রদান;
- ১৮৬৮টি ভূমিহীন পরিবারকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহারস্বরূপ জমি ও ঘর প্রদান;
- ৩৬.৬৩৩৪ একর খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান; এবং
- ভূমি অধিগ্রহণ ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৪৪০টি চেকের মাধ্যমে ১৪০,৫৩,৫৮,১৪৩ টাকা (একশত চল্লিশ কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ আটান্ন হাজার একশত তেতাল্লিশ টাকা মাত্র) প্রদান।

রাঙ্গামাটি

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধীনে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য বাঘাইছড়ি উপজেলায় ১৬১টি, রাজস্থলী উপজেলায় ২৩৯টি, নানিয়ারচর উপজেলায় ৬১টি, জুরাছড়ি উপজেলায় ১০টি, লংগদু উপজেলায় ১৯৫টি, বরকল উপজেলায় ২০টি ও রাঙ্গামাটি সদর উপজেলায় ৩৩৬টি, কাপ্তাই উপজেলায় ৭৩টিসহ মোট ১,০৯৫টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে;
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্‌যাপন করা হয়;
- কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) প্রতিরোধকল্পে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে;

- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে মোবাইল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও ঋণ প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন উপজেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু কর্নার ও সততা স্টোর স্থাপন করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র নির্মাণ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপসহ মাল্টিমিডিয়া সরবরাহ করা হয়েছে;
- ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ৬ (ছয়) টি এল এ মামলায় ১২৬ (একশত ছাব্বিশ) টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে =৬৮,৬০,২৬,০৭৬/৫৬- (আটষট্টি কোটি ষাট লক্ষ ছাব্বিশ হাজার ছিয়াত্তর টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে; প্রত্যাশী সংস্থাকে জমির দখলও হস্তান্তর করা হয়েছে; এবং
- কাপ্তাই লেকে মাছ ধরা বন্ধকালীন জেলেদের কর্ম সৃজন ও কাপ্তাই লেকের সুরক্ষা ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

খাগড়াছড়ি

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়-এর সম্প্রসারিত ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

বান্দরবান

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- জেলা প্রশাসকের স্বেচ্ছাধীন তহবিল হতে অসহায়, দুস্থ, অনাথ প্রভৃতি ব্যক্তির মাঝে ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গত অর্থবছরে ১৪,০০,০০০ (চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
- নীলাচল, মেঘলা, প্রান্তিক লেক, বনপ্রপাত, জীবননগর ও চিম্বুক পর্যটন কেন্দ্রের নতুন অবকাঠামো তৈরি, সংস্কার এবং পর্যটকদের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও টয়লেট-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- কালেক্টরেট স্কুলকে কলেজে রুপান্তর করা হয়েছে। কলেজ পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। কলেজের ভবন নির্মাণ করা হয়েছে; মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে;
- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ১০০ জন অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীকে ৫,০০,০০০ টাকা এবং ১১টি অসচ্ছল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে ৩,৫০,০০০ টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে। গত অর্থবছরে ১০০ জন অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীকে ৫,০০,০০০ এবং ০৬টি প্রতিষ্ঠানকে ১,৪০,০০০ টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে;
- বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ০৩ জন অসমর্থ ক্রীড়াবিদকে ৪৫,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। গত অর্থবছরে ০৬ জনকে ২৪,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে; এবং
- বান্দরবান জেলা শহরে অবস্থিত হোটেলসমূহের ডেটাবেজ প্রস্তুতপূর্বক ওয়েবপোর্টালে আপলোড করা হয়েছে। ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ৬০ (ষাট) টি হোটেলের ডেটাবেজ তৈরি করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা:

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্রগ্রাম

পর্যটন শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা।

চট্রগ্রাম

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা : ই-ভূমি সেবা প্রদানের জন্য OSS চালুকরণ, শিল্প-কারখানা, ফ্যাক্টরিগুলোতে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় Effluent Treatment Plant(ETP) স্থাপন নিশ্চিতকরণ এবং 'সেবাপুঞ্জ/একসেবা'-এর মাধ্যমে ইউডিসিতে সাধারণ জনগণকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবাপ্রদান।

কক্সবাজার

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

২০২১-২২ অর্থবছরে চলমান ভূমি অধিগ্রহণ মামলার অধীনে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে দুর্নীতি ও হয়রানিমুক্তভাবে ক্ষতিপূরণের টাকা প্রদানের জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া কক্সবাজার জেলায় একটি আন্তর্জাতিক মানের সার্কিট হাউজ নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

নোয়াখালী

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- নোয়াখালী জেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্‌রাসার শতভাগ ছাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পৃথক ওয়াশরুম নির্মাণ;
- নোয়াখালী জেলা শহরের সুবিধাজনক স্থানে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপন;
- ভূমি ও সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলার ডেটাবেজ তৈরি;
- অকৃষি খাসজমি, অর্পিত সম্পত্তি, দেবোত্তর সম্পত্তি ও ওয়াকফ সম্পত্তির ডেটাবেজ প্রণয়ন;
- ‘ওয়ান স্টপ সার্ভিস’ সেন্টারের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ভিক্ষুক পুনর্বাসন ১০০ জন;
- নোয়াখালী জেলায় তিন হাজার ব্লাড ডোনারের ডেটাবেজ প্রস্তুতকরণ; এবং
- ২০ জন নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি।

কুমিল্লা

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- যথাযথভাবে নির্ধারিত দাবির ১০০% ভূমি উন্নয়ন কর আদায়;
- ২০০০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের নিয়ে বিজ্ঞানবিষয়ক ৪টি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ৭৫% হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়; এবং
- গৃহহীনদের গৃহ প্রদানের ব্যবস্থা এবং আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসনকারীদের পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।

লক্ষ্মীপুর

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- ইউনিয়ন পরিষদের অর্থায়নে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য একটি করে অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়; এবং
- উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে প্রতিটি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের জন্য ডেলিভারি বেড ক্রয়।

চাঁদপুর

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- জেলা কার্যালয়ের সঙ্গে ০৮টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ৭২টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে শতভাগ ই-সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- উপজেলা ভূমি অফিসে শতভাগ অনলাইনে নামজারি আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা;
- শতভাগ ‘ক’ শ্রেণির গৃহহীনকে পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- প্রতিটি সরকারি এবং বেসরকারি দপ্তরে ই-অ্যাটেনডেন্স নিশ্চিত করা;
- দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের সরকারি নম্বর ৩৩৩-তে আবেদিত সকল আবেদনকারীর নিকট ত্রাণ বিতরণ করা।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- মামলা, আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স, সার্টিফিকেট মামলা ও ফৌজদারি মামলা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় উদ্ভাবনী উদ্যোগবিষয়ক ডিজিটাল ওয়েববেজড ডেটাবেজ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ; এবং
- রেকর্ডরুম ডিজিটালাইজকরণ।

রাঙ্গামাটি

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- রাঙ্গামাটি পার্বত্য উপজেলাধীন উপজেলাসমূহের প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে শহিদ মিনার স্থাপন;
- গৃহহীন ও ভূমিহীনদের জন্য ভূমিসহ গৃহের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; এবং
- সার্ফেস ওয়াটার পিউরিফাইং-এর মাধ্যমে দুর্গম এলাকাগুলোতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

খাগড়াছড়ি

- ব্রেস্টফিডিং ও শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন।

বান্দরবান

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- জেলা প্রশাসন মানবিক সহায়তা ফাউন্ডেশনের সাহায্যে শৈল প্রপাত পর্যটন কেন্দ্রে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা হস্তশিল্প বিক্রয়ের জন্য শেড নির্মাণ;
- সাধারণ জনগণের পানি সমস্যা দূর করার জন্য বৃহদাকারের ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন;
- জেলার প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান;
- রেকর্ড রুমে রক্ষিত খতিয়ান স্ক্যান করা এবং রেকর্ড সংরক্ষণ ব্যবস্থা ডিজিটালাইজড করা;
- ইংরেজি শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রতি উপজেলায় একটি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব তৈরি;
- বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আওতায় জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান, পর্যটন এলাকা, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কার্যালয় প্রাঙ্গণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে; ১ (এক) লক্ষ চারা রোপণ।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এস.ডি.জি.), বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বিভাগীয় প্রশাসনের নানামুখী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার তথা ই-নথি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনসেবা নিশ্চিতকরণ এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধিপূর্বক জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়া হবে। প্রতিটি ভূমি অফিসেই ভূমি সেবা প্রদানের জন্য One Stop Service এবং ই-নামজারির মাধ্যমে ভূমিসেবাকে যুগোপযোগী মানসম্মত ব্যবস্থাপনায় উন্নীতকরণের মাধ্যমে জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার' স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা বর্তমানে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। এ ছাড়া 'ভূমি উন্নয়ন কর' ডিজিটাইলেজশন কার্যক্রম চলমান ।

চট্টগ্রাম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প ০৭টি প্রকল্পের কাজ ৩৯% এবং প্রতিশ্রুত প্রকল্প ১২টি, তৎমধ্যে ০৮টি প্রকল্পের কাজ ১০০% এবং ০৪টি প্রকল্পের কাজ ৩০%।

কক্সবাজার

- লবণ শিল্প ওচিংড়ি চাষের আধুনিকায়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- রোহিঙ্গা আগমনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ব্যাপক বনায়ন স্থাপন; এবং
- সমুদ্র তীরবর্তী পাহাড়ের পাদদেশে প্রতি দশ কিলোমিটার পরপর ট্যুরিস্ট ভিলেজ স্থাপন করা।

নোয়াখালী

- ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নোয়াখালী জেলায় টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে জলাবদ্ধতা নিরসন;
- শিক্ষার মানোন্নয়নে উপজেলাধীন সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম চালু করা;
- জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা ৪০% বৃদ্ধিকরণ;
- শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে ন্যূনতম ৮০% জলাবদ্ধতা নিরসন;
- কৃষি জমির পরিমাণ ২০% হতে ৫০% এ উন্নীতকরণ;
- উপজেলাধীন সকল বাজারে বর্জ্য অপসারণ;
- স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ, কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং সাইন্স ল্যাব ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও লাইব্রেরির বই সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- সবার জন্য নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিতকরণ;
- ত্রিফসলি কৃষি জমির অন্য কাজে ব্যবহার রোধ করা; এবং
- নদী ভাঙনকবলিত ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা।

ফেনী

- ঝুঁকিপূর্ণ (ঝরে পড়ার হার বেশি) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক প্রাথমিক স্তরে ১০০% ভর্তি নিশ্চিত করা হবে। প্রতি উপজেলায় সকল ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিড-ডে মিল চালু করণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রত্যেক উপজেলায় ন্যূনপক্ষে ১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে **সেন্টার অব এক্সিলেন্স** হিসাবে গড়ে তোলা এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু পার্ক তৈরি করা হবে। জেলায় শিক্ষা ট্রাস্ট (আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য) প্রতিষ্ঠা করা হবে; এবং
- মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (২৯৭টি) ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হবে।

কুমিল্লা

কর্মশালা আয়োজন ও বিভিন্ন সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এস.ডি.জি. লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

লক্ষ্মীপুর

- শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত **SDG**-এর ৩ ও ৪ নং সূচকের আলোকে মানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও মানসম্মত মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন এবং শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্য কার্ডের প্রবর্তনের মাধ্যমে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা;
- **SDG** ৩৯টি সূচকের আলোকে লক্ষ্মীপুর জেলার ০৫টি উপজেলার জন্য ১৩.০৩, ৪.০৫ এবং ১৭.০৫ নং সূচক নির্ধারণক্রমে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান; এবং
- লক্ষ্মীপুর জেলা পর্যায়ে সূচক : ১৩.০৩ (মেঘনা নদীর ভাঙন প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ)-এর আলোকে মেঘনা নদীর ভাঙন রোধকল্পে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী তৈরি ও নদী তীর রক্ষার জন্য বাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

- দারিদ্র্য নিরসনে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও ব্যাবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি;
- ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মী, সুশীল সমাজ, শিক্ষক, ইমাম, আলেম ওলামা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি;
- কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ;
- নদী ও খাল দূষণ প্রতিরোধ করা এবং জলাভূমি ভরাট প্রতিরোধ করা; এবং
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকল্পে ‘পরিচ্ছন্ন গ্রাম পরিচ্ছন্ন শহর’ কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

রাঙ্গামাটি

- জনসেচতনতা বৃদ্ধি, বৃক্ষরোপণ করা, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করা এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে পাহাড় কাটা বন্ধ করা; এবং
- কাপ্তাই হ্রদকে দূষণমুক্ত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ।

খাগড়াছড়ি

- জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে উদীয়মান খেলোয়াড় তৈরিকরণ; এবং
- দখল হওয়া খাল, প্রাকৃতিক জলাধার উদ্ধারে অভিযান পরিচালনা ইত্যাদি।

বান্দরবান

- লক্ষ্যমাত্রা নং-৪ : মানসম্মত শিক্ষা : অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের কার্যক্রম তদারকি, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব স্থাপন এবং জেলা প্রশাসক শিক্ষা বৃত্তি ও সহায়তা ফাউন্ডেশন ও বঙ্গবন্ধু বৃত্তি কার্যক্রমের অধীনে দুস্থ অনাথ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা; সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নাম ও মোবাইল নম্বরসংবলিত ডেটাবেজ তৈরির কাজ চলমান।
- লক্ষ্যমাত্রা নং-৫ : লিঙ্গ সমতা : লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সব নারী ও মেয়ের ক্ষমতায়ন করার লক্ষ্যে মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জেলা প্রশাসক শিক্ষা বৃত্তি ও সহায়তা ফাউন্ডেশন ও বঙ্গবন্ধু বৃত্তি কার্যক্রমের অধীনে বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ছাত্রীদের অগ্রাধিকার দেওয়া। এ ছাড়াও বাল্যবিবাহ রোধে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ, জয়িতা কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং নারী উন্নয়ন ফোরাম কার্যকর করা।

চাঁদপুর	স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক	সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রধান কর্মকাণ্ডসমূহ	টার্গেট অর্জনে বাধাসমূহ (Challenges)	বাধা উত্তরণে করণীয়সমূহ (Activities)	সরকারি/বেসরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠান করণীয় বিষয়ে প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত
	নিরাপদ নদী ও উৎপাদনশীল নদী ব্যবস্থাপনা	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও নদী দখলমুক্তকরণ (মেঘনা-ডাকাতিয়া)	(১) নদী ভাঙন ও চর উৎপত্তি (২) দখলদারদের পুনর্বাসন ও উচ্ছেদ; এবং (৩) প্রভাবশালী স্থানীয় সিন্ডিকেট	(১) নিয়মিত ড্রেজিং (২) নদী শাসন ও নদীতীরবর্তী অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণ (৩) নদী দখলকৃত অংশে বসবাসকারী দরিদ্র-হতদরিদ্রদের পুনর্বাসন (৪) স্থানীয় জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে জনমত গঠন।	স্থানীয় সংসদ সদস্য, স্থানীয় সরকার, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ ও পানি উন্নয়ন বোর্ড
		নদী দূষণ রোধ করা	(১) শিল্প কারখানার অনিয়ন্ত্রিত বর্জ্য (২) জনগণের অসচেতনতা; এবং (৩) নৌযানসমূহের বর্জ্য	(১) নদী তীরবর্তী শিল্প কারখানাসমূহ অন্যত্র স্থানান্তর (২) ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি (৩) নৌযান মালিকদের অবহিতকরণ ও নৌ যানসমূহের বিআইডব্লিউটিএ নিজস্ব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি	জেলা প্রশাসন, স্থানীয় শিল্প বণিক সমিতি, স্থানীয় এনজিও, পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশবাদী সংগঠনসমূহ, নৌযান মালিক সমিতি, নৌ-পুলিশ
		নিরাপদ নৌ-যান শিল্প গড়ে তোলা (ছোটো ও মাঝারি)	(১) উদ্যোক্তার ঘাটতি; এবং (২) প্রাকৃতিক দুর্যোগ।	(১) উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে প্রণোদনা প্রয়োজন (২) বহিস্থ উদ্যোক্তা আকর্ষণে নৌ মেলা/নৌযান মেলা উদ্‌যাপন	জেলা প্রশাসন, স্থানীয় শিল্প-বণিক সমিতি
		নদীমাতৃক পর্যটনের বিকাশ	(১) আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়জনিত দীর্ঘসূত্রতা (২) স্থানীয় উদ্যোগের অভাব	(১) দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ (২) স্থানীয় ব্যবসায়ী, প্রবাসী ও শিল্পপতিদের প্রণোদনা প্রদান	পর্যটন মন্ত্রণালয়, রেল মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন ও বিআইডব্লিউটিএ
		ইলিশ কেন্দ্রিক শিল্পের বিকাশ	(১) ইলিশ জেলেদের অসযোগিতা; (২) মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ঘাটতি; (৩) চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইলিশের উপযোগিতাবিষয়ক গবেষণার অভাব; (৪) ইলিশের আঁইশের সদ্‌ব্যবহারের গবেষণার ঘাটতি	(১) ইলিশ জেলেদের ইলিশ ধরা নিষিদ্ধকালীন বিকল্প কর্মসংস্থান; (২) ইলিশ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন; এবং (৩) ইলিশবিষয়ক মেডিক্যাল গবেষণার উদ্‌বুদ্ধকরণ	মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, শ্রম কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় প্রশাসন

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম

- কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার রোহিঙ্গা ক্যাম্পসমূহ পরিদর্শনকালে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের (IOM, MSS) অর্থায়নে নির্মিত হাসপাতাল পরিদর্শন এবং জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার, জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা IOM, দেশি-বিদেশি এনজিও সংস্থার সঙ্গে আলোচনা ও মতোবিনিময়;
- কক্সবাজারের রোহিঙ্গা কো-অর্ডিনেশন অফিসের কর্মপরিধি নির্ধারণ ও প্রণয়ন এবং সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে একজন কর্মকর্তা ন্যস্তকরণ; এবং
- বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনবিষয়ক যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ (JWG)-এর সার্বিক তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

কক্সবাজার

- এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত এফডি-৭/এফডি-৬/এফসি-১ মোতাবেক জেলায় কর্মরত দেশি-বিদেশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীদের জন্য জরুরি ত্রাণ সহায়তা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীদের জন্য আর্থসামাজিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করছে;
- কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে WHO-এর তত্ত্বাবধানে ০২টি PCR ল্যাব.কক্সবাজার আইসোলেন সেন্টারে টেকনিক্যাল সাপোর্ট, পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ, এ ছাড়াও সার্বিকভাবে জেলায় স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সকল বিষয়ে সহযোগিতা করছে;
- জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে UNHCR কক্সবাজার ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে ICU ও HDU সংস্থাপন করে করোনা আক্রান্তদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করছে এবং বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছে এবং ক্যাম্পে আইসোলেশন সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে করোনা ঝুঁকি থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে;
- কক্সবাজার জেলায় মৃদুভাবে COVID-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের পৃথকভাবে বাড়িতে থাকার সুবিধা নেই তাদের জন্য জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন এনজিও সংস্থার সহযোগিতায় কক্সবাজার সদরে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে;
- জেলায় কর্মরত দেশি-বিদেশি বেসরকারি সংস্থা সমূহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীদের টেকসই উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণসহ অনুদান দিয়ে থাকে; এবং
- দেশিয় বেসরকারি সংস্থাসমূহ মানব পাচার প্রতিরোধ, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ ও নারীর ক্ষমতায়নে এনজিওসমূহ সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করছে।

কুমিল্লা

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সফরের পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের কাজের গুণগতমান বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা, মননশীলতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম

জনপ্রশাসনের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন সংহতকরণের নিমিত্ত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনায় একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণের নিমিত্ত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৫-এর অনুচ্ছেদ ৫.১ (ঘ) অনুসারে অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) হিসাবে সিনিয়র সহকারী কমিশনার (রাজস্ব), বিভাগীয় কমিশনার অফিস, চট্টগ্রাম এবং আপিল কর্মকর্তা হিসাবে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), চট্টগ্রামকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

কক্সবাজার

জেলা প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরলসভাবে কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হলে অথবা কোনো সেবা প্রার্থী হয়রানির শিকার হলে উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

ফেনী

জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। দুর্নীতি বিরোধী মানববন্ধন, দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহ পালন ও সততা স্টোর চালু করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে; এবং

এ ছাড়াও দুর্নীতিসংক্রান্ত অভিযোগ জনগণের দাখিলের সুবিধার্থে জেলা প্রশাসকের অধীন কার্যালয়সমূহে অভিযোগ গ্রহণ বক্স স্থাপন করা হয়েছে।

কুমিল্লা

- শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ তদন্তক্রমে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ; এবং
- জনগণের অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণের নিমিত্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নিয়োগ ও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

লক্ষ্মীপুর

- দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহে অভিযোগ বক্স স্থাপন; এবং
- দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রতিমাসে কর্মচারীদের স্টাফ সভায় শুদ্ধাচার বিষয়ে আলোচনা ও মতোবিনিময় সভার আয়োজন।

চাঁদপুর

- দুর্নীতি প্রতিরোধ : চাঁদপুর জেলা ও বিভিন্ন উপজেলার দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিগুলো দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এজন্য প্রচার-প্রচারণা, র‍্যালি, সমাবেশের আয়োজন, লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে এবং এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;
- অন-লাইন কার্যক্রম : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ প্রায় সকল দপ্তরে জনগণের আবেদন অন-লাইনে গ্রহণ করা হয়;
- অভিযোগ বক্স স্থাপন : জনগণের বিভিন্ন অভিযোগ দাখিল করার জন্য জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ে ০৩ (তিন) টি অভিযোগ বক্স রয়েছে; এবং
- বদলি/শাস্তি প্রদান : বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তপূর্বক প্রমাণসাপেক্ষে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বদলি/শাস্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে কমিটি গঠন করা হয়েছে; এবং
- জেলা পর্যায়ে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

রাঙ্গামাটি

- সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে;
- নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা এবং সরকারি সেবা প্রদানে দুর্নীতি প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে প্রতি বুধবার জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বিভিন্ন উপজেলার সাধারণ জনগোষ্ঠীর সঙ্গেও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণশুনানি করে জনগণের বিভিন্ন সমস্যা তাৎক্ষণিক সমাধান/পরামর্শ প্রদান করা হয়;

খাগড়াছড়ি

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে জেলা পর্যায়ে সকলকে সচেতনকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং এ বিষয়টি মনিটরিং করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও জেলা প্রশাসকের অফিস কক্ষের সামনে অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে। শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

বান্দরবান

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে নিয়মিত কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম

গত অর্থবছরে চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলা থেকে মোট ৪৬টি শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী প্রকল্প বাছাই করে ০২ (দুই) দিনব্যাপী চট্টগ্রাম বিভাগীয় পর্যায়ে ইনোভেশন শোকেসিং অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলেও করোনার কারণে এই অর্থবছরে এ ধরনের কোনো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়নি।

চট্টগ্রাম

ই-নথি সিস্টেম : জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর প্রধান ও কর্মচারীদের ই-ফাইলসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; এ ছাড়া এ জেলার উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এ-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; ইতোমধ্যে এ জেলার ১৫টি উপজেলায় লাইভে কাজ করছে।

ওয়েব পোর্টাল : জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং সরকারি দপ্তর থেকে প্রদেয় সেবাসমূহ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে এ জেলার সকল ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সকল সরকারি দপ্তরসমূহকে ওয়েব পোর্টাল : www.chittagong.gov.bd এ-সংযুক্ত করা হয়েছে।

ই-পর্চা : ই-পর্চা এমন একটি সেবা প্রক্রিয়া যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনগণকে জমি-জমাসংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়; এ জন্য অনলাইনে আবেদন করে আবেদনকারী জমিজমাসংক্রান্ত বিভিন্ন দলিল যেমন : সিএস, এসএ, বিআরএসের নকল/পর্চা/খতিয়ান কিংবা সত্যায়িত অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারে। এ কার্যালয়ের রেকর্ড রুম হতে আর এস ও বি এস খতিয়ান ই-পর্চার মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম : ‘শিখন ও শিক্ষণ’ পদ্ধতির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের ১৩ হাজারেরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমকে আরও কার্যকর করতে ‘শিক্ষক বাতায়ন’ নামের একটি সাইট ডিজিটাল কনটেন্টের জন্য অন্যতম হাব হিসাবে কাজ করছে।

ইনোভেশন : এ জেলায় ২০২০-২১ অর্থবছরে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত উদ্যোগসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

চট্টগ্রাম জেলার পর্যটন শিল্পের বিকাশে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চালুকরণ :

পর্যটক ও উদ্যোক্তাদের সুবিধার্থে জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উক্ত প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি পর্যটকগণ পর্যটন স্পটের ঠিকানা, ম্যাপ, ট্যুর অপারেটর, গাইড সার্ভিস, ট্রাভেল এজেন্সি, হোটেল-মোটেল ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন। এতে এ জেলার পর্যটন আকর্ষণ বাড়বে এবং পর্যটন শিল্পের বিকাশে এ প্ল্যাটফর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

দুর্যোগ পরিস্থিতিতে সহজ উপায়ে ও ন্যায্যমূল্যে সকল ধরনের ক্রয়-বিক্রয় সহজীকরণের নিমিত্ত ‘ওপেন মার্কেট’ নামক অনলাইনভিত্তিক উন্মুক্ত কেনাকাটার প্ল্যাটফর্ম তৈরি :

২৫০টির অধিক বিভিন্ন ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় সেবা একটি ওয়েবেবেজড সফটওয়্যার ও অ্যান্ড্রয়েড/আইওএস অ্যাপ-এ অন্তর্ভুক্ত থাকবে; এতে প্রত্যেক সেবা গ্রহীতা ও সেবাদাতা নিজ নিজ জাতীয় পরিচয়পত্র ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করে প্রোফাইল তৈরি করবে। সফটওয়্যারটির পৃষ্ঠপোষকতা, উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধান করবে সরকারের একটি বিশেষায়িত টিম। জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম-এর পরিচালনায় প্রকল্পটির নির্মাণে ও কারিগরি সহযোগিতা করছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, চট্টগ্রামের প্রোগ্রামার ও সহকারী প্রোগ্রামারগণ।

কক্সবাজার

সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইনোভেশনটিমের সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় এবং ইনোভেশনটিমের সভার অগ্রগতি মাসিক সমন্বয় সভা ও জেলা আইসিটি কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। জনগণকে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ করার জন্য জেলা ইনোভেশনটিমের উদ্যোগে জেলায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা ও কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পেপারলেস অফিস গড়ার প্রত্যয়ে ইনোভেশন টিম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে ই-ফাইলিং সিস্টেম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান।

ই-গভর্ন্যান্সসংক্রান্ত তথ্য :

জেলা পর্যায়ে বর্তমান সরকারের নানামুখী ই-সেবার মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ১২টি ই-সেবা রয়েছে; এই সেবাসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন, নোয়াখালী তৎপর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। নিম্নরূপ সেবাসমূহের তালিকা :

জেলা ই-সেবা কেন্দ্র : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন যৌথভাবে ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর একযোগে দেশের সকল জেলায় ই-সেবাকেন্দ্র কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালীতে স্থাপিত জেলা ই-সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে জনগণ সরাসরি, ডাকযোগে অথবা অনলাইনে সেবার আবেদন করতে পারছে;

ই-পর্চা : এই প্রক্রিয়ায় সহজেই অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালী-এর রেকর্ডরুম শাখা থেকে জমির বিভিন্ন রেকর্ডের (এসএ, সিএস, বিআরএস) নকল/পর্চা/খতিয়ান/সার্টিফাইড কপি পাওয়া যাচ্ছে;

ই-নামজারি : নোয়াখালী জেলায় ই-মিউটেশন বা ই-নামজারি চালু হয়েছে;

ওয়েব পোর্টাল : জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি অফিসসমূহের ওয়েবপোর্টালে নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অর্থাৎ ডায়নামিক লিংকসমূহের তথ্য হালনাগাদ রাখা হচ্ছে বিধায় উন্মুক্ত হয়েছে তথ্যের শেয়ার এবং পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্যসহ নানা বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য প্রাপ্তিতে জনসাধারণের ভোগান্তি কমছে; ফলে জনসাধারণ যে-কোনো সেবা সঠিক জায়গায় সঠিক ব্যক্তির নিকট থেকে গ্রহণ করতে পেরেছে।

ই-নথি বাস্তবায়ন : জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহ পেপারলেস হচ্ছে। সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নথি নিষ্পত্তির কার্যক্রম (ই-ফাইলিং) শুরু হওয়ায় ৯৫% অফিশিয়াল কাজ ই-ফাইলিং/ই-নথির-এর (www.nothi.gov.bd) মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এটি একটি আধুনিক পদ্ধতি। এতে দেখা গিয়েছে, কাজের গতি বাড়ছে। কোনো কারণে কোনো ফাইল নির্দিষ্ট সময়ের পর সংশ্লিষ্ট কারো টেবিলে থাকলে তা সহজেই ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেমের মাধ্যমে জানা যায়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আওতায় বর্তমানে বহুলব্যবহৃত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এ DC Office, Noakhali (Link: https://www.facebook.com/www.noakhali.gov.bd) ফেসবুক পেজ ব্যবহারের মাধমে জেলা প্রশাসন, নোয়াখালী কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন জনবান্ধব কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য জনগণকে অবহিত করা হয় এবং জনগণ হতে প্রাপ্ত উন্মুক্ত মতামতের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক প্রশাসনিক সেবা প্রদান করা হয়।

দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলায় প্রশিক্ষণ : ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আইটি খাতে একুশ শতকের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের অধীনে এই জেলায় ২০০ ঘণ্টাব্যাপী (৫০ দিন) প্রফেশনাল আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও 'প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন' প্রকল্পের আওতায় জেলা প্রশাসন, নোয়াখালী-এর সহযোগিতায় ভেন্ডার প্রতিষ্ঠান-এর মাধ্যমে ৫০০ জন নারীকে ৩টি ক্যাটাগরিতে আইটি প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে পুনরায় লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (সংশোধিত)-এর মাধ্যমে এই জেলায় ২০০ ঘণ্টাব্যাপী (৫০ দিন) প্রফেশনাল আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান; এ ছাড়া কর্মচারীদের ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি; এবং

৩৩৩ কল সেন্টার : বর্তমানে ৩৩৩ ডায়াল করে জনগণ জেলা প্রশাসক কিংবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সংক্রান্ত তথ্যসহ বিভিন্ন নাগরিক তথ্য পাচ্ছে। তা ছাড়া বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানকল্পে অভিযোগও জানাতে পারছে।

ফেনী

- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ই-মিউটেশন, ডিজিটাল হাজিরা প্রবর্তন, ই-মোবাইল কোর্ট-এর ব্যবহার, রেকর্ড রুমের জন্য পৃথক সফটওয়্যারের মাধ্যমে E-reporting চালু করা হয়েছে;
- জাতীয় তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়; ই-সেবার মাধ্যমে নাগরিক আবেদন গ্রহণ করা হয়; এবং
- ডিআরআর প্রজেক্টের মাধ্যমে সকল খতিয়ানের ডেটা এন্ট্রিভুক্তকরণের কার্যক্রম চলমান; ইতোমধ্যে ৩,৩৮,০৪৩টি খতিয়ানের ডেটা এন্ট্রি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

কুমিল্লা

- সকল চিঠিপত্র অন-লাইনে গ্রহণ এবং ই-নথির মাধ্যমে উপস্থাপন ও নিষ্পত্তিকরণ;
- জাতীয় তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ ও নতুন ফিচার সমৃদ্ধকরণ;
- জেলা পর্যায়ের ৬০টি অফিস, উপজেলা নির্বাহী অফিস ও উপজেলা ভূমি অফিসসমূহ ই-নথি সিস্টেমের আওতাভুক্তকরণ জনগণের সমস্যা ও তার সমাধানে Face book-এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; এবং
- করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে অনলাইনভিত্তিক কোরবানির পশুর হাট আয়োজন করা হয়েছে।

লক্ষ্মীপুর

- জেলা প্রশাসকের নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ই-ফাইলিং-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি; এবং
- জেলার সকল অফিসের তথ্য বাতায়ন বাংলা ও ইংরেজিতে হালনাগাদকরণ।

চাঁদপুর

ডা. সাজেদা বেগম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, চাঁদপুর সদর-এর উদ্ভাবন : ‘কৈশরবান্ধব উপজেলা’ চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২২.৫% কিশোর-কিশোরী। এই বয়সে হরমোনজনিত তাদের বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু আমাদের দেশে তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পুষ্টির বিষয়টি অনেকটাই অবহেলিত। ‘কৈশরবান্ধব উপজেলা’ চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর এই কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক একটি সুস্থ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা।

মাধ্যমিক স্তরের ০৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি ক্লাব গঠন :

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, শাহরাস্তি, চাঁদপুর।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

- উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে গণশুনানি করা হয়ে থাকে;
- দেওয়ানি ও ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুন্যাল মামলায় সরকারি স্বার্থ রক্ষায় ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার;
- ইউনিয়ন ভূমি অফিসে হেল্পডেস্ক স্থাপনের মাধ্যমে ভূমিসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জনগণকে সহজে প্রদান করা হচ্ছে;
- সকল উপজেলা ভূমি অফিসে রেকর্ডরুম ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও ডেটাবেজড তৈরির মাধ্যমে দ্রুত সেবা নিশ্চিত আরও সহজতর করা হচ্ছে;
- উপজেলা ভূমি অফিসে ই-নামজারি চালু করা হচ্ছে। এতে জনগণ দ্রুত ই-নামজারিসংক্রান্ত সেবা সহজে গ্রহণ করতে পারবে; এবং
- অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হচ্ছে।

রাঙ্গামাটি

- নাগরিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে Permanent Residence Certificate Online System বাস্তবায়ন;
- বিদেশি পর্যটকদের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভ্রমণের অনুমতি প্রদান সহজীকরণের নিমিত্ত Foreign Visitors Online Permission System for Rangamati তৈরি;
- জনগণকে দ্রুত তথ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে নাগরিক সেবায় Facebook Page ব্যবহার;
- বেকারত্ব দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ডিজিটাল হাব প্রতিষ্ঠাকরণ; এবং
- জেলা প্রশাসনের সেবা জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য Service Delivery Point-এর মাধ্যমে সেবা প্রদানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

বান্দরবান

ই-গভর্ন্যান্স বিষয়ে কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়ে ই-ফাইলিং (নথি)-এর মাধ্যমে অনলাইনে নথি নিষ্পন্ন করা হচ্ছে; এবং

ই-ফাইলিং(নথি)-এর উপর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম

ফেনী

কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৫ জনকে ৮ লক্ষ টাকা করে এবং ০১ জনকে ৪ লক্ষ টাকা করে মোট ১৬ জনকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। আরও ০৩ জন কর্মচারীকে আর্থিক অনুদান প্রদানের কার্যক্রম চলমান।

কুমিল্লা

- অফিস সময়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তাৎক্ষণিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে 'কালেক্টরেট হেলথ কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে এবং একজন চিকিৎসকের মাধ্যমে সপ্তাহে দুদিন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত ৮ লক্ষ টাকার ৬৩টি অনুদানের চেক বিতরণ; এবং
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম : জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসসমূহে কর্মরত কর্মচারীদের ত্রৈমাসিক ই-ফাইল কার্যক্রমের তথ্যের আলোকে একজনকে ত্রৈমাসিক সেরা কর্মচারী হিসাবে পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

- সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের মধ্যে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থাও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে করা হয়ে থাকে; এবং
- জেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাদের সন্তানদের চিত্তবিনোদনের জন্য প্রতিবছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বনভোজনের আয়োজন করা হয়ে থাকে (করোনাভাইরাসজনিত পরিস্থিতিতে ২০২০-২১ বছরে করা হয়নি)।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে; ১৬-০৩-২০২০ খ্রি. তারিখে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর বিধান অনুযায়ী এ কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ ও আপিল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) নির্ধারণপূর্বক প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত ০১টি আপিল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

কক্সবাজার

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে কোনো আবেদনকারীর কোনো তথ্য জানা প্রয়োজন হলে তাকে নিয়মানুযায়ী আবেদন করতে বলা হয়। আবেদন পাওয়ার পর যাচাই-বাছাইপূর্বক তথ্যাদি প্রদান করা হয়; তথ্য প্রাপ্তির জন্য ০৪টি আবেদন পাওয়া যায় এবং যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

ফেনী

- তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা-০৩টি; এবং
- সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা-০৩টি; এবং তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা-নেই।

কুমিল্লা

- তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা -০৭টি; এবং
- সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা -০৩টি; এবং দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা-নেই।

লক্ষ্মীপুর

তথ্য সরবরাহের মোট আবেদন সংখ্যা-১৩৭টি; এবং

সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা-১৩৭টি; এবং তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা-নেই।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

- তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা-১২টি; এবং
- তথ্য সরবরাহের সংখ্যা-১১টি; এবং দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা-১টি।

রাঙ্গামাটি

জাতীয় তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন ও তথ্য মেলার আয়োজন করা হয়েছে। ০১.০৭.২০২০ খ্রি. হতে ৩০.০৬.২০২১ খ্রি. পর্যন্ত তথ্য সরবরাহের জন্য ০৭ (সাত) টি আবেদন গৃহীত হয়, ০৬ (ছয়) টি আবেদনের তথ্য সরবরাহ করা হয় এবং তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা শূন্য।

খাগড়াছড়ি

তথ্য সরবরাহের আবেদনের সংখ্যা-২৯টি; এবং

সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা-০৫টি।

বান্দরবান

২০২০-২১ অর্থবছরে ০২টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে আবেদনের অনুকূলে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম :

- ডিজিটাল হাজিরা নিশ্চিতকরণ;
- মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন;
- ই-ভূমি সেবা প্রদানের জন্য One stop service-এর ব্যবস্থা; এবং
- ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে গণশুনানি নিশ্চিতকরণ।

কক্সবাজার

কক্সবাজার জেলায় দেশের সর্ববৃহৎ কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প, আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর নির্মাণ প্রকল্প, দোহাজারি হতে কক্সবাজার পর্যন্ত রেললাইন স্থাপন প্রকল্প, সাবরাং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের বিভিন্ন পাইপলাইন প্রকল্প, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের স্টেশন স্থাপন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক কক্সবাজার হতে টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, নৌবাহিনীর সাবমেরিন ঘাঁটি ও বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্পসহ ৭৫টি প্রকল্প চলমান। তন্মধ্যে ৪১টি প্রকল্পের জমি প্রত্যাশী সংস্থার নিকট দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসাবে জমি অধিগ্রহণসহ জমির ক্ষতিপূরণ পরিশোধের কার্যক্রম চলমান। ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের হার ৬২%।

ফেনী

- ২৭০টি বিদ্যালয়ে সততা স্টোর চালু রয়েছে; এবং
- ৪৩টি ইউনিয়ন পরিষদে ই-সেবা চালুসহ ৫টি পৌরসভায় ই-সেবা কার্যক্রম চালু রয়েছে।

লক্ষ্মীপুর

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ম্যুরাল স্থাপন।

খাগড়াছড়ি

এ জেলার মানিকছড়ি উপজেলায় ১৪০ একর সরকারি খাস জমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে। সেখানে পর্যটনের আধুনিক সুযোগ সুবিধাসংবলিত ডি. সি. পার্ক নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনো বিষয় :

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামবাসীর স্বাস্থ্যসেবার পথ সুগম করতে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে হাসপাতাল তথ্য বাতায়ন (www.hospitalfinder.info) চালু করা হয়েছে। 'হাসপাতাল তথ্য বাতায়ন' হলো সকল হাসপাতাল ও জরুরি স্বাস্থ্য সেবাবিষয়ক তথ্য ভান্ডারের অনলাইনভিত্তিক একটি সিঙ্গেল প্ল্যাটফর্ম।

ডিজিটাল মাধ্যমে অনলাইনে এবং মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি উভয় ধরনের হাসপাতালে কোভিড-১৯ এবং নন-কোভিড উভয় ধরনের রোগীদের চিকিৎসা সেবার পথ সুগম করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে সরকারি-বেসরকারি সকল ধরনের হাসপাতালের সেবাকে একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আনার জন্য জেলা প্রশাসন চট্টগ্রামের গৃহীত উদ্যোগটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

শিক্ষা কার্যক্রম :

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারিতে শিক্ষা কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয় সে লক্ষ্যে সমগ্র ফেনী জেলায় এখন পর্যন্ত ২৫টি বিষয়ে ৮,০৭০টি অনলাইন ক্লাস পরিচালিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কর্নার :

- অফিসের প্রবেশ মুখে স্থাপন করা হয়েছে একটি দৃষ্টিনন্দন বঙ্গবন্ধু কর্নার, যেখানে রয়েছে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের কিছু দুর্লভ ছবি, বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবনের দুর্লভ ছবি ও তথ্য, বঙ্গবন্ধুর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিশ্বের খ্যাতনামা লেখকদের সকল গ্রন্থ এবং বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বিশ্বখ্যাত ব্যক্তি ও কবি-সাহিত্যিকদের উক্তি, কবিতা ইত্যাদির এক দুর্লভ সংগ্রহ; এবং

- জেলা প্রশাসনের অফিস প্রাঙ্গণ জাতীয় স্মৃতিসৌধ, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের স্থিরচিত্র এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের সাতটি পর্যায়ের ফলক দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে।

শতবর্ষে মুজিব :

মুজিব বর্ষ ২০২০ উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, ফেনীর উদ্যোগে বাস্তবায়িত হচ্ছে 'শতবর্ষে মুজিব' স্থাপনা। এ স্থাপনায় যে বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে তা নিম্নরূপ :

- ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচন এবং ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, এই ৭টি বিষয়ের ইতিহাস এবং চিত্র এ স্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে;

- হাজার বছরের বাংলার ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবনী তুলে ধরা হয়েছে; এবং

- 'শতবর্ষে মুজিব' স্থাপনাটির শেষে স্থাপন করা হয়েছে জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং-এর ব্যাকগ্রাউন্ডে রয়েছে লাল সবুজের জাতীয় পতাকা।

বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মসূচি :

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রত্যেক উপজেলায় ২০,৩২৫টি করে গাছের চারা রোপণ করার জন্য প্রদান করা হয়েছে;

  এ ছাড়াও 'মুজিববর্ষের আহ্বান লাগাই গাছ, বাড়াই বন' এই স্লোগানকে সামনে রেখে ফেনী জেলার বন বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতি মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ :

- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৬৭,৫৩৭টি পরিবারকে ৩,৮২,০১,৫০০/-(তিন কোটি বিরাশি লক্ষ এক হাজার পাঁচশত) টাকা নগদ আর্থিক সহায়তা হিসাবে প্রদান করা হয়েছে;

- করোনা সংক্রমণের শুরু থেকেই সুনির্দিষ্ট হাসপাতাল, চিকিৎসক, নার্স ও চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়;

- ফেনী ডায়াবেটিক হাসপাতালে ১০ বেডের আইসিইউ খোলা হয়; এবং

- জেলার ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট সদর হাসপাতালসহ সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হাই ফ্লো অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডিজিটাল কার্যক্রম :

- ফেনী জেলায় ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত কার্যক্রম চলমান।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ :

- অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন : দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মতলব উত্তর ও হাইমচর উপজেলায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হচ্ছে;
- ভিক্ষুকমুক্তকরণ : চাঁদপুর জেলাকে ভিক্ষুকমুক্তকরণের লক্ষ্যে ভিক্ষুকদের বিভিন্নভাবে পুনবার্সন করা হচ্ছে;
- জেলা ব্র্যান্ডিংমিউজিয়াম স্থাপন : চাঁদপুর ব্র্যান্ডিং জেলা হিসাবে ব্র্যান্ডিংসংক্রান্ত যাবতীয় ডকুমেন্ট জেলা ব্র্যান্ডিংমিউজিয়াম সংরক্ষণ করা হচ্ছে;
- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাকে আধুনিক পর্যটন শহর হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;
- পর্যটকদের সুবিধার্থে ‘Explore Bandarban’ নামক মোবাইল অ্যাপস এবং ‘অপরূপা বান্দরবান’ নামে একটি Brochure তৈরি করা হয়েছে; এবং
- বান্দরবানের নৈসর্গিক সৌন্দর্য পর্যটকদের মাঝে প্রচারণার লক্ষ্যে ‘অপরূপা বান্দরবান’ নামক প্রামাণ্যচিত্র ও ব্র্যান্ড বুক তৈরি করা হয়েছে।

১০.৩ রাজশাহী বিভাগ

বগুড়া

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কাজের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৮,১৫,০০০/- এবং ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৭,১৪,৩৭৪/-।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

জেলা পর্যায়ে চূড়ান্তকৃত স্থানীয় অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা/সূচকবিষয়ক তথ্য :

স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক	সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রধান কর্মকাণ্ডসমূহ	টার্গেট অর্জনে বাধাসমূহ	বাধা উত্তরণে করণীয়সমূহ	সরকরি/বেসরকারি কোনো কৃর্তপর/প্রতিষ্ঠান করণীয় প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত
করতোয়া নদী দখল ও দূষণমুক্তকরণ এবং পুনঃখনন	* অবৈধ দখলদার চিহ্নিতকরণ * অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ * নদী পুনঃখনন * শহরের ভিতর নদীর দুই তীরে রাস্তা নির্মাণ * কলকারখানায় ইটিপি চালুকরণ * নদী তীরবর্তী জনসাধারণের মাঝে জনসচেতনতা সৃষ্টি * বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	* সচেতনতার অভাব * মামলা * অবৈধ দখলদারদের স্থানীয় প্রভাব * ধর্মীয় অনুভূতি * স্থানীয় পৌরসভা ও বাসিন্দাদের বর্জ্য নদীতে ফেলার প্রবণতা * উচ্ছেদ কর্মকাণ্ডে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের অভাব * শিল্প কারখানায় ইটিপি চালু না থাকা * যথাসময়ে প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন ও অর্থ ছাড়করণ না করা।	* ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি * আদালতে মামলা নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ * প্রয়োজনীয় বরাদ্দ * যথাসময়ে প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন * স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণ * বর্জ্য ব্যবস্থাপনা * পুনর্বাসন * যথাযথ আইনের প্রয়োগ	* জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন * জেলা প্রশাসন * পানি উন্নয়ন বোর্ড * পরিবেশ অধিদপ্তর * পৌরসভা * কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর * বাপা * সনাক * রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দ * এনজিও

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা- ১২৫টি, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা-১০৮টি, প্রক্রিয়াধীন সংখ্যা-১৭টি এবং তথ্য কমিশন বরাবর কোনো আপিল নেই।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনো বিষয় : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়ায় স্থাপিত ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার এবং মুজিব কর্নার স্থাপন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- মোবাইল ফোনের অ্যাপস ও সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাদক, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, স্যানিটেশন কার্যক্রম মনিটরিং ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে DAC Software তৈরি করা হয়েছে;
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে;
- চাঁপাইনবাবগঞ্জের পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করার লক্ষ্যে ‘দূরে কোথাও’ নামক অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে; এবং
- জেলা রেকর্ড রুমের মাধ্যমে খতিয়ানের জাবেদা নকল, ফৌজদারি, ভ্রাম্যমাণ আদালত ও বিবিধ মামলার জাবেদা নকল, তথ্য প্রদান এবং নকশা বিক্রয়ের হিসাবসংক্রান্ত অনলাইনে সেবা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা :

- স্থানীয় পর্যটনের উপর ওয়েবসাইট তৈরি ও প্রচার কার্যক্রম; এবং
- ভিক্ষুকের ডেটাবেজ তৈরি এবং ভিক্ষুক পুনর্বাসনের মাধ্যমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাকে ভিক্ষুকমুক্তকরণ।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

- প্রণয়নকৃত চাঁপাইনবাবগঞ্জ মডেল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসন কর্তৃক একটি সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এবং রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া SDG-এর অন্যান্য কর্মপরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে কৃষি জমি রক্ষার জন্য জোনিং, ভোলাহাট উপজেলার বিলভাতিয়াকে ফসল/জীববৈচিত্র্য রক্ষা, খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগার তৈরি, শস্য মাড়াইয়ের স্থান নির্দিষ্টকরণ, ইটভাটা নিয়ন্ত্রণ এবং ভূ-উপরিস্থ পানির অভাব মোচনের লক্ষ্যে খাল-বিল খনন ও ওয়াটার রিজার্ভার তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গল্প শোনানো; এবং
- বঙ্গবন্ধু লাইভ ম্যাংগো মিউজিয়াম স্থাপন।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আগত সেবা প্রত্যাশীদের মোটর সাইকেল ও সাইকেল সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের জন্য ‘পার্কিং এরিয়া’ নির্মাণ করা হয়েছে; এবং
- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় দুর্লভপুর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৪৪ (চুয়াল্লিশ) টি ব্যারাকের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এর ফলে ৪৪০ (চারশত চল্লিশ) টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা সম্ভব হবে।

জয়পুরহাট

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুস্বাস্থ্যের জন্য জয়পুরহাট সার্কিট হাউজে জিমনেশিয়াম স্থাপন করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধকল্পে এবং করোনাভাইরাস সংক্রমণে মৃত্যুহার কমানোর লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা, সভা-সেমিনার আয়োজন, স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনে উদ্বুদ্ধকরণ, মাস্ক পরিধান, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেরাসহ ঘন ঘন হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জেলার সকল উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে স্বচ্ছ, হয়রানিমুক্ত, দালালমুক্ত ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, ই-মিউটেশন কার্যক্রম ১০০% সম্পন্নকরণ; এবং
- জেলার সকল ভিক্ষুক পুনর্বাসনকরণ।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকলাপনা :

সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তক গৃহীত কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন :

- আমার বাড়ি আমার খামারসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান;
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের মধ্যে জেলাকে বাল্যবিবাহমুক্ত জেলা ঘোষণা করার লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; এবং
- মা ও শিশু মৃত্যু নিরসনে ১০০% দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীর/অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপস্থিতিতে নিরাপদ প্রসব নিশ্চিতকরণ।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

- এ জেলার দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের মধ্যে সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় School Management System Software-এর আওতায় আনা;
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরের মধ্যে জয়পুরহাট জেলাকে বাল্যবিবাহমুক্ত জেলা ঘোষণা করা; এবং
- জেলার সকল দপ্তরের সঙ্গে অনলাইনে দাপ্তরিক কার্যসম্পাদনে ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ নিশ্চিতকরণ ও সামাজিক ন্যায়বিচার ও সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, মাদক, নারী নির্যাতন, দুর্নীতি প্রতিরোধে ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর মোবাইল অ্যাপ ‘নিরাপদ জয়পুরহাট’-এর শুভ উদ্‌বোধন ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ট্যাব বিতরণ। মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মিল্টন চন্দ্র রায়-এর উদ্যোগে অ্যাপটি তৈরি করা হয়।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম : মাতৃদুগ্ধ দানকারী মহিলাদের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নিচতলার পূর্বপার্শ্বে পৃথক কক্ষ স্থাপন করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে এ জেলায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ০২টি আবেদন পাওয়া যায়, তার পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারী বরাবর যাচিত তথ্য প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, তথ্য কমিশন বরাবর এ জেলা হতে কোনো আপিল দায়ের হয়নি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- জেলার ০২টি বধ্যভূমিতে গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ৩০১টি গৃহনির্মাণ করে ৩০১ জন 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনো বিষয় : জেলা প্রশাসনের অর্থায়নে 'জয়পুরহাটের গণহত্যা' শিরোনামে বই প্রকাশ সম্পন্ন হয়েছে।

নওগাঁ

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নওগাঁ জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে একটি মানসম্মত প্রকাশনা প্রকাশের নিমিত্ত এ কার্যালয়ে ট্রেনিং অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন ইউনিট গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ ইউনিটের মাধ্যমে ৫৫৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 'বিশ্ব ঐতিহ্যে সোনালী নওগাঁ' এই প্রতিপাদ্যকে ফোকাস করে জেলা ব্যান্ড বুক ২য় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে। জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য, দর্শনীয় স্থান ইত্যাদি বিষয়গুলো সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে 'Naogaon Tourism' নামে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুত ও গুগল প্লেস্টোরে প্রকাশ করা হয়েছে;
- ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচির অংশ হিসাবে জেলায় একটি ভিক্ষুক পুনর্বাসন তহবিল খোলা হয়েছে। জেলা প্রশাসনসহ জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ইতোমধ্যে এ ফান্ডে তাঁদের এক দিনের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ জমা দিয়েছেন। নওগাঁ জেলা ভিক্ষুকমুক্তকরণের নিমিত্ত নওগাঁ জেলা সদরসহ ১১টি উপজেলায় মোট ৫৬২৮ জন ভিক্ষুকদের ডেটাবেজ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৪৭০ জন ভিক্ষুককে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। বর্তমানে এ ফান্ডে মোট ২৪,০২,৮১০/৬৫ টাকা জমা আছে। এ অর্থে নওগাঁ জেলায় ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলমান;
- ২০২০-২১ অর্থবছরে মুজিব বর্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহনির্মাণ প্রকল্পের আওতায় গৃহহীন ও ভূমিহীন ১৫৫৮টি পরিবারকে খাস জমি বন্দোবস্তসহ বাসগৃহ প্রদান করা হয়েছে; এবং
- স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভাল পরিবেশে সাঁতার শেখা ও নিয়মিত সাঁতার কাটার জন্য নওগাঁ টেনিস গ্রাউন্ডের সঙ্গে একটি আধুনিক সুইমিং পুল তৈরি করা হয়েছে। টেনিস গ্রাউন্ডের সঙ্গে একটি আধুনিক জিমনেশিয়ামও প্রস্তুত করা হয়েছে।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

নওগাঁ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে SDG লক্ষ্যসমূহ অর্জনে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, ছাত্র ও শিক্ষক, পেশাজীবী সংগঠন, এনজিও প্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, চেম্বার, মহিলা সংগঠনসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে সভা/সেমিনারের আয়োজন করা হবে। SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্থানীয় কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হবে।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

রেকর্ডরুমে সংরক্ষিত খতিয়ানসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা। ই-রেকর্ডরুম সিস্টেমে জেলা রেকর্ডরুমের অন্তর্ভুক্তি। ই-নথি ব্যবস্থা ও ই-মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন। কর্মপরিবেশ উন্নয়নে অফিসের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ করা। কর্মকর্তাগণের দক্ষতা উন্নয়নে এসডিজি, ডেল্টা প্লান, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ইত্যাদি সমসাময়িক বিষয়ে সেমিনার-ওয়ার্কশপ আয়োজন করা। সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয় চত্বর সিসিটিভির আওতায় আনা এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

দুর্নীতি প্রতিরোধে জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন জনসচেনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জনসাধারণের কাছ থেকে অভিযোগ/পরামর্শ গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় এবং উপজেলা ভূমি অফিসগুলোতে দৃশ্যমান স্থানে অভিযোগ বক্স স্থাপন করা আছে। বক্সে প্রাপ্ত অভিযোগ অথবা সেবার মানোন্নয়নবিষয়ক পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

জনসাধারণ যাতে স্বল্প সময়ে ও সহজে জমির খতিয়ান পেতে পারে সে জন্য ‘UDC-এর মাধ্যমে অনলাইনে খতিয়ান প্রদান’ কার্যক্রম চলমান।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

জেলা প্রশাসনের কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ও চাকরিসংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের সকল কর্মচারীদের পিডিএস তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে কোনো কর্মচারী কোন তারিখ পি.আর.এল.-এ যাবেন তা জানা যাবে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। তথ্য সরবরাহের জন্য মোট ২৬টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত আবেদনের মধ্যে ১৬টির তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে এবং ২টির কার্যক্রম চলমান। তথ্য কমিশন বরাবর আপিল দায়ের করা হয়নি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

এ জেলায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৯০.২৩ একর খাসজমি অবৈধ দখল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং ৭০.৫৪৫০ একর কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট জমি বন্দোবস্ত প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উদ্ধারকৃত খাসজমিতে মুজিববর্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য ১৫৫৮টি গৃহনির্মাণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনো বিষয় : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে কালেক্টরেট চত্বরে ‘অনুপ্রেরণার বাতিঘর’ স্থাপন করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কালেক্টরেট চত্বরে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে।

নাটোর

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জেলার অন্যান্য দপ্তরের গৃহীতব্য কর্মসূচি নিয়ে ‘মুজিববর্ষে নাটোর’ শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে;
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে;
- ই-নথি কার্যক্রমের আওতায় অফিসের সকল কার্যক্রম অনলাইন-এ সম্পন্ন করা হয়েছে;
- জেলা রেকর্ড রুমের মাধ্যমে খতিয়ানের জাবেদা নকল, ফৌজদারি, ভ্রাম্যমাণ ও বিবিধ মামলার জাবেদা নকল, তথ্য প্রদান এবং নকশা বিক্রয়ের হিসাবসংক্রান্ত অনলাইনে সেবা কার্যক্রমসম্পন্ন করা হয়েছে; এবং
- প্রাণঘাতি অতি সংক্রামক করোনাকালে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সার্বক্ষণিক উদ্‌বুদ্ধ কার্যক্রম এবং দুর্যোগকালে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা :

- জেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদের হোল্ডিং ট্যাক্স ডেটাবেজকরণ এবং অনলাইন মনিটরিং;
- ভূমিসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ওয়েবপোর্টালে প্রদান নিশ্চিতকরণ; এবং
- স্থানীয় পর্যটনের উপর ওয়েবসাইট তৈরি ও প্রচার কার্যক্রম।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

প্রণয়নকৃত নাটোর মডেল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে নাটোর জেলা প্রশাসন কর্তৃক একটি সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এবং রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ নাটোর জেলায় বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া SDG-এর অন্যান্য কর্মপরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে কৃষি জমি রক্ষার জন্য জোনিং, চলনবিল/হালতিবিলের ফসল/জীববৈচিত্র্য রক্ষা, খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগার তৈরি, শস্য মাড়াইয়ের স্থান নির্দিষ্টকরণ, ইটভাটা নিয়ন্ত্রণ এবং ভূ-উপরিস্থ পানির অভাব মোচনের লক্ষ্যে খাল-বিল খনন ও ওয়াটার রিজার্ভার তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

নাটোর সার্কিট হাউজের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে উপজেলা ভূমি অফিস, পৌর ভূমি অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও দুর্নীতির কারণে বিভাগীয় মামলা দায়ের এবং শাস্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে। জুম অ্যাপের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত অনলাইন সভা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের অফিশিয়াল Youtube চ্যানেল তৈরি করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম E-Edu Platform Natore-এর ক্লাসসমূহ প্রচার এবং পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের সচেতনতামূলক ভিডিও-এর মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। জেলার ৫২টি ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব অর্থায়নে অনলাইনভিত্তিক হোল্ডিং ডেটাবেজ প্রস্তুত করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৪৫টি ইউনিয়নের ডেটাবেজ প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অনলাইনে কর আদায়ের ফলে ইউনিয়ন পরিষদের হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। শতভাগ ই-মিউটেশন কার্যক্রম চালু হয়েছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

সৎ, দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে কাজের স্বীকৃতি প্রদান ও কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মসূচির আওতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মোট ৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে কার্যক্রম :

২০২০-২১ অর্থবছরে তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত ১৯টি আবেদনের তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে কেউ আপিল দায়ের করেননি এবং তথ্য না পাওয়ার কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৫২,৯৮,৮৬৪/- (বায়ান্ন লক্ষ আটানব্বই হাজার আটশত চৌষট্টি টাকা) ব্যয়ে ১৯টি উপজেলা ভূমি অফিস ও পৌর/ইউনিয়ন ভূমি অফিস মেরামত/সংস্কার করা হয়েছে; এবং

- জেলার ০৭টি আশ্রয়ণ প্রকল্পে ৬৫টি ব্যারাক নির্মাণকাজ চলমান, যাতে উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা ৬২৫টি।

পাবনা

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- গ্রামাঞ্চলে ও উপজেলা পর্যায়ে বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠাকরণ। ক্রমপুঞ্জীভূত অর্জন মোট ছাত্রের ৫%;
- গণিত, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজন। ক্রমপুঞ্জীভূত অর্জন ১০টি;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের জন্য পৃথক ওয়াশ কর্নার স্থাপন, ক্রমপুঞ্জীভূত অর্জন ২০%, স্থাপনের কার্যক্রম চলমান;
- আগামী প্রজন্মকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মোপলক্ষ্যে ছড়িয়ে থাকা পাবনা জেলার মেধাবীদের সম্মিলন আয়োজনকরণ, ক্রমপুঞ্জীভূত অর্জন ২টি; এবং
- সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাঁতার প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্রমপুঞ্জীভূত অর্জন ৭০% কার্যক্রম চলমান।

২০২১-২২ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

গৃহীত পদক্ষেপ	২০২১-২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১ অর্থবছরের অর্জন
জেলা প্রশাসন কর্তৃক মুজিববর্ষে জেলার বিদ্যালয়সমূহে হাইজিন কর্নার স্থাপন	৭০	৪০
করোনাকালীন সময়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষায় অনলাইন ক্লাস চালুকরণ	৪০	৫০

SDG-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

স্থানীয় জলাধার ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং গার্লিক রিসোর্স সেন্টার স্থাপন।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নকারীর নাম, পদবি ও ঠিকানা
০১	স্কুল অ্যাডমিশন লটারি ম্যানেজমেণ্ট সিস্টেম	বিশ্বাস রাসেল হোসেন, জেলা প্রশাসক কালেক্টর ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা
০২	ডিজিটাল ই-এস,এফ মনিটরিং সিস্টেম	জনাব মোছাঃ শারমিন ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) চাটমোহর, পাবনা
০৩	কিউ আর কোডসংবলিত কার্ড-এর মাধ্যমে বিশেষ ওএমএস এবং খাদ্যবান্ধব সহায়তা প্রদান	পি এম ইমরুল কায়েস, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঈশ্বরদী, পাবনা

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

- সেবা প্রদানে আচরণগত উৎকর্ষসহ কর্মকর্তাদের পেশাগত জ্ঞান চর্চার সাপ্তাহিক অধিবেশনের আয়োজন;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উপযোগী সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ; এবং
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শুদ্ধাচার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা	সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা	তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা
১৫টি	১৫টি	০০

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- ইছামতি নদী পুনরুদ্ধারকরণে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ;
- 'পরিচ্ছন্ন পাবনা পরিচ্ছন্ন ভাবনা' কর্মসূচির মাধ্যমে পাবনার তরুণ সমাজকে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- পাবনা জেলার যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়ে শিক্ষার্থী আছে সেখানে হাইজিন কর্নার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে; বর্তমানে এর অগ্রগতি ৩৫%; এবং
- কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো কোনো বিষয় : পাবনা জেলায় ভিক্ষুক পুর্নবাসন কার্যক্রম চলমান জরিপকৃত মোট ভিক্ষুক সংখ্যা ২১৭১ জন।

স্থানীয় অনুদান	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুদান	সর্বমোট	ব্যয়িত অর্থ	পুনর্বাসিত ভিক্ষুক সংখ্যা
৭৪,৬৮,২৩১.০০	১১,৬৬,৩৮৪.০০	৮৬,৩৪,৬১৫.০০	৬৭,৯৩,১৩৫.০০	৯৬৫

রাজশাহী

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানিভাতা প্রদান, নতুন অন্তর্ভুক্তকরণ, আবাসন সুবিধা, এমআইএস ডেটা এন্ট্রিকরণ, বিভিন্ন অভিযোগ, যাচাই-বাছাই ইত্যাদি সকল কার্যক্রম যথারীতি পরিচালনা করা হয়;
- এ পর্যন্ত ২৩৫ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসিত করা হয়েছে, করোনাভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে ১০০ জন ভিক্ষুককে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়; এবং
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে করোনা আক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্তদের চেক প্রদান করা হয়।

২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও আর্থিক সাহায্যসহ দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ।

জুডিশিয়াল মুন্সিখানা শাখা : আগ্নেয়াস্ত্র, অ্যাসিড, কেব্‌লটিভির লাইসেন্স নবায়নের জন্য এখন থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ এবং তাগাদা প্রদান। যথাসময়ে আইন-শৃঙ্খলা কমিটি, কোর কমিটিসহ অন্যান্য সভাগুলো করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ এবং যথাসময়ে বেসরকারি কারা পরিদর্শক নিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ।

প্রবাসী কল্যাণ শাখা : প্রবাসী গমনেচ্ছুদের সচেতনতা করার জন্য সভা ও সেমিনারের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ।

ই-সার্টিফিকেট কোট সিস্টেম-পাইলটিং মামলার অনলাইন এন্ট্রির কার্যক্রম পুরোপুরিভাবে চালু এবং সার্টিফিকেট মামলার দাবি আদায় গতিশীল ও ত্বরান্বিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

ই-নথির শতভাগ ব্যবহার (SDG-১৩তম লক্ষ্য)। ১০টি ইউনিয়ন পরিষদ SDG বান্ধব পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত ইউনিয়নসমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম SDG-কে বিবেচনায় রেখে বাস্তবায়ন হচ্ছে।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ : বাগমারা, পবা, মোহনপুর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বই আকারে প্রকাশ করেছেন।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম : বিভাগীয় মামলা নিয়মিতকরণ করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়াম্যানদেরকে দুর্নীতি দমনবিষয়ক আইন ও বিধিবিধানের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম : ইউনিয়ন পরিষদে ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : ২০২০-২১ অর্থবছরে এ কার্যালয়ে তথ্য প্রদানের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা-৬৮টি। সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা-৬৮টি। তথ্য কমিশন বরাবর কোনো আপিল দায়ের হয়নি।

সিরাজগঞ্জ

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- জেলার আন্তঃবিভাগীয় কর্মকাণ্ডের সমন্বয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহ এবং জেলার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন;
- জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি-সম্পর্কিত যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাপূর্বক জনজীবনে স্বস্তি আনয়নসংক্রান্ত কার্যাবলি;
- রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন ও জনবান্ধব ভূমি অফিস প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা;
- বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন, যৌন হয়রানি, নারী নির্যাতন, মাদক সেবন, চোরাচালান, যৌতুক, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রতিরোধ/নিরসনে কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
- জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন; সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ এবং নাগরিক সনদ অনুযায়ী প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

One Stop Service-এর মাধ্যমে (ডিজিটাল পদ্ধতিতে) ভূমি অধিগ্রহণজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমির মৌজাওয়ারি ডেটাবেজ এবং প্রকৃত ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল ডেটাবেজ প্রণয়ন করা হবে।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

জমি আছে ঘর নেই এর আওতায় ২১৩৩টি ঘর নির্মাণের মাধ্যেমে জনগণের আবাসন ব্যবস্থা, জলবায়ু মোকাবিলায় ২০০টি দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণ। সকল স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু এবং প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও কল্যাণমূলক কাজে বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ করা হচ্ছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং মিস কেস ও রেন্ট সার্টিফিকেট কেস নিষ্পত্তির মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা হচ্ছে।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- করোনাভাইরাসের প্রকোপ মোকাবিলায় ত্রাণ বিতরণে 'সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী' অ্যাপস তৈরি;
- সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার ই-সেবা : ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে বন্দিদের রিমান্ড শুনানিকালে এই কারাগারে অবস্থানরত বন্দিদের অনলাইনে ভিডিওকলের মাধ্যমে উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়;
- সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় জন্মনিবন্ধন নিশ্চিতকরণ ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ অ্যাপস তৈরি;
- ই-সার্টিফিকেট কেস সার্টিফিকেট মামলার ডিজিটালাইজেশন; এবং
- খতিয়ানসংক্রান্ত পেমেন্ট ডিজিটালাইজেশন।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : মোট আবেদনের সংখ্যা ১৪৭ এবং তথ্য সরবরাহের সংখ্যা ১২৮।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : যমুনা নদীর তীরবর্তী হার্ডপয়েন্ট হতে শেখ রাসেল শিশু পার্ক পর্যন্ত ওয়াশ ব্লক, ছাতা ও বেঞ্চ নির্মাণ কাজ।

১০.৪ রংপুর বিভাগ

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- বিভাগীয় জেলা প্রশাসক সম্মেলন-১২টি, বিভাগীয় আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা-৬টি, চোরাচালান প্রতিরোধ টাস্কফোর্স কমিটির সভা-১২টি, বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা-৪টি, জরুরি প্রয়োজনে কোর কমিটির সভা আহ্বান, বিভাগীয় রাজস্ব সভা-১২ টি সম্পন্ন করা হয়েছে। বিভাগীয় কমিশনার ও অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক পরিদর্শন ও দর্শন প্রমাপ অনুযায়ী অর্জন হয়েছে;

- বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৬৫,৭৭,১৬২/- (এক কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ সাতাত্তর হাজার একশত বাষট্রি) টাকা রংপুর বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পসমূহে উপবরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;

- নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য সেবার মান-উন্নয়নে নান উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

- জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন-এর দ্বি-মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে;

- জেলা পরিষদের গাছসমূহ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রয়োজনে নিলামে বিক্রয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে;

- পৌরসভার নির্বাচিত মেয়র/কাউন্সিলরগণের শপথ গ্রহণ সম্পাদন;

- উপজেলা পরিষদের উপনির্বাচনে নির্বাচিত ভাইস-চেয়ারম্যানের শপথ সম্পাদন;

- আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের বিভাগীয় কমিটির দ্বি-মাসিক সভার অগ্রগতি প্রতিবেদন;

- জেলা পরিষদের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভার প্রতিবেদন প্রেরণ;

- রংপুর বিভাগের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (পৌরসভার) কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ;

- জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট (এনআইএলজি)-এর সহযোগিতায় রংপুর বিভাগের ৮টি জেলার জেলা রিসোর্স টিম (ডিআরটি)-এর সদস্যগণের ১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

- ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সহযোগিতায় বিভাগীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, সার্ভেয়ার, রাজস্ব সহকারী, পেশকার, সার্টিফিকেট সহকারীসহ সমপর্যায়ের কর্মচারীদের ৪০ জনের ০৪টি ব্যাচে ১৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন গণকর্মচারীদের জন্য বাৎসরিক ৬০ ঘণ্টাব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল অনুযায়ী এ কার্যালয়ের ৩য় শ্রেণির ২৯ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ২৯ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- ই-ফাইলিং বিষয় ও এমপ্যাথি-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ও সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপ আয়োজন করা হয়েছে;

- বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের জন্য ০২টি ক্লাসিক্যাল বুলেটিন বোর্ড ক্রয় করা হয়েছে;

- মাধ্যমে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের ১৬-২০ গ্রেডের কর্মচারীগণের দাপ্তরিক পোশাক ক্রয় করা হয়েছে;

- বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের জন্য আইআর ২৫২০ ফটোকপি মেশিন ক্রয় করা হয়েছে;

- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর-এর ০৭টি, দিনাজপুর-এর ১৫টিসহ মোট ২২টি শূন্যপদে ৩য় শ্রেণির ১৬তম গ্রেডে জনবল নিয়োগের কার্যক্রমসম্পন্ন করা হয়েছে এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর-এর ০৭টি ৩য় শ্রেণির বিভিন্ন পদে পদোন্নতির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে; এবং

২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- বিভাগীয় ইনোভেশন সার্কেল আয়োজন করা হবে;
- ইনোভেশন সার্কেলে ২০২১-২২ অর্থবছরে ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে কোনো কার্যক্রম নেই;
- পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়নকারীদের সঙ্গে নির্দিষ্ট বিরতিতে সভা/ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করা হবে এবং বিভাগীয় মেন্টরদের সঙ্গে সভা আয়োজন করা হবে;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন গণকর্মচারীদের জন্য বার্ষিক ৬০ ঘণ্টাব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল অনুযায়ী এ কার্যালয়ের ৩য় শ্রেণির ২৯ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ২৯ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত থাকবে;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ (বন্যা, ভূমিকম্প ও অগ্নিসংযোগসহ মোকাবিলার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ);
- জাতীয় স্যানিটেশন দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কর্মশালার আয়োজন করা হবে;
- স্থানীয় সরকার শাখার শূন্যপদে জনবল নিয়োগসংক্রান্ত বাজেট পাওয়া গেলে দ্রুত জনবল নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে;
- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে;
- বিভিন্ন শাখার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ কোডের বিভিন্ন সামগ্রী, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কোডের বিভিন্ন সামগ্রী ও আসবাবপত্র কোডের বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় করার পরিকল্পনা রয়েছে;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই কার্যালয়ে প্রাপ্ত বরাদ্দ প্রচলিত আর্থিক ও প্রশাসনিক নিয়মাবলি মেনে ব্যয় করা হবে;
- বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর-এর ৩য় শ্রেণির অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার-মুদ্রাক্ষরিক পদে-১১টি, ৪র্থ শ্রেণির অফিস সহায়ক পদে-০১টি নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন;
- বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর বিভাগ, রংপুর-এর ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ০২টি পদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন;
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড়-এর ৩য় শ্রেণির বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন; এবং
- ওয়েবপোর্টালে নিয়োগ ও পদোন্নতিসংক্রান্ত তথ্য আপলোড করা হবে।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

SDG-বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা হবে। জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের উন্নয়ন কার্যক্রম টেকসই কিনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কিনা তা যাচাই করার তাগিদ প্রদান করা হবে। বিভাগীয় সমন্বয় সভায় সকল দপ্তরকে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে তাগিদ প্রদান করা হবে।

SDG-অভীষ্ট ১৬ অর্জনে হেল্প ডেস্ক চালুকরণ, সেবা প্রত্যাশীদের জন্য বসার ব্যবস্থা এবং গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা, অফিস চত্বরের সৌন্দর্য বর্ধন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আগত বাদী-বিবাদী পক্ষের লোকজনের বসার সুব্যবস্থাসহ, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের আধুনিকায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

- দপ্তর/সংস্থার ই-ফাইলিং পদ্ধতি শতভাগ বাস্তবায়ন;
- সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ;
- দপ্তরে আগত সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ;
- শাখার কর্মকর্তা/ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে সরকারি কাজের মান-উন্নয়ন ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ; এবং
- শাখার আসবাবপত্র, ইলেকট্রনিক্স মালামাল, ব্যবহৃত স্টেশনারি দ্রব্যাদির অপচয়রোধকরণ, ফাইল বিন্যস্তকরণ, বিভিন্ন রেজিস্টার হালনাগাদকরণ সেবার মান-উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধের নিমিত্ত অধীন দপ্তরসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা এ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় এ বিষয়ে আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা ও দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া দুর্নীতি প্রতিরোধে এ কার্যালয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে সকল দপ্তর, সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়াও দুর্নীতি প্রতিরোধে অধীন বিভিন্ন দপ্তরের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- প্রতিমাসে বিভাগীয় ইনোভেশন কমিটির সভা আয়োজন করা হয়। সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে রংপুর বিভাগীয় ইনোভেশনটিম নিয়মিতভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবাদ মাধ্যমসমূহকে অবহিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে Public Service Innovation, ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টাল ফ্রেমওয়ার্কসহ অন্যান্য ফেসবুক পেজ-এর পরামর্শ বিভাগীয় ইনোভেশন টিম বাস্তবায়ন করে চলেছে; এবং
- ই-ফাইলিং, ই-নামজারি ও ই-নথির কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হবে। ওয়েবপোর্টালে তথ্য প্রদান ও ফিডব্যাক সুবিধা যোগ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

- গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর-এর মাধ্যমে অফিস ভবন মেরামত করা হয়;
- কোভিট-১৯-এর ব্যাপক বিস্তার রোধকল্পে এ কার্যালয়ের সকল শাখায় স্যানিটাইজার ও মাস্ক বিতরণ করা হয়; এবং
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীগণকে বাৎসরিক ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে কোনো আবেদন পাওয়া যায়নি। তবে মৌখিকভাবে যাচিত বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

রংপুর

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

জেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তাগণকে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ প্রদানসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ প্রদান ও সংস্থাপন বিষয়ক কার্যাবলি সম্পাদন। রাষ্ট্রীয় অতিথিদের সার্কিট হাউজে আবাসনের ব্যবস্থা, রাষ্ট্রাচার অনুযায়ী ভিভিআইপিগণের প্রটোকল প্রদান, গাড়ি অধিযাচন ও জ্বালানি তেল সরবরাহকরণ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২৮টি এল. এ. কেস সৃজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ০৪টি এল. এ. কেসের ৭ ধারা নোটিশ জারি হয়েছে। ০২টি এল. এ. কেসের অ্যাওয়ার্ড প্রস্তুত হয়েছে। ০১টি এল. এ. কেসের ৭ ধারা নোটিশ প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান।

রেকর্ডরুম শাখায় ELRS সিস্টেমের মাধ্যমে সি.এস. এস.এ. আর.এস. ৮৩৯২টি খতিয়ান এন্ট্রি করে হালনাগাদপূর্বক জনসাধারণের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। এ ছাড়াও ৯৮/১০০/১০৭/১৪৪/১৪৫ ও মোবাইল কোর্টের আওতায় ৭২২টি, মিস কেস-১৫টি, মিস আপিল-৩০টি, সি.এ. রোল-৩২টি, এল.এ. কেস-১৬টি, ভিপি কেস-০২টি, সার্টিফিকেট কেস-০৯টি, উচ্ছেদ কেস-০৪টি, বিনিময় কেস-০২টি, আপিল কেস-১২টি এবং আপত্তি কেস-২৫টি-এর জাবেদা প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- সার্কিট হাউজের কক্ষসমূহ আধুনিকায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ, একটি অত্যাধুনিক ও মানসম্মত সার্কিট হাউজ নির্মাণে পদক্ষেপ গ্রহণ, সার্কিট হাউজে একটি বিদ্যুৎ সাব স্টেশন নির্মাণে পদক্ষেপ গ্রহণ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও বাসভবনে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ ও সংস্কার কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে;
- পুরাতন আদলে নির্মিত অতি পুরাতন ট্রেজারি ভবনটির স্থলে একটি আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন এবং প্রশস্থ নতুন ভবন নির্মাণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশের পরিকল্পনা করা হয়েছে; এবং
- জনভোগান্তি হ্রাসে জেলা ও উপজেলা সকল পর্যায়ে One Stop সার্ভিস চালু, দক্ষ, আধুনিক ও টেকসই রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমিসংক্রান্ত জনবান্ধব সেবা নিশ্চিতকরণ, রাজস্ব প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা, অর্পিত সম্পত্তির লিজমানি আদায় বৃদ্ধিকরণ, পরিত্যক্ত বাড়ি চিহ্নিতকরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত জনগণের জমি বিক্রির অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজীকরণ।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

- অভীষ্ট-১১ : টেকসই নগর ও জনপদ অর্জনে গৃহহীন জনগোষ্ঠীর বাসস্থান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে জমি আছে ঘর নেই প্রকল্পের আওতায় ২২৬৪ জন ‘ক’ শ্রেণি এবং ‘খ’ শ্রেণির ভূমিহীনকে পুনর্বাসিত করা হবে;
- জঙ্গিবাদবিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন;
- নিরাপদ সড়ক এবং ট্রাফিক আইনসম্পর্কিত উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন; এবং
- SDG-অভীষ্ট ১৬ অর্জনে হেল্প ডেস্ক চালুকরণ, সেবা প্রত্যাশীদের জন্য বসার ব্যবস্থা এবং গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা, অফিস চত্বরের সৌন্দর্য বর্ধন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আগত বাদী-বিবাদী পক্ষের লোকজনের বসার সুব্যবস্থা, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের আধুনিকায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- শৃঙ্খলাজনিত দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যক্রম সুষ্ঠু ও স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে সেবা প্রত্যাশীদের যথাযথভাবে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত কমিটিকে সক্রিয় করা হয়েছে;
- GRS-এর মাধ্যমে প্রাপ্য তথ্য যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে;
- সাধারণ প্রশাসন খাতের অধীনে নিয়োজিত কর্মচারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য সরকারি কর্মচারীদের শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধি অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা। দুর্নীতি প্রতিরোধে তাদেরকে আরও বেশি সচেতন করা; এবং
- দুর্নীতি প্রতিরোধে গণশুনানি কার্যক্রম চলমান ।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪১,২৩, ১২,০০০/- (একচল্লিশ কোটি তেইশ লক্ষ বারো হাজার) টাকা ব্যয়ে 'আশ্রয়ণ -২' প্রকল্পের অধীন ২২৬৪ (দুই হাজার দুইশত চৌষট্টি) টি ভূমিহীন ও গৃহহীন 'ক' শ্রেণির প্রত্যেক পরিবারের নিকট একটি দুই কক্ষবিশিষ্ট সেমিপাকা ঘর নির্মাণপূর্বক হস্তান্তর করা হয়; এবং
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবৎসরে ১০,০০,০০০/- (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয়ে কালেক্টরেট সুরভি উদ্যানের অভ্যন্তরে 'মুজিববর্ষ তোরণ' নির্মাণের কাজ চলমান।

কুড়িগ্রাম

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের ইনসার্ভিস প্রশিক্ষণের আয়োজন;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রদত্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুযায়ী নবনিযুক্ত ক্যাডার কর্মকর্তাদের সনদপত্র প্রদান;
- জেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- জেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইসিটি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা তাৎক্ষণিক পরিদর্শন/দর্শন;
- গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণের জন্য কাবিখা প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি;
- জেলা পরিবেশ কমিটির সভা আয়োজন;
- প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজে সহায়তা প্রদান;
- সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে জনসচেতনামূলক সভা আয়োজন; এবং
- নারী ও শিশু পাচার রোধে জনসচেতনামূলক সভার আয়োজন।

২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- জাতির পিতার আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিতকরণ;
- করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে শতভাগ স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম ও পুনরায় ব্যবহার উপযোগী কাপড়ের মাস্ক বিতরণ;
- অটিস্টিক শিশুদের সুরক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা;
- কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো মনিটরিং-এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ;
- মুজিববর্ষে দেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণা কুড়িগ্রামে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহহীন/ভূমিহীনদের পুনর্বাসন এবং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের সকল শাখার কার্যক্রম, আইন ও বিধিমালা, মোবাইল কোর্ট, গুরুত্বপূর্ণ সার্কুলার-এর উপর নিয়মিত উপস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম : মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বছরে ৬০ (ষাট) ঘণ্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রতি বুধবার সকাল ৯.৩০ টা হতে বেলা ১১.০০ টা পর্যন্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সমন্বয়ে 'অনুরণন' নামে প্রশিক্ষণ আয়োজন অব্যাহত রয়েছে। উক্ত অনুরণনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সংযুক্ত হয়ে থাকেন।

নীলফামারী

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীন 'ক' শ্রেণির আওতায় সেমিপাকা ঘর নির্মাণ করে ১৮৮৭টি পরিবারকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসাবে তুলে দেওয়া হয়েছে;
- 'ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন (আইবিএফপিএল) ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড কন্সট্রাকশন অফ রিসিপ্ট টার্মিনাল অ্যাট পার্বতীপুর' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারি লিমিটেড-এর শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল হতে বাংলাদেশের পার্বতীপুর ডিপো পর্যন্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল সরবরাহের লক্ষ্যে নীলফামারী সদর উপজেলার ৮টি এবং সৈয়দপুর উপজেলার ২টিসহ ১০টি মৌজায় ১৪.২৮৬৪ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানন্ত্রীর অভিপ্রায় বাস্তবায়নে শারীরিক প্রতিবন্ধী, বয়স্ক এবং চলাচলে অক্ষম ব্যক্তিদের সুবিধার্থে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নিচতলায় গণশুনানি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে;
- হাইটেক পার্ক স্থাপনের জন্য নীলফামারী সদর উপজেলাধীন উত্তর আরাজি চড়াইখোলা মৌজার ১৬.৩৫ একর জমি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্তের নিমিত্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে;
- শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেণ্টার স্থাপনের জন্য নীলফামারী জেলার উত্তর আরাজি চড়াইখোলা মৌজার ব্যক্তিমালিকানাধীন ২.০০ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান;
- মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ১৭৮৪টি ভূমিহীন পরিবারকে ৩৭.৭৪ একর খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে;
- 'সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সৈয়দপুর-নীলফামারী আঞ্চলিক মহাসড়ক প্রশস্তকরণের লক্ষ্যে সর্বমোট ৫৪.৬১৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে;
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিকথা নিয়ে 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা' প্রকাশ করা হয়েছে;
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ১৮০ জন শারীরিক প্রতিবন্ধি ব্যক্তিকে হুইল চেয়ার, ১০ জন শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে হেয়ারিং এইড (শ্রবণ যন্ত্র) এবং ২২ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সাদাছড়ি প্রদান করা হয়েছে; এবং
- মুজিবর্ষ উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সৈয়দপুর উপজেলায় স্থাপিত নিজবাড়ি আশ্রয়ণ প্রকল্পভুক্ত উপকারভোগীদের কর্মমূখী প্রশিক্ষণের জন্য ০১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম-কমিউনিটি সেণ্টার নির্মাণ করা হয়েছে।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

- নারীর ক্ষমতায়নে কর্মক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ; এবং
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনার আওতায় অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ।

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা/সমঝোতা স্মারক/চুক্তি এবং বৈদেশিক সফরে অর্জিত সফলতার বিবরণ : 'ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন (আইবিএফপিএল) ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড কন্সট্রাকশন অফ রিসিপ্ট টার্মিনাল অ্যাট পার্বতীপুর' শীর্ষক প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ভারত থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনা ও বাস্তবায়ন কৌশল নিরূপণ।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

- কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়েছে এবং অসচ্ছল কর্মচারীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে নীলসাগর পর্যটন কেন্দ্রকে পরিবেশবান্ধব ইকোট্যুরিজম কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ, বাগান সৃজন, লেক নির্মাণ, শিশুদের জন্য বিনোদন সামগ্রী স্থাপন ও সৌন্দর্য বর্ধনপূর্বক অতিথি পাখির অভয়াশ্রমকে গুরুত্ব দিয়ে পর্যটন উপযোগী করে তোলা হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনো বিষয় : জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেশ বিভাগ, মহান ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় শোকদিবস এবং মুজিবশতবর্ষকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে 'আমারই বাংলা' নামে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং নক্শা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ঠাকুরগাঁও

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- ঠাকুরগাঁওবাসীর সুস্থ বিনোদন, একই সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা, স্বাধীনতার রূপকার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী'-কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য 'ডিসি পর্যটন পার্ক' এবং এতে 'মুজিববর্ষ চত্বর' ও 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী চত্বর' নির্মাণ করা হয়েছে;
- করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবকালে তুলনামূলক নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ যারা সরকার নির্দেশিত লকডাউনে কর্মহীন হয়ে পড়েছিল তাদের মাঝে ত্রাণ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিতরণ করা হয়;
- জেলার সকল উপজেলায় মোট ৯২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল চালু করা হয়েছে;
- হাইটেক/আইটি পার্ক স্থাপনের জন্য কচুবাড়ি কৃষ্ণপুর মৌজায় ১০.০০ একর জমি বন্দোবস্ত প্রদানের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে; এবং
- খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল নির্মাণের জন্য ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আকচা ইউনিয়নের ৫০.০০ একর জমির প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা :

- জেলায় মালটা চাষ ও চা চাষকে জনপ্রিয় করে তোলা, অনাবাদি ও এক ফসলি জমিকে এ কাজে ব্যবহার করা;
- সকল সেফটিনেট প্রোগ্রামের তথ্যসংবলিত ওয়েবসাইট নির্মাণ;
- ২২৯৬ ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসিতকরণ; এবং
- আইটি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে একটি হাইটেক পার্ক স্থাপন।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : 'মুজিববর্ষ চত্বর' নির্মাণ করা হয়েছে।

গাইবান্ধা

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- ভূমি ব্যবস্থাপনা : ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ০৩টি আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং ০৫টি গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অগ্রগতির শতকরা হার ১০০%; এবং
- ডিজিটাল বাংলাদেশ : বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মহামারি করোনা প্রাদুর্ভাব সময়েও জেলার ৩৬০ জন শিক্ষিত বেকার যুবক অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ঘরে বসে ফ্রি-ল্যান্সিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। অগ্রগতির শতকরা হার ১০০%।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা :

- প্রশিক্ষণ : কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বছরে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ প্রদান। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বছরে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ; এবং
- ডিজিটাল বাংলাদেশ : ফ্রি-ল্যান্সিং প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রকল্পের সহযোগিতায় লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং বিষয়ে ২১০ জনকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ফ্রি-ল্যান্সিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বছরে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ; এবং
- বিভিন্ন ঋণ অনুদানের কার্যক্রম গ্রহণ ও তা যথাসময়ে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

পঞ্চগড়

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত দুই বাংলার শতাধিক কবির কবিতা নিয়ে সংকলন প্রকাশ;
- স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সার্কিট হাউজে সর্বমোট ১০৯৬টি বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন;
- 'কন্যারত্ন' আমাদের অ্যাম্বাসেডর, আমাদের কন্যারত্ন (সুস্থ কিশোরী নিরাপদ আগামী) প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে অনলাইন সচেতনতা ক্যাম্পেইন ও আত্মরক্ষায় সাইবার সিকিউরিটি এবং ব্যুখান মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পঞ্চগড় এ 'কিংবদন্তি-ইতিহাস ও ঐতিহ্য গ্যালারি' ১ ও ২ স্থাপন।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- জাতির পিতার আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিতকরণ;
- মুজিববর্ষে দেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণা কুড়িগ্রামে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহহীন/ভূমিহীনদের পুনর্বাসন এবং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; এবং
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন এক ইঞ্চি জমিও যেন পতিত না থাকে তা বাস্তবায়ন (জেলার পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আনা)।

দিনাজপুর

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি

- দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও আদিবাসী কর্নার নির্মাণ-কাজ, বাজেট বরাদ্দ- ৮,৮০,০০/- এবং ব্যয়িত অর্থ ৮,৮০,০০/- সরকারিভাবে সংকুলানপূর্বক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে; এবং
- দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্নার নির্মাণ; বাজেট বরাদ্দ- ৮,৭১,০০০/- এবং ব্যয়িত অর্থ ৮,৭১,০০০/- সরকারিভাবে সংকুলানপূর্বক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জোরদারকরণ এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদান; এবং
- মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থান সংরক্ষণ।

লালমনিরহাট

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- ৩য় তলায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর অফিস কক্ষ আধুনিকীকরণ; এবং
- অফিসের সাইকেল গ্যারেজ-এর সামনে সৌন্দর্যবর্ধনের ব্যবস্থাকরণ।

২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- সার্কিট হাউজে গার্ডরুমসহ আধুনিক গেট নির্মাণ;
- সার্কিট হাউজের ড্রাইভার সেড আধুনিকায়ন এবং ড্রাইভার শেড-এর বাথরুম মেরামতকরণ; এবং
- তিস্তা ভবনের প্রবেশ পথে গার্ডরুমসহ আধুনিক গেট নির্মাণ, দেওয়ালের উচ্চতা বৃদ্ধি,সি সি ক্যামেরা স্থাপন, ওয়াশরুম নির্মাণ।

১০.৫ ময়মনসিংহ বিভাগ

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক ১৩টি সভা, আইন-শৃঙ্খলাসংক্রান্ত জেলা কোর কমিটির ০৪টি সভা, জেলা ম্যাজিস্ট্রেসির মাসিক ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চাঞ্চল্যকর ও লোমহর্ষক ০৪টি ঘটনা। পুলিশ সুপার ও অধিনায়ক র‍্যাব-১৪, ময়মনসিংহ হতে প্রাপ্ত চাহিদার পরিপরিপ্রেক্ষিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গুলিবর্ষণের ০৮টি ঘটনার বিষয়ে নির্বাহী তদন্তপূর্বক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে;

- পুলিশ সুপার ময়মনসিংহ হতে প্রাপ্ত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩) এর বিধানমতে মামলার বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত অভিযোগপত্র দাখিলের পূর্বানুমোদন এর জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। বিজ্ঞ আদালতের আদেশ মোতাবেক ডিক্রিকৃত ভূমিতে আদালতযোগে দখল প্রদানের জন্য ০১ জন বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে। বিদেশে বসবাসরত ০৭ জন বাংলাদেশির বৈবাহিক সনদ প্রদান করা হয়েছে;

- বিজ্ঞ পিপি, বিশেষ পিপি, অতিরিক্ত পিপি, স্টেইড ডিফেন্স এবং এপিপিগণের রিটেইনার, দৈনিক ভাতা বাবদ ৮২,৫৪,২৯০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। বিজ্ঞ সরকারি আইনজীবীগণের অফিস ব্যবস্থাপনা বাবদ ২,৭০,০০০/- টাকার মনিহারি দ্রব্যাদি প্রদান করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনার সংখ্যা ২০৫৩টি, মামলার সংখ্যা ৭,৮০০টি, জরিমানা আদায়ের পরিমাণ ২,১৬,১২,৩৮৫/-টাকা, কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি-৩৩৮ জন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, প্রসিকিউশন, বেঞ্চ সহকারী, অফিস সহকারী ও অফিস সহায়কগণকে ৩৯,৪৯,৬০০/- টাকা মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সম্মানি ভাতা বাবদ প্রদান করা হয়েছে। ময়মনসিংহ জেলায় শতভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (অ্যাসিড ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাসাপেক্ষে) কর্তৃক অ্যাসিড লাইসেন্স গ্রহণের লক্ষ্যে প্রায় ১৯০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নোটিশ প্রদান করা হয়েছে এবং ৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অ্যাসিড ব্যবহার লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। এসিডের অপব্যবহার রোধে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২টি সভা আয়োজন করা হয়েছে। অ্যাসিড লাইসেন্স গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে এবং লাইসেন্স ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অবৈধভাবে অ্যাসিড ক্রয়-বিক্রয় করতে না পারে সে লক্ষ্যে অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ আইনে ০৮টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ময়মনসিংহ জেলা ০৪টি অ্যাসিড ব্যবহার লাইসেন্স (বাণিজ্যিক) ইস্যু করা হয়েছে এবং ৪২টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। শতভাগ অ্যাসিড লাইসেন্স নবায়নের লক্ষ্যে নোটিশ ইস্যুসহ লাইসেন্স গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হচ্ছে। ০১টি পত্রিকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে;

- বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ও বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। চোরাচালান টাস্কর্ফোস সভা ১২টি, নারী ও শিশু পাচারসংক্রান্ত সভা ১২টি এবং যৌতুকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাল্যবিবাহ বন্ধ/প্রতিরোধের সংখ্যা ৭৭টি। যৌতুকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৩টি উপজেলায় ওয়ার্ডভিত্তিক ৩২৭টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ১৩,১৩৭ জন নারী ও পুরুষকে যৌতুকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১১ জন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেওয়া হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আদেশে বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে ০৬ জন কারাবন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। লাশের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুতে ২১ জন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেওয়া হয়। কারাগারে বন্দিদের মধ্যে ০২ জনকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়। লাশ ময়নাতদন্তের পরিবহণ ব্যয় বাবদ ২,৯৯,৬০০/- টাকা অর্থ প্রদান করা হয়;

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ময়মনসিংহ জেলার ০৯টি পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন ও ০৪টি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পদের উপনির্বাচন সুষ্ঠুভাবেসম্পন্ন করণে সমন্বয় করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে পোশাক ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ১,১৫,০০,০০০/- টাকার মালামাল সরবরাহের কার্যক্রম চলমান। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ জেলায় বাস্তবায়নাধীন ঈশ্বরগঞ্জ, হালুয়াঘাট ও মুক্তাগাছা উপজেলায় ইউপি সদস্য ও গ্রাম আদালত সহকারীদের গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-এর অংশ হিসাবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহে ডিজিটাল হাজিরা চালু করা হয়। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সম্পূর্ণ ওয়াইফাই-এর আওতায় আনা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নথি সিস্টেম, ই-মেইল, ফেসবুকের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে প্রতিনিয়ত ইন্টারনেট ব্যবহৃত হচ্ছে। ইন্টারনেট সংযোগ নিরবিচ্ছিন্ন এবং দ্রুত গতি নিশ্চিত করার জন্য সার্ভার রুমে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মাইক্রোটিক রাউটার স্থাপন করা হয়েছে;

- National e-government Network বিষয়ক ৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান, বাংলা গভঃনেট ও ইনফো সরকার-২ প্রকল্পের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি দপ্তরে নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি প্রদান করে National e-Government Network স্থাপন করা হয়েছে এবং নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীদেরকে একদিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এ নেটওয়ার্কে সরকারি সকল ওয়েবসাইট ও বিভিন্ন ধরনের সার্ভিসসহ ইন্টারনেট সেবা চালু রয়েছে। উপজেলা কার্যালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে;

- ময়মনসিংহ জেলাকে ভিক্ষুকমুক্তকরণের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ জেলার প্রতিটি উপজেলায় ভিক্ষুকদের জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি চলতি হিসাব খোলা হয়েছে। ১৩টি উপজেলায় ৯০০৮ জন ভিক্ষুকের নামের তালিকা করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৫৭৭৬ ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করাসহ, ময়মনসিংহ সদর ফুলপুর, ফুলবাড়ীয়া, ভালুকা, ঈশ্বরগঞ্জ, গফরগাঁও, নান্দাইল, তুরাকান্দা, উপজেলার আংশিক ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে;

- করোনাভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯)-এর সংক্রমণ প্রতিরোধে মাস্ক পরিধান ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণসহ মোবাইল কোর্ট আইনে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২০৫৩টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। পরিচালিত মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৭৮০০টি মামলার মাধ্যমে ২,১৬,১২,৩৮৫/- টাকা জরিমানা আদায়সহ ৩৩৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। মাদকমুক্ত ময়মনসিংহ জেলা নির্মাণে ভ্রাম্যমাণ ডোপ টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডোপ টেস্টে পজিটিভ ব্যক্তিদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও ০৩টি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সেবাগ্রহীতাদের ভোগান্তি ও হয়রানি রোধ এবং জেলা শহরের যাতায়াত করা হতে সময় বাঁচাতে কোর্ট অটোমেশন সিস্টেম (সফটওয়্যার) চালু করা হয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে জুডিশিয়াল মুন্সিখানা শাখা হতে প্রদেয় বিভিন্ন বিল/সম্মানি ভাতা অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতার স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হচ্ছে;

- ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২১৩৫টি ভূমিহীন পরিবারকে মোট ৪৪.০৬৫ একর খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ১৯৫০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করে পুনর্বাসন করা হয়েছে। অবৈধ দখলদারদের নিকট হতে ১৫৪.৬৯ একর খাস জমি উদ্ধার করে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। লাইব্রেরি শাখায় সংরক্ষিত সকল বইয়ের অটোমেশন কার্যক্রম চলমান। মোট লিজ নথির সংখ্যা ৩১০টি, মোট দাবি ৪,৩৪,৫৩,৫০৬/- নবায়নকৃত লিজ নথির সংখ্যা ১৩২টি, মোট আদায় ১,১০,১৪,৮২৯/-, মোট ১৪৪টি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ১,১৬,৫৩,৮৪৪.৯০ টাকা আদায় করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় ১০টি এল. এ. মোকদ্দমার কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। উক্ত মোকদ্দমাসমূহের অধিগ্রহণের বিভিন্ন ধাপের কার্যক্রম চলমান; এবং

- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সনদপত্র প্রদান ৭৪টি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত ০৮টি উপজেলার মধ্যে ১০০টি ঘর প্রদান, ৮৫টি বাইসাইকেল প্রদান, ২২০২ জনের মধ্যে ২৩ লক্ষ টাকা বিতরণ ও ৫৬১ জনের মধ্যে ৯ লক্ষ টাকার শিক্ষা উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম। ১০ ডিসেম্বর ২০২০ ময়মনসিংহ মুক্ত দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস পালন উপলক্ষ্যে অনলাইনে প্রতিযোগিতার আয়োজন। ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে অনলাইনে প্রতিযোগিতার আয়োজন। ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে অনলাইনে প্রতিযোগিতার আয়োজন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে অনলাইনে প্রতিযোগিতার আয়োজন। ৪৮০ জন সংস্কৃতি ব্যক্তির মধ্যে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত ৬০,৮৮,৪০০/- বিতরণ।

নেত্রকোণা

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- অনাবাসিক ভবন (মেরামত) : বরাদ্দকৃত ১,০০,০০০.০০ (মাত্র এক লক্ষ) টাকা দিয়ে অফিসের বিভিন্ন কক্ষের মেরামত কাজসম্পন্ন করা হয়েছে;
- অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (মেরামত) : বরাদ্দকৃত ২,০০,০০০.০০ (মাত্র দুই লক্ষ) টাকা দিয়ে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব উইমেন্স কর্নার (কিছুক্ষণ) ফলস সিলিং ও ওয়াল পেপার স্থাপনের কাজ করা হয়েছে;
- স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি বরাদ্দকৃত : ১০,০০,০০০.০০ (মাত্র দশ লক্ষ) টাকা দিয়ে গরিব, অসহায়, অসচ্ছল ব্যক্তিদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- আসবাবপত্র বরাদ্দকৃত : ৭,০০,০০০.০০ (মাত্র সাত লক্ষ) টাকা দিয়ে এই কার্যালয়ের বিভিন্ন শাখায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য টেবিল, সোফা, চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে;
- কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক : বরাদ্দকৃত ৭,০০,০০০.০০ (মাত্র সাত লক্ষ) টাকা দিয়ে অত্র কার্যালয়ের বিভিন্ন শাখায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ১০টি কম্পিউটার, ০৫টি প্রিন্টার, ০৫টি স্ক্যানার ক্রয় করা হয়েছে;
- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি : বরাদ্দকৃত ২২,৯৯,৫০০.০০ (মাত্র বাইশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশত) টাকা দিয়ে এই কার্যালয়ের জন্য ৬৫ ইঞ্চি ০২টি এলজি টেলিভিশন এবং সম্মেলন কক্ষের জন্য ১০.৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৬.৩ ফুট প্রস্থ এলইডি ডিসপ্লে স্ক্রিন স্থাপন করা হয়েছে।
- সার্কিট হাউজে অনাবাসিক ভবন (মেরামত) : বরাদ্দকৃত ১,০০,০০০ (মাত্র এক লক্ষ) টাকা দিয়ে সার্কিট হাউজে বিভিন্ন কক্ষের মেরামত কাজসম্পন্ন করা হয়েছে;
- সার্কিট হাউজে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি : বরাদ্দকৃত ৫,০০,০০০.০০ (মাত্র পাঁচ লক্ষ) টাকা দিয়ে সার্কিট হাউজের জন্য ৪৩ ইঞ্চি এলজি ০৩টি টেলিভিশন ক্রয় ও দুইটি এলজি ফ্রিজ ক্রয় করা হয়েছে;
- সার্কিট হাউজে আসবাবপত্র : বরাদ্দকৃত ৬,০০,০০০.০০ (মাত্র ছয় লক্ষ) টাকা দিয়ে সার্কিট হাউজের জন্য সোফা,টি টেবিল ও চেয়ার ক্রয় করা হয়েছে;
- সার্কিট হাউজ ব্যবস্থাপনা : ভি.আই.পি.-দের ভ্রমণসূচি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি পর্যায়ে আবেদন মোতাবেক কক্ষ বরাদ্দ দেওয়া হয়ে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সার্কিট হাউজে ভাড়া বাবদ ৬৫,৪০০.০০ (মাত্র পয়ষট্টি হাজার চারশত টাকা) আদায় হয়েছে। আদায়কৃত অর্থ যথাযথভাবে চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে;
- পাবলিক হল ব্যবস্থাপনা : বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি পর্যায়ে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পাবলিক হল বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে; এবং
- গাড়ি হুকুম দখল ও রাষ্ট্রাচার : বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাষ্ট্রাচার ব্যবস্থাপনার জন্য চাহিদাকৃত মেয়াদে গাড়ি হুকুম দখল করা হয়ে থাকে।

জামালপুর

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

জেলাকে ভিক্ষুকমুক্ত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। এ লক্ষ্যে ৩৩৫১ জন ভিক্ষুককে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার (ভ্যানগাড়ি, গবাদি পশু ইত্যাদি) সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;

- জেলায় গত ১৬-১০-২০১৯ তারিখ হতে জামালপুর কালেক্টরেট স্কুল ও কলেজ নামে একটি আধুনিক ও মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে;
- জামালপুর জেলার মানুষের বিনোদন সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে স্থাপিত জামালপুর ডিসি পার্কের শোভা বর্ধন করা হয়েছে। এতে ভ্রমণ পিপাসুদের এই পার্কে আগমন বৃদ্ধি ঘটেছে। শিশুদের আনন্দ ও বিনোদনের লক্ষ্যে বিভিন্ন উপকরণ সংযোজন করা হয়েছে;
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সার্কিট হাউজ ও জেলা প্রশাসকের বাংলোর রাস্তাসমূহ মেরামত করাসহ এই সকল স্থাপনায় ফলের বাগান ও বাহারি ফুলের বাগানসহ সৌন্দর্য বর্ধন করাসহ আধুনিকায়ন করা হয়েছে;
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সার্কিট হাউজ ও জেলা প্রশাসকের বাংলোর ভবনসমূহ সংস্কার এবং মেরামত করে দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছে;
- জামালপুর কালেক্টরেটে নবনির্মিত মসজিদে প্রবেশপথে গেট নির্মাণ করা হয়েছে;
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের পরিত্যক্ত ও জরাজীর্ণ টিনসেড ভবনটি সংস্কার ও মেরামতের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে;
- জামালপুর জেলার ব্র্যান্ডিং ঐতিহ্যবাহী নকশি পণ্যকে দেশি ও বিদেশি ক্রেতাদের সামনে তুলে ধরার জন্য জেলা শহরে একটি নকশি হাট চালু করা হয়েছে, যা সপ্তাহে একদিন (শনিবার) বসে। জেলা প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম nittoponno247.com চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে করোনাকালীন প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে ই-নথির মাধ্যমেই দাপ্তরিক বেশিরভাগ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে;
- এ জেলাকে শতভাগ বাল্যবিবাহমুক্ত জেলা ঘোষণাসহ তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে ফলোআপ কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে;
- করোনা পরিস্থিতিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। বহিরাগতদের জন্য অফিসের প্রবেশপথে হাতধোয়ার এবং তাপ মাপার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অম্লান স্মৃতি ও অবদানকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার প্রত্যয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সুসজ্জিত ও দৃষ্টিনন্দন ‘মুজিব কর্নার’ স্থাপন করা হয়েছে। দুর্লভ ও ইতিহাস ঐতিহ্যসম্পর্কিত ছবি, বই ও সাময়িকী দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে;
- করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের ঘরে ঘরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের হট লাইন ও ৩৩৩ থেকে প্রাপ্ত ফোন কলের মাধ্যমে গৃহীত আবেদনসমূহ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে মধ্যবিত্ত পরিবার, প্রতিবন্ধী, দিন মজুর ও করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে কর্মহীন মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে;
- মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এ জেলার ২২৫৩টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহারের গৃহনির্মাণ করে পুনর্বাসন করা হয়েছে;
- সভাকক্ষে অত্যাধুনিক মনিটর ও ডিজিটাল ব্যানার বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে;
- বাইসাইকেল ও মোটর সাইকেল রাখার জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে একটি গ্যারেজ নির্মাণ করা হয়েছে; এবং
- কালেক্টরেট ভবনের বাইরের সম্পূর্ণ অংশ পরিষ্কার করে রং করা হয়েছে।

শেরপুর

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা চালুকরণ ১০০%;
- খাস সম্পত্তি, অর্পিত সম্পত্তি, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ডেটাবেজ প্রস্তুতকরণ ৮০%;
- সমগ্র অফিসে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন ১০০%;
- জেলার সকল এনজিও-এর ডেটাবেজ প্রস্তুতকরণ ৫০%;
- রেকর্ডরুমে রক্ষিত সকল খতিয়ান স্ক্যানকরণ ৯৮%;
- রাজস্ব মামলা ও ফৌজদারি মামলাসমূহ বছরভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসকরণ এবং কম্পিউটারে ডেটাবেইজ প্রস্তুতকরণ;
- ভূমিহীনদের তালিকা প্রস্তুতকরণ ৮০%;
- ই-মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন ১০০%;
- প্রবাসী পরিবারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও বিদেশ গমনেচ্ছুদের দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ২৫%;
- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পোর্টাল-এর সকল লিংক হালনাগাদকরণ এবং আকর্ষণীয় কনটেন্ট-এর মাধ্যমে সমৃদ্ধকরণের জন্য সকল ইউজারকে প্রশিক্ষণ প্রদান ১০০%;
- গৃহহীনদের ডেটাবেজ প্রস্তুতকরণ ৮০%;
- সকল হোটেল রেস্টুরেন্ট/বেকারির দোকানের ডেটাবেজ তৈরিকরণ;
- ডিলিং লাইসেন্স গ্রহণের জন্য সকল ব্যবসায়ীকে উদ্‌বুদ্ধকরণ এবং অনলাইনে লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন;
- কার্যকর গণশুনানির মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান; এবং
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডেটাবেজ তৈরি ও অনলাইন মনিটরিং-৫০%।

ময়মনসিংহ

২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা :

- রাজস্ব প্রশাসনের আওতায় শূন্যপদে জনবল নিয়োগ;
- ভূমি উন্নয়ন কর এবং করবহির্ভূত রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিকরণ;
- কমপক্ষে ৬২৪টি ভূমিহীন পরিবারের মাঝে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান;
- নদী দূষণ প্রতিরোধ ও নদ-নদী-খাল অবৈধ দখল মুক্তকরণ;
- জলমহাল, বালুমহাল ও হাটবাজারের ডেটাবেজ প্রস্তুতকরণ;
- সকল আশ্রয়ণ ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস গুগল ম্যাপে প্রদর্শন করা;
- বছরব্যাপী ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা;
- ভূমিহীনদের তালিকা প্রস্তুত এবং আশ্রয়ণ ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- মোট ৩১০টি লিজ নথির মধ্যে সবগুলো নবায়ন সম্পন্নকরণ;
- মোট দাবি ৪,৩৪,৫৩,৫০৬ টাকা দাবির শতভাগ আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

- অর্পিত সম্পত্তি ট্রাইবুন্যাল ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপিল ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলাসমূহ পরিচালনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মোট মোকদ্দমা হতে কমপক্ষে ৮০০টি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা ও এ বাবদ প্রায় ৩,০০,০০,০০০.০০ টাকা আদায়;
- ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র-এর মাধ্যমে জাবেদা নকলের আবেদন গ্রহণ ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- অনলাইনে ই-পর্চার মাধ্যমে নকলের আবেদন গ্রহণ ও বিতরণের ব্যবস্থাকরণ;
- প্রতিটি উপজেলায় একটি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সততা স্টোর চালুকরণ;
- প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সততা সংঘ সৃজন;
- জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ, চেয়ারসহ পাঠদান সামগ্রী সঠিকভাবে বিতরণসহ তদারকিকরণ;
- জেলা ইনোভেটিভ কার্যক্রমের শোকেসিং ও শ্রেষ্ঠ নির্বাচনের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান;
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল চালুকরণ;
- জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসি-সম্পর্কিত যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জেলার সার্বিক শৃঙ্খলা রক্ষাপূর্বক জনজীবন স্বাভাবিক রাখা;
- কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সরকারি নির্দেশনাসমূহ ও জেলা করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ শতভাগ বাস্তবায়ন;
- বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন : যৌন হয়রানি, নারী নির্যাতন, মাদক সেবন, চোরাচালান, যৌতুক, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রতিরোধ ও নিরসনে কার্যক্রম গ্রহণ;
- শিশুশ্রম বন্ধের লক্ষ্যে কারখানাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে নিয়মিত সভা আহ্বান;
- নিষিদ্ধ পলিথিনমুক্ত ময়মনসিংহ জেলা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট অভিযান অব্যাহত রাখা;
- ময়মনসিংহ জেলার অধীন ইউনিয়ন পর্যায়ের ইউনিয়ন পরিষদের সচিব/হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা নিয়ে ন্যাশনাল পোর্টালবিষয়ক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন;
- ময়মনসিংহ জেলা পর্যায়ে সেবা সহজীকরণ কার্যক্রমে কর্মকর্তাগণের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে ২টি কর্মশালা আয়োজন;
- ময়মনসিংহ জেলাপর্যায়ে ‘ন্যাশনাল পোর্টাল’ সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধি, সেবা প্রদানকে সহজতর করার লক্ষ্যে ১টি প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন;
- ময়মনসিংহ জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রামচালুকরণ;
- ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২১'- এর জন্য ময়মনসিংহ জেলা পর্যায়ের ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব পালন;
- ময়মনসিংহ জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম চালুকরণ;
- ময়মনসিংহ জেলার সকল সরকারি দপ্তরের ওয়েবপোর্টালের তথ্য হালনাগাদকরণ;
- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে সরকারি সেবাসমূহ প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত জেলা পর্যায়ে সরকারি সেবাপ্রদানকারী দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের সঙ্গে উদ্যোক্তাদের নিয়ে দ্বিমাসিক সভা আয়োজন; এবং
- ময়মনসিংহ জেলার শতভাগ সরকারি দপ্তরের আনুষ্ঠানিক সভাসমূহ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আয়োজন নিশ্চিতকরণ।

নেত্রকোণা

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন : জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মৃতি সংরক্ষণে নেত্রকোণায় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ নামক সংকলন প্রকাশ করা (সংশোধিত); মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানিত করা; মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থান সংরক্ষণ; মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নেত্রকোণা জেলার প্রাণকেন্দ্র মোক্তারপাড়া মাঠ ও পুকুরের আশপাশের এলাকা নিয়ে শিক্ষা, সাহিত্য, ক্রীড়া, বিনোদন ও মুক্ত বুদ্ধিচর্চার অন্যতম নান্দনিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু চত্বর নির্মাণ করা; বঙ্গবন্ধুর প্রকাশিত তিনটি বই অনলাইনে/ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির মাধ্যমে নেত্রকোণাবাসীর কাছে পৌঁছানো; মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে 'শতবর্ষে শত অনুষ্ঠান' শিরোনামে ১০০ দিনের ১০০টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা; স্কুলে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা ও শিশু কল্যাণ : বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা মুজিব উইমেন্স কর্নার স্থাপনের মাধ্যমে নারীদের সহায়তা প্রদান করা; বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন; ডে-কেয়ার সেন্টার চালু; মহিলা সহকর্মীদের জন্য সুবিধাজনক জায়গায় ওয়াশরুম স্থাপন; নারী উন্নয়ন ফোরামের কার্যকর কমিটির সদস্যগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- সার্বিক উন্নয়নে ডিজিটাল প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহার;
- সার্টিফিকেট মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার : সকল সার্টিফিকেট মামলাকে সফটওয়্যার-এর আওতায় আনা; সিভিল স্যুট মনিটরিং; দেওয়ানি মামলার অগ্রগতি নিবিড় মনিটরিং-এর জন্য সফটওয়্যার তৈরি করা ফার্মেসি ম্যানেজমেন্ট সফ্‌টওয়্যার ইনস্টলেশন; খুব সহজে মেয়াদ উত্তীর্ণ, ভেজাল এবং রেজিস্ট্রেশনবিহীন ঔষধ শনাক্তকরণের জন্য জেলার প্রত্যেকটি ঔষধের দোকান/ফার্মেসিকে উক্ত সফটওয়্যারের আওতায় আনয়ন; ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অনলাইন সনদ প্রদান করার লক্ষ্যে সফটওয়্যার তৈরি করা; পেন্ডিং লেটার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস; ই-নথি; ই-মোবাইল কোর্ট; সার্কিট হাউজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস; রিকুইজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস; অনলাইন গণশুনানি ও গণশুনানি ব্যবস্থাপনা সফ্‌টওয়্যার খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষির প্রসার : জেলার ৯৭০ হেক্টর অনাবাদি/পতিত জমি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ; সোলার লাইট ট্র্যাপ স্হাপন; ধান মাড়াইয়ের জন্য Threshing Floor নির্মাণ করা; ছাদ-বাগান চালু করা;
- সকল স্তরে শিক্ষার মান বৃদ্ধি : নেত্রকোণা জেলায় শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন করা; শিক্ষার মানন্নোয়নে শিক্ষকদের নিয়ে উদ্‌বুদ্ধকরণ সভা; স্কুল পরিদর্শন; প্রাইমারি স্কুলে ডিজিটাল হাজিরা চালু করা; বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থাসহ মৌসুমী ফুলের বাগান সৃজনে উদ্বুদ্ধকরণ; প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের দেওয়ালে ছবি আঁকা, নীতিবাক্য লেখা; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা;
- সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা : নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ ও মাতৃ মৃত্যুর হার রোধে সন্তান সম্ভবা মায়েদের সেইভ বার্থ কার্যক্রমের আওতায় আনা; নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতের লক্ষ্যে সন্তান সম্ভবা মায়েদের ডেটাবেজ তৈরি করা ও শিশুর জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করা;
- দারিদ্র্য নির্মূল : ভিক্ষুক পুনর্বাসন; সরকারের সঙ্গে কৃষকের কথা : ১০০০ কৃষককে সরাসরি সার্বিক কৃষি সহায়তা প্রদান করা;
- দক্ষ ও সেবামুখী প্রশাসন : তথ্য ও অভিযোগ শাখার মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত; প্রশিক্ষণের আয়োজন করা; প্রতিবেদন প্রকাশ;
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ : স্কুল পর্যায়ে কোমলমতি শিশুদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন করা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য সততা স্টোর চালু করা;
- দুর্নীতিবিরোধী গণশুনানি করা;
- যুব সমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা : শেখ কামাল আইটি পার্কের বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় শিক্ষিত যুবক ও তরুণদের প্রশিক্ষণ;

- কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার মাধ্যমে কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসংক্রান্ত ওরিয়েনটেশন প্রোগ্রাম আয়োজন;
- মোবাইল কোর্ট পরিচালনা : খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধসহ বিভিন্ন আইনের আওতায় মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম জোরদার করা;
- নিরাপদ সড়কের নিশ্চয়তা : মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম জোরদার করা; নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে রোড মার্কিং; সাইনবোর্ড স্থাপন; বিআরটিএ কর্তৃক ড্রাইভারদের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া;
- টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন : নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, মাদকের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি ও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক ও সুস্থ বিনোদনে উদ্‌বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে জেলা/উপজেলায় অ্যাম্বাসেডর তৈরি করা;
- সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও মাদক নির্মূল : সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা জঙ্গিবাদ ও মাদকের বিরুদ্ধে তরুণ সমাজকে উদ্‌বুদ্ধ করতে জনসচেতনতামূলক সভা আয়োজন;
- উন্নয়ন প্রকল্পসমুহের দ্রুত ও মানসম্মত বাস্তবায়ন : উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর জমি অধিগ্রহণ; বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন; এবং
- প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও অটিজম কল্যাণ : প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও অটিজম সেবাপ্রার্থীদের অগ্রাধিকার স্বাস্থ্য সেবা প্রদান কাউন্টার; হুইল চেয়ার বিতরণ; প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবায় ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজন; স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালীকরণ; প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ আয়োজন করা; পর্যটন শিল্পের বিকাশ; নেত্রকোণা জেলার ২টি উপজেলায় পর্যটনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন; পর্যটন আকর্ষণের জন্য পুরাকীর্তি সংরক্ষণ (কেন্দুয়া উপজেলার রোয়াইলবাড়ি দুর্গ সংস্কার); হাওরের জীবনমান উন্নয়ন; সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।

জামালপুর

- জামালপুর জেলার মানুষের বিনোদন সুবিধা বৃদ্ধি, পরিবেশের উন্নয়ন এবং নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে দৃষ্টিনন্দন জামালপুর ডিসি লেক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ। এতে ভ্রমণ পিপাসু ও পরিবেশ প্রেমীদের এ লেকে আসতে আগ্রহী করবে। পর্যায়ক্রমে ডিসি লেকটি-কে পর্যটন স্থান হিসাবে গড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ;
- পরিবেশ রক্ষায় পলিথিন বর্জনে জন সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচলনার মাধ্যমে পলিথিন মুক্ত জামালপুর জেলা ঘোষণা;
- বর্তমান সময়ে জামালপুরে চলমান ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও অন্যান্য কাজে সরকারি কর্মকর্তাদের জামালপুরে আগমন পূর্বের চেয়ে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য একটি আধুনিক সার্কিট হাউজ নির্মাণ;
- অতি দারিদ্র্য হ্রাস ও দারিদ্র্য নির্মূলে জামালপুরের নকশিকাঁথা-কে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসাবে রেজিস্ট্রেশন, উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা, নকশি কাঁথার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য জেলাভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ কমিটি/প্রতিষ্ঠান এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহযোগিতা প্রদান কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- লিঙ্গ, বর্ণ, ধর্মনির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগ ও সুবিধা সৃষ্টিতে তৃতীয় লিঙ্গের উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ;
- জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ৬৮টি ইউনিয়ন-এর রাস্তার পাশে ফলদ বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সংস্কার ও মেরামত এবং অভ্যন্তরীণ ড্রেনেজ সিস্টেম পুনঃনির্মাণ;
- ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান অব্যাহত রাখা;
- এস.এ. অ্যান্ড টি. অ্যাক্ট অনুযায়ী পতিত/খাস জমি উদ্ধার;
- নদী দখলমুক্তকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মধ্যে জমি ও গৃহ বিতরণ অব্যাহত রাখা;
- জামালপুর কালেক্টরেট স্কুল ও কলেজটি আধুনিকায়নের মাধ্যমে আধুনিক ও মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ৩য় হতে ১০ম শ্রেণিতে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি এবং যুগপোযোগী পাঠদান কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্বাধীনতা স্তম্ভের ম্যুরাল নির্মাণ।

শেরপুর

- জেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহের কার্যকর সমন্বয়সাধন;
- শেরপুর জেলার ব্র্যান্ডিং পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন;
- নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্যের নিশ্চয়তা;
- নিরাপদ সড়কের নিশ্চয়তা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিতকরণ;
- শিক্ষার সকল স্তরে মান বৃদ্ধিকরণ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইতিহাস সংরক্ষণ;
- ভিক্ষুক ও তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন;
- সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;
- রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন;
- জেলা ম্যাজিস্ট্রেসির মাধ্যমে জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- জনসচেতনামূলক কার্যক্রমে উদ্‌বুদ্ধকরণ জোরদারকরণ;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- সার্কিট হাউজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- ক্রীড়া সংস্কৃতি ও নারী উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ;
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সার্কিট হাউজ উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ;
- সার্কিট হাউজে নতুন বাগান তৈরি;
- সার্কিট হাউজের প্রতিটি কক্ষ আধুনিকীকরণ;
- সার্কিট হাউজে ড্রাইভার সেট আধুনিকীকরণ; এবং
- সার্কিট হাউজের চতুর পার্শ্বে ওয়াকওয়ে সংস্কারকরণ।

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা/সমঝোতা স্মারক/চুক্তি এবং বৈদেশিক সফরে অর্জিত সফলতার বিবরণ :

নেত্রকোণা

গত ২০-০৮-২০১৯ তারিখে মেঘালয়ের শিলং এ ভারত (মেঘালয়)-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী (ক্লাস্টার-৯) জেলার জেলা প্রশাসক-জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে যৌথ সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে ৫২ সদস্য এবং ভারত থেকে ৩১ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলে নেত্রকোণা জেলা থেকে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, অধিনায়ক, ৩১ বিজিবি, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা, নেত্রকোণাসহ মোট ০৬ জন অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে নিম্নোক্ত বিষয়ে সফলভাবে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

ময়মনসিংহ : কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩৯৫ জন কর্মচারীকে প্রতি মাসে ০৫ ঘণ্টা করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এতে ১১,৫০,০০০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

নেত্রকোণা : ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

ময়মনসিংহ : সেটেলমেন্ট রেকর্ডরুম শাখায় না এসে সরাসরি জেলা ই-সেবা কেন্দ্র থেকে জাবেদা নকলের আবেদন জমা ও সরবরাহ করতে পারবে। দুর্নীতি প্রতিরোধের কার্যক্রম হিসাবে জাবেদা নকল ডাকযোগে সেবা গ্রহীতার কাছে পৌঁছানো হয়। জাবেদা নকলের কোর্ট ফির টাকা ব্যাংকে জমা দিতে পারবে অথবা মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে জমা দিতে পারবে। সেবা গ্রহীতা সরাসরি সেটেলমেন্ট রেকর্ডরুম শাখায় না এসে সরাসরি ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র এর মাধ্যমে জাবেদা নকলের আবেদন জমা ও সরবরাহ করতে পারবে।

নেত্রকোণা : ০৯ ডিসেম্বর ২০১৯ রোকেয়া দিবস ও আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদ্‌যাপন, স্থান-কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, নেত্রকোণা জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধসংক্রান্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সততা সংঘ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ, ২০১৯।

জামালপুর : শুদ্ধাচার চর্চার মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা আনয়ন। ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ প্রণোদনার মাধ্যমে কর্মোদ্দীপনা বৃদ্ধি করা। সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের অংশগ্রহণে ছয়মাসে একটি দুর্নীতি চিহ্নিতকরণ এবং আশু প্রতিকারসম্পর্কিত সভা আয়োজন। সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে আগত সেবা প্রার্থীদের আন্তরিকতার সঙ্গে সেবা প্রদান।

শেরপুর : সকল বিদ্যালয়ে সততা স্টোর স্থাপনের উদ্যোগ। ১০৬ (হট লাইন দুদক)-এর বহুল প্রচারণা করা হয়। দুর্নীতিবিরোধী সভা সমাবেশ আয়োজন ০৮টি। বাল্যবিবাহমুক্ত ময়মনসিংহ বিভাগ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে এ জেলায় বাল্যবিবাহ নিরোধ সেল গঠন করা হয়েছে। চোরাচালান প্রতিরোধে জনসচেতনতা তৈরি এবং মাদক ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে জনসচেতনতা তৈরি।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

ময়মনসিংহ : ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেসবুক) ও ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার, Strengthening Local Government Institution Through Reward Motivation (LG Award)-এর প্রভাবে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের সার্বিক কার্যাবলির সম্যক গতিশীলতা আনয়নসহ সেবার মানোন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ, 'Better & Efficient Office for Better Public Service Delivery' শীর্ষক মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি চালু, 'Citizen, Teacher & Administration : Together for Development' শীর্ষক গ্রাম ও শহরের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও শিক্ষার মানোন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ, E-Monitoring and Performance based Evaluation System for better service delivery (EMPES) চালু ইত্যাদি।

নেত্রকোণা : অনলাইন গণশুনানি ও গণশুনানি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার :

বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব উইমেন্স কর্নার অ্যাপস : বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের অসামান্য অবদান ও তাঁর স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন নেত্রকোণা কর্তৃক এ জেলার দুস্থ, অসহায় ও সমাজের সুবিধাবঞ্চিত নারীদের স্বাবলম্বী এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব উইমেন্স কর্নার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাই যে-কোনো নারী এই কর্নারের মাধ্যমে সাহায্যের আবেদন করলে, তা তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করা হয়। অবহেলিত নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ে সেবা প্রদান করা হয়। সরকারি স্বার্থ রক্ষায় দেওয়ানি মামলা পরিচালনায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, তদারকি জোরদারকরণ ও বিদ্যমান সমস্যাসমূহ উত্তরণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসন, নেত্রকোণা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সফটওয়্যারভিত্তিক অনলাইন সিভিল স্যুট মনিটরিং সিস্টেম নামে একটি অনলাইন সিস্টেম ডেভেলপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটি বাস্তবায়িত হলে দেওয়ানি মামলার বিবরণ, কোনো অফিসে কার নিকট পেন্ডিং আছে, মামলার পরবর্তী তারিখ, মামলার রায়, আপিল রিভিশন, উচ্চতর আদালতে মামলাটির অ্যাডভোকেট-এর নামসম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে জানা সম্ভব হবে।

সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ অনুযায়ী বিভিন্ন সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনাদায়ি অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে এটি একটি সরকারি প্রক্রিয়া। সরকারি পাওনা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট মামলা রুজু করা হয়। সার্টিফিকেট মোকদ্দমাসংক্রান্ত ডেটাবেজ প্রস্তুত, তথ্য হালনাগাদকরণ, সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি সহজীকরণ, খাতকের হয়রানি রোধ, নোটিশ/ওয়ারেন্ট তামিল নিশ্চিতকরণ ও সরকারি পাওনা আদায়ের গতি বেগবান করাই এ সফটওয়্যার তৈরির উদ্দেশ্য। বর্তমানে সনাতন পদ্ধতি করে থাকে। যার ফলে মামলার সঠিক তথ্য সময়মতো না পাওয়ার কারণে মামলার জটিলতা এবং দীর্ঘসূত্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে এসব জটিলতা দূর হবে এবং জনগণ উপকৃত হবে। প্রচলিত সিস্টেমে মন্ত্রণালয় ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ ডাক যথাসময়ে আপলোড এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে না। এর ফলে সরকারি কাজে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে এবং মানসম্মত সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য যে, প্রচলিত সিস্টেমে টাইম ফ্রেম না থাকার জন্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর হতে আগত চিঠিসমূহের উত্তর সঠিক সময়ে প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে না, ফলে কার্যালয়ের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। তাই বর্তমানে প্রচলিত নথি কার্যক্রমে একটি পরিবর্তন সূচিত হওয়া সমীচীন। এই লক্ষ্যে পেন্ডিং নথি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অফিস প্রধান ডাক ডাউন করে দেওয়ার সময় একটা সময় নির্ধারণ করে দেবেন, যাতে ঐ ডাকটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন করা সম্ভব হয়। বর্তমান সময়ে সকল খাস পুকুর এবং ভিপি সম্পত্তি বেদখল হয়ে যাচ্ছে। সেসব জায়গা সম্পর্কে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাসহ অনেক লোকজনের জানা না থাকায় বেদখল হয়ে যাচ্ছে। সেসব জায়গায় যদি সাইন বোর্ড টানানো হয় এবং গুগল ম্যাপে সংযুক্ত করা হয়, তবে সহজে লোকজন তা জানতে পারবে।

জামালপুর : জামালপুর জেলায় সাপ্তাহিক নকশিহাট চালুকরণ ও অনলাইনে বিক্রয় কার্যক্রম। সমগ্র জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন ক্লাস চালু। করোনা পরিস্থিতিতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনলাইন বাজার চালু। অনলাইন পশুর হাট স্থাপন।

শেরপুর

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- ই-নথি ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- ই-ফাইলিংবিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- কর্মচারীদের ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ অনলাইনে করা;
- জেলা পর্যায়ের সকল মিটিং জুম ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে সম্পাদন করা; এবং
- জমির পর্চার নকলের আবেদন অনলাইনে গ্রহণ।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

ময়মনসিংহ : ময়মনসিংহ কালেক্টরেট কর্মচারী কল্যাণ সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

নেত্রকোণা

- জেলা প্রশাসনের অধীন ১৭-২০তম গ্রেডের ৪৩ জন কর্মচারীকে ৬-৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ মেয়াদে অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- গোপনীয় অনুবেদন ফর্ম এবং গোপনীয় অনুবেদন অনুশাসনমালা, ২০২০ সম্পর্কে ৩১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ ৩৩ জন কর্মকর্তাকে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা হতে আগত ০৪ জন কর্মকর্তাকে ০৭-২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মেয়াদে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২১-২০২২ সম্পর্কে ৪ মে ২০২১ তারিখ ১৫ জন কর্মকর্তাকে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- জেলা প্রশাসনের অধীন ১৭-২০তম গ্রেডের ৫৫ জন কর্মচারীকে ০৭-০৯ জুন ২০২১ মেয়াদে অফিস ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- জেলা প্রশাসনের অধীন ১৩-১৬তম গ্রেডের ৬০ জন কর্মচারীকে ১৪-১৬ জুন ২০২১ মেয়াদে অফিস ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; এবং
- জেলা প্রশাসনের অধীন ১৩-১৬তম গ্রেডের ০৭ জন কর্মচারীকে আনুতোষিক ও অবসর ভাতা মঞ্জুরি প্রদান প্রদান করা হয়েছে।

জামালপুর : এ অফিসের বিভিন্ন কক্ষের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কক্ষ স্থাপন, আইসিটি ক্লাব স্থাপন ও কর্মচারীদের জন্য ক্যান্টিনের ব্যবস্থা। ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।

শেরপুর : কর্মচারীদের ডেটাবেজ কার্যক্রমসম্পন্ন, পেনশন প্রাপ্তি সহজীকরণ, নালিতাবাড়ীতে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা প্রক্ষালন কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্ম পরিবেশের উন্নয়নের জন্য অফিসের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে ফুলের টব স্থাপনসহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে বছরব্যাপী ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে থার্মাল স্ক্যানার বসিয়ে অফিসের সকল কর্মচারী এবং বহিরাগতদের তাপমাত্রা পরিমাপ করে অফিসে প্রবেশ করানো হয়। ক্ষেত্রবিশেষে পালস অক্সিমিটার দিয়ে সন্দেহজনক অসুস্থ ব্যক্তির দেহে অক্সিজেনের প্রবাহ মাত্রা যাচাই করা হয়। অফিস প্রাঙ্গণ নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে করোনাকালীন PPD মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, লিফলেট, জীবাণুনাশক বিতরণ করা হয়েছে। অফিসের প্রবেশপথে পৃথক বেসিন স্থাপন করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

ময়মনসিংহ : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম (তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা এবং তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা ইত্যাদি) : তথ্য অধিকার আইনের আওতায় এ কার্যালয়ে মোট ৩৫টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২টি আবেদনের তথ্য প্রদানে বাধ্যতামূলক না থাকায় তথ্য প্রদান করা হয়নি। তথ্য অধিকার আইনে কোনো ব্যক্তি আবেদনের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে তা জানানো হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে নান্দাইল থানার ০২টি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য নিষ্পত্তি করা হয়।

জামালপুর : মোট আবেদনের সংখ্যা=০৫টি;

সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা=০৪টি;

তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা=০টি; এবং

জেলা পর্যায়ের সকল দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন। এ ছাড়াও ০১ মাস অন্তর অন্তর ‘তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন অবেক্ষণ (Supervision) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সভা’ আয়োজন।

শেরপুর : তথ্য সরবরাহের মোট আবেদন সংখ্যা ০৬ টি;

সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা:০৬ টি;

তথ্য কমিশন বরাবর দায়ের কৃত আপিলের সংখ্যা : আপিল দায়ের হয়নি;

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

নেত্রকোণা : রোয়াইলবাড়ি পুরাকীর্তি এলাকার ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন কাজ-বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ-উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেন্দুয়া, বাস্তবায়ন অগ্রগতি-১০০%।

জামালপুর : জামালপুর জেলায় আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর ডিসি লেক ও ডিসি পার্ক স্থাপন।

শেরপুর :

- কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড হাসপাতালের জন্য তাৎক্ষণিক ১০টি বেড কিনে দেওয়া হয়েছে;
- কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড ডাক্তার ও নার্সদের আবাসনের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের হোস্টেলে মোট ৬৮টি বেড প্রস্তুত রাখা হয়েছে;
- জেলার ০৫টি উপজেলায় ০৫টি অনলাইন শপ চালু করা হয়েছে;
- সামাজিক দূরত্ব এড়াতে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক জেলার সকল মিটিং জুম অ্যাপের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি করা হচ্ছে;
- সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণে ও ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে শহরের বিভিন্ন সড়কে টহলে নিয়োজিত করা হয়েছে;
- গত রমজান মাসে ইফতারের সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা উৎসাহিত করতে অনলাইন ইফতার বাজার চালু করা হয়;
- সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণে ও ভিড় এড়াতে জনবহুল ৭০টি হাট-বাজারকে স্কুল, কলেজ ও এলাকার খোলা মাঠে স্থানান্তর করা হয়েছে।
- মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ধান কাটা কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হয়েছে এবং জেলা প্রশাসনের ৩২টি কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার দিয়ে কৃষকের ধান কাটা হয়েছে;
- জেলা প্রশাসনের হটমেইল এবং হটলাইন মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের ঘরে ঘরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়াও জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে হতদরিদ্র মানুষের কাছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উপহার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে;
- জেলা প্রশাসনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেরিত উপহার তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী, এতিম, পুরোহিত ও সুবর্ণ নাগরিকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে;
- সরকার কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন সহায়তা (প্রতি মসজিদে ৫০০০/করে টাকা প্রদান, সমতলে বসবাসরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের ২৫০০০/, সংস্কৃতিকর্মীদের ৫০০০/-, নন-এমপিও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী, মাদরাসা ও টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান) যথাসময়ে সঠিকতা যাছাই করে বিতরণ করা হয়েছে;
- শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জেলা প্রশাসন কর্তৃক হাত ধোয়ার বেসিন বসিয়ে জনসাধারণের জন্য হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- জেলার সকল পর্যটন এলাকা অনির্দিষ্টকালের জন্য জনসাধারণের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে;
- উপাসনালয়ে (মসজিদ, মন্দির, চার্চ) উপস্থিতি সীমিত করা হয়েছে। ব্যাচে প্রাইভেট পড়ানোও বন্ধ করা হয়েছে;

- জেলা প্রশাসনের নির্দেশনায় ফায়ার সার্ভিস ও পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে শেরপুর সদর ও নালিতাবাড়িতে শহরের মূল সড়কগুলোতে প্রতিদিন জীবাণুনাশক স্প্রে করা হচ্ছে;
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্বাচিত করে মনিটরিং, প্রচারণা ও ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম গতিশীল করা হয়েছে;
- করোনাভাইরাস মোকাবিলায় জেলা প্রশাসন, শেরপুর কর্তৃক লিফলেট বিতরণ, ব্যানার টাঙানো, মাইকিং, জেলা প্রশাসক, শেরপুর-এর ফেসবুক আইডি (DC Sherpur) এবং ফেসবুক পেজ (জেলা প্রশাসন, শেরপুর) এর মাধ্যমে, জেলা তথ্য বাতায়ন, বিভিন্ন সভায়, সকল মসজিদে সচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণা চালানো হচ্ছে;
- জেলা প্রশাসন কর্তৃক স্থানীয়ভাবে মাস্ক বানিয়ে বণ্টন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার কর্তৃক মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে;
- নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে;
- ঈদ-উল-ফিতরের পূর্বে মসজিদ এ ইমামদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে;
- দুস্থ শিল্পীদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে; এবং
- অনলাইন-এ কোরবানির গরু বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনো বিষয় :

নেত্রকোণা

- সীমান্ত অপরাধ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে উভয়পক্ষ এসকল বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদান এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে সম্মত হয়;
- ভারত ও বাংলাদেশের কারাগারে নিজ নিজ নাগরিকদের শাস্তির মেয়াদ শেষে হস্তান্তরের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রচলিত আইন ও কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকে সহজতর করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;
- সীমান্তবর্তী নিরস্ত্র নাগরিকদের উপর হামলার বিষয়ে আলোচনান্তে প্রাণহানি শূন্যে নামিয়ে আনার বিষয়ে উভয়পক্ষ একমত পোষণ করেন;
- সীমান্তের প্রাচীর নির্মাণের সময় অনুমোদিত ডিজাইন অনুসরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;
- নেত্রকোণা জেলার বিজয়পুর শুল্ক স্টেশনটি ভারতীয় অংশে আদালতের নিষেধাজ্ঞার জন্য ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ভারতীয় প্রতিনিধি দলের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সাউথ গারো হিলস্ ডিস্ট্রিক্ট-কে অনুরোধ করা হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নেত্রকোণা কলমাকান্দা উপজেলার রামনাথপুর এবং ভারতীয় অংশের উত্তর পাঁচগাঁও স্থানে নতুন একটি শুল্ক স্টেশন নির্মাণের উপযোগিতা খতিয়ে দেখার অনুরোধ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে উভয় দেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- সীমান্ত পিলার প্রতিস্থাপন/সংস্কার/PAK চিহ্নিত প্লেটগুলো BD/Bangladesh চিহ্নিত প্লেট দ্বারা প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নেত্রকোণা জেলার সীমান্তবর্তী ৪১৫টি পিলারে PAK চিহ্নিত প্লেটগুলো BD/Bangladesh চিহ্নিত প্লেট দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে;
- সীমান্ত হাট স্থাপনের বিষয়ে উভয় দেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এবং
- বন্যা নিয়ন্ত্রণে তথ্য ও ডেটা আদান-প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নদী দূষণ রোধে কার্যকরী বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১০.৬ খুলনা বিভাগ

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা :

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	২০২০-২০২১ অর্থবছরের সঙ্গে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের অগ্রগতির হার
চোরাচালান প্রতিরোধসংক্রান্ত আঞ্চলিক টাস্ক ফোর্স সভা আয়োজন	১২	১২	১০০%
চোরাচালান মামলা নিষ্পত্তিসংক্রান্ত মনিটরিং কমিটির সভা আয়োজন	১২	১২	১০০%
বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠান	০৬	০৬	১০০%
বিভাগীয় কোর কমিটির সভা আয়োজন	০৪	০২	৫০%
গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রদান (সাধারণ উন্নয়ন খাতে)	নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রদান	-	১০০%
সরকারি যোগাযোগের ক্ষেত্রে ই-মেইলের ব্যবহার	১০০%	-	১০০%
মুজিববর্ষে কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক জেলা পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	প্রতিমাসে প্রেরণ	-	১০০%
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন	০২	০১	৫০%
জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক সভা	০৪	০৪	১০০%
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের বাস্তবায়নসংক্রান্ত বিভাগীয় কমিটির সভা	০৬	০৬	১০০%
বিভাগীয় রাজস্ব সম্মেলন	১২	১২	১০০%
আশ্রয়ণ প্রকল্পসংক্রান্ত	১২	১২	১০০%
সহকারী কমিশনার (ভূমি)-দের জন্য স্ব-মূল্যায়ন কর্মশালা আয়োজন	০২	০২	১০০%
ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন	০৪	০৩	৭৫%
কর্মরত কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণসংক্রান্ত কর্মসূচি	১২	০৯	৭৫%
জেলা প্রশাসকগণের মাসিক প্রশাসনিক সভা	১২	১২	১০০%
উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের কর্মতৎপরতা স্ব-মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন	০২	০২	১০০%

২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

২০২১-২০২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা
চোরাচালান প্রতিরোধসংক্রান্ত আঞ্চলিক টাস্ক ফোর্স সভা আয়োজন	১২
চোরাচালান মামলা নিষ্পত্তিসংক্রান্ত মনিটরিং কমিটির সভা আয়োজন	১২
বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠান	০৬
সরকারি যোগাযোগের ক্ষেত্রে ই-মেইলের ব্যবহার	১০০%
গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রদান (সাধারণ উন্নয়ন খাত)	নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রদান
মুজিববর্ষে কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক জেলা পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	প্রতিমাসে প্রেরণ
জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক সভা	০৪
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের বাস্তবায়নসংক্রান্ত বিভাগীয় কমিটির সভা	০৬
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে বাস্তবায়নাধীন বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত) শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভাগীয় কমিটির সভাসংক্রান্ত	০৪
জেলা প্রশাসকগণের মাসিক প্রশাসনিক সভা	১২
উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের কর্মতৎপরতা স্ব-মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন	০২

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বিভাগীয় পর্যায়ে একটি কমিটি আছে। এ কমিটির সদস্য-সচিব বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী বছরে ৪টি সভার আয়োজন করেন। অতঃপর এসডিজির ১০টি জেলার ১০টি এবং ৫৯টি উপজেলার ৫৯টি সূচক নিধারণ করা হয়েছে।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

- জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা প্রদান, ই-নথি বাস্তবায়ন, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি, অনলাইনে ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠান, আবেদন গ্রহণ ও সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে সভা ও মেলার আয়োজন;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনার আওতায় অভিযোগ নিষ্পত্তি; এবং
- সরকারি নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে অধীন দপ্তরসমূহকে নির্দেশনা প্রদান ও অগ্রগতি তদারকিকরণ।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় নির্দেশনা 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স' বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ কার্যালয় হতে এ বিভাগের সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্রালাপ করা হয়েছে এবং বিষয়টি মনিটরিং করা হচ্ছে। এ ছাড়া, দুর্নীতি প্রতিরোধে আলোচনা সভা, সেমিনারসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক চাকরি আপিল মামলার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভিন্ন জেলায় ইনোভেশন প্রকল্পগুলো চালু রাখার জন্য প্রতিমাসে যে-কোনো জেলায় ইনোভেশন প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়।

বিভাগের অধীন বিভিন্ন জেলায় চলমান ইনোভেশন প্রকল্পগুলো জেলা প্রশাসকগণ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ তদারকি করেন। জেলা পর্যায়ে ইনোভেশন প্রকল্পগুলো চালু রাখা ও উপজেলা পর্যায়ে নতুন প্রকল্প গ্রহণের জন্য অন্যান্য কর্মকর্তার উদ্বুদ্ধ করা হয়। খুলনা বিভাগের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের উদ্ভাবকদের ইনোভেশন সম্পর্কে সক্রিয় থাকার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডিজিটাল পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাজিরা গ্রহণ করা হচ্ছে;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বছরে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে;
- শ্রেষ্ঠ ই-নথি ব্যবহারকারী নির্বাচন ও পুরস্কার প্রদান; এবং
- স্টাফ সভার মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত সমস্যা শোনা, সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা এবং বিভিন্ন কল্যাণকর বিষয়ে আলোচনা করা। কর্মচারীদের কল্যাণে পি. আর. এল. ছুটি মঞ্জুর ও দ্রুত পেনশন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : তথ্য সরবরাহের মোট আবেদন ০৩টি, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা-০১টি; এবং তথ্য অধিকার আইনে তথ্য সরবরাহ করার জন্য তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনো বিষয় :

- বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা-এর অফিস ভবনসহ কনফারেন্স হল নির্মাণ কার্যক্রম চলমান; এবং
- এ কার্যালয়ে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

মেহেরপুর

২০২০-২১ অর্থবছরসংক্রান্ত কার্যাবলি :

- কর ব্যতীত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ১৭,৮৫,৬০০.০০ (সতেরো লক্ষ পঁচাশি হাজার ছয়শত) টাকা;
- ০৪ (চার) জন কর্মচারীকে পেনশন প্রদান করা হয়েছে;
- কালেক্টরেটের লাইব্রেরির জন্য ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকার বই ক্রয় করা হয়েছে;
- ৩৫ (পয়ত্রিশ) জন কর্মচারীর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- বাৎসরিক ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণের আওতায় ১৫ জন কর্মকর্তা এবং ১১০ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ৪৯ (উনপঞ্চাশ) জন কর্মচারীকে ভূমি ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং সাধারণ প্রশাসন ও ই-মোবাইল কোর্টে নথি ব্যবস্থাপনাবিষয়ক ০৩ (তিন) দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ই-সার্ভিস ও কম্পিউটার বিষয়ে পর্যায়ক্রমে সকল কর্মচারীকে ০৮ (আট) দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- এ জেলায় ১৩৬ জন ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে; এবং
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে দুস্থ ও কর্মহীন মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা :

- প্রত্যেক কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান-এর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- অনলাইনভিত্তিক নথি ব্যবস্থাপনা এবং কার্যক্রম;
- ই-সার্ভিসের মাধ্যমে শতভাগ নথি নিষ্পত্তিকরণ; এবং
- মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

শিক্ষিত যুবক-যুবতিদের কর্মসংস্থানে সুযোগ : এ জেলায় ১৫ জন বেকার যুবকদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ও লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ২৫ জন বেকার যুবতিদের নকশি কাঁথা তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২৫ জন বেকার যুবকদের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজ ওয়ারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ৪০ জন বেকার যুবতিকে নিরাপদ প্রসব (ধাত্রী) বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান।

গ্রামে বহুতল ভবন নির্মাণ করে আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ ঠিক রাখা : এ জেলায় গ্রামে বহুতল ভবন নির্মাণ করে আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ ঠিক রাখার বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা চলমান।

সমবায়ভিত্তিক কৃষি শিল্পের সংখ্যা উন্নীতকরণ : কৃষি শিল্প কারখানার স্থান নির্বাচন, সমবায়ভিত্তিক শিল্প কারখানার নীতিমালা নির্ধারণ, বিনিয়োগে ব্যবসায়ীদের আকৃষ্ট করা, প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে পরিচালনা পর্ষদ গঠন, উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণসম্পর্কিত প্রচার-প্রচারণা ও কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা/সমঝোতা স্মারক/চুক্তি এবং বৈদেশিক সফরে অর্জিত সফলতার বিবরণ :

- সীমান্ত এলাকাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, চুরি, ডাকাতি ও অন্যান্য ক্রিমিনাল প্রতিরোধ;
- সীমান্ত এলাকাগুলোতে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশি নাগরিককে হত্যা বন্ধ;
- মানব পাচার, অবৈধ অনুপ্রবেশ, নেশাজাত দ্রব্য, আগ্নেয়াস্ত্র, গবাদি পশু ইত্যাদির চোরাচালান প্রতিরোধে ভারতের সঙ্গে সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা; এবং
- বর্ডার হাট, বিট, খাটাল ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ : কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবের আধুনিকীকরণ ও সম্মেলন কক্ষ যুগোপযোগীকরণ।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- তদন্ত কমিটি গঠন করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও দণ্ড প্রদান;
- অযাচিত আগন্তকদের আগমন এবং উদ্দেশ্যসংক্রান্ত বিষয়ে রেজিস্টার বই সংরক্ষণ; এবং
- জেলা দুর্নীতি দমন কমিটির সদস্যদের কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম : ২০২০-২১ অর্থবছরে ০৩টি ইনোভেশন আইডিয়া বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে; এবং ই-নথির মাধ্যমে শতভাগ পত্র গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : মোট আবেদনের সংখ্যা ০৩টি। সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা ০৩টি এবং তথ্য কমিশন বরাবর কোনো আপিল দায়ের করা হয়নি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- খননকৃত ভৈরব নদীর উভয় তীরে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম;
- মুক্ত জলাশয়গুলোতে ও ভৈরব নদীতে মৎস্য অবমুক্তকরণ ও অভয়াশ্রম ঘোষণা;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়নে তাদেরকে সেলাই মেশিন, কাপড় বুননের সুতা, ছাগল ও ভেড়া এবং গবাদি পশু প্রদান;
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ;
- ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন ও তাদের কর্মসংস্থানের পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং
- মেহেরপুর সদর উপজেলায় আমঝুপি ও গাংনী উপজেলায় ভাটপাড়া নীলকুঠিতে ডিসি ইকোপার্ক স্থাপন।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনো বিষয় :

- ওয়ান স্টপ সার্ভিস-এর কার্যক্রম হিসাবে জেলা রেকর্ডরুম হতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমির সার্টিফাইড কপি (পর্চা) সরবরাহকরণ;
- ই-সার্ভিসের মাধ্যমে সকল প্রকার আবেদনপত্র/পত্র গ্রহণ ও নথি ব্যবস্থা কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;
- ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে জনগণের সেবা প্রদান;
- তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক তথ্য সরবরাহকরণ;
- জেলা তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে সকল প্রকার তথ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থাকরণ;
- মোবাইল ভূমি সেবা প্রদান; এবং
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসংক্রান্ত কার্যক্রম।

ঝিনাইদহ

২০২০-২০২১ অর্থবছরসংক্রান্ত কার্যাবলি :

বিবরণ	বাস্তবায়ন
ভূমি উন্নয়ন কর	ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ ৭,০৭,৪৭,৯৭৫/-টাকা আদায় হয়েছে। বিগত বছরে আদায় হয়েছিল ৬,৯৫,৯৯,১৩৪/-টাকা। বিগত বছরের তুলনায় এ বছর বেশি আদায় হয়েছে।
নামজারি মামলা নিষ্পত্তি	নামজারি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে ২৬,০৬৩টি। পূর্ববর্তী বছরে নিষ্পত্তি হয়েছিল ১৬,৭৪২টি।
ভিপি আদায় হয়েছে	ভিপি আদায় হয়েছে ৩০,৩৯,৭০৬/-টাকা। বিগত বছরে আদায় হয়েছিল ১১,২৯,৭৫৬/-টাকা। বিগত বছরের তুলনায় এ বছর বেশি আদায় হয়েছে।
সায়রাত মহাল ইজারা প্রদান করে আদায়	সায়রাত মহাল ইজারা প্রদান করে আদায় হয়েছে ১,৮৬,০৫,২৭৬/- টাকা। বিগত বছরে ১,৫৪,০৭,২৭২/- টাকায় ইজারা হয়। এ বছর ০২টি সায়রাত মহাল ইজারা প্রদানের কার্যক্রম চলমান।
উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন	উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দর্শন ২০টি। বিগত অর্থবছরেও একই সংখ্যক কার্যক্রম দর্শন করা হয়।
ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয় ১২টি। বিগত অর্থবছরে ২০টি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়।
দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা	শতভাগ দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা তাৎক্ষণিক পরিদর্শন করা হয়েছে।

বিবরণ	বাস্তবায়ন
জি আর প্রদান	২০২০-২১ অর্থবছরে ২৩০.০০০ মে.টন এবং ৫,৬৩,৩৩,৫০০/- টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। খাদ্য শস্য বিগত বছরের তুলনায় কম। ৫,৩১,৭৫,০০০/- টাকা নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।
ভিজিএফ প্রদান	২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১০১৯.৭৩ মে. টন এবং ৪,৫৮,৮৭,৮৫০/-টাকা অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে এবং সব বিতরণ করা হয়েছে।
টেস্ট রিলিফ প্রদান	২০২০-২১ অর্থবছরে ১৫,১৪,৩৮,৬৪৯.১৬/-টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে, যা ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
মোবাইল কোর্ট পরিচালনা	২০২০-২১ অর্থবছরে ৯৩৭টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। জরিমানা আদায় হয়েছে ৩২,৫৭,৪৫৫/-টাকা। গত অর্থবছরে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছিল ৭৪২টি। এ বছর প্রায় ২৬.২৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।
বাল্যবিবাহ	বাল্যবিবাহ রোধে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সভা ও কার্যক্রম চলমান।
সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে	সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে ১০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বি.সি.এস.(প্রশাসন)শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের ৩৭তম ব্যাচের ০৫ জন সহকারী কমিশনারকে ১৮০ দিনের ইনসার্ভিস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে সনদ বিতরণ করা হয়েছে। ৩৮তম ব্যাচের ৩ জন কর্মকর্তার ইনসার্ভিস প্রশিক্ষণ চলমান।
জেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	২০২০-২১ অর্থবছরে করোনাভাইরাসের কারণে জেলা প্রশাসনে কর্মরত ১৬৯ জন কর্মচারীকে বাৎসরিক ৬০ ঘণ্টার মধ্যে ০৬ মাসে ৩০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
আইসিটি ব্যবহার নিশ্চিত করা	জেলা প্রশাসনে কর্মরত শতভাগ কর্মচারীর আইসিটি ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।
নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়	চলতি অর্থবছরে নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায় হয়েছে ১,২১,৩৬,২৭৭/-টাকা। বিগত অর্থবছরে ১,৬৬,৩১,৬৯৬/-টাকা আদায় হয়েছিল। করোনাভাইরাসের কারণে গত বছরের তুলনায় এ বছর কম আদায় হয়েছে।
মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু	৪৬৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৯১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু করা হয়েছে। প্রায় ৮৩% শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাল্টিমিডিয়ার আওতায় এসেছে।
ভূমি সেবার উন্নয়নে পর্চাসমূহ আর্কাইভ করা	ভূমি সেবার উন্নয়নে সকল জমির পর্চাসমূহ ডিজিটাল আর্কাইভ করা হয়েছে।
সেবাপ্রত্যাশীর শুনানি গ্রহণ	২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৮১ দিনে ২৯২৪ জন সেবাপ্রত্যাশীর শুনানি গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
এনজিওদের কার্যক্রম	এনজিওদের কার্যক্রম তদারকি ও প্রতিমাসে সমন্বয় সভার আলোচনার মাধ্যমে, এনজিও কার্যক্রমের ওভারল্যাপিং প্রতিরোধে কর্মক্ষেত্র নির্ধারণে মতামত প্রদান এবং এনজিওদের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থের পরিবীক্ষণ ও উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম নিয়মিত পরিদর্শন/দর্শন করা হয়।
সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ	প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা প্রদান, জেলা তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি অব্যাহত আছে।
নিরাপত্তাসংক্রান্ত কার্যাবলি	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসিসম্পর্কিত যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাপূর্বক জনজীবনে স্বস্তি আনয়ন এবং ভিভিআইপিদের নিরাপত্তাসংক্রান্ত কার্যাবলি চলমান।
এপিএ স্বাক্ষরিত	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এপিএ স্বাক্ষরিত এবং সফলভাবে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বিবরণ	বাস্তবায়ন
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনার আওতায় অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এ বছর ০২ জন কর্মকর্তা ও ০২ জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।
মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে একটি মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া জেলা/উপজেলা পর্যায়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতে মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠা	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একটি করে বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্রসমূহের নিরাপত্তা বিধান	প্রশ্নপত্র সংরক্ষণ স্থান এবং উল্লেখযোগ্য পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্রসমূহে সিসিটিভি সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
খতিয়ান সংস্কার ও সংরক্ষণ	এস এ খতিয়ান সংস্কার ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে। সকল সিএস খতিয়ান ও ম্যাপ আর্কাইভ করা হয়েছে।
ভূমি সেবায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	ভূমি ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়নের জন্য অনলাইনভিত্তিক নামজারিসহ অন্যান্য কার্যক্রমে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।
ভূমি অফিসে পাবলিক টয়লেট	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে।
করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবিলায় সরকারি সহায়তা প্রদান	করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রার্দুভাবের কারণে ঝিনাইদহ জেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৬,৬৭,৬২০টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং ৫,৩১,৭৫,০০০/- টাকা নগদ প্রদান করা হয়েছে।
ওয়াশকর্নার স্থাপন	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য পৃথক ওয়াশকর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওয়েবসাইট চালুকরণ	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের ৪৬৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩০৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল হাজিরা সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ৫০টি প্রতিষ্ঠানে ওয়েবসাইট চালু আছে এবং ৭৬টি প্রতিষ্ঠানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

বিবরণ	বাস্তবায়ন
স্টেডিয়াম আধুনিকীকরণ	জেলা স্টেডিয়াম আধুনিকীকরণ।
শিক্ষার্থীদের জন্য হেলথকার্ড	শিক্ষার্থীদের জন্য হেলথকার্ড চালুকরণ।
সকল মাদ্রাসায় 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' স্থাপন	শিক্ষার্থীদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার জন্য সকল মাদ্রাসায় 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' স্থাপন।
ভূমিহীনদের ডেটাবেজ	প্রকৃত ভূমিহীনদের ডেটাবেজ প্রস্তুত করা।
নদী ব্যবস্থাপনা	নবগঙ্গা নদী খনন এবং নদীর জমি অবৈধ দখল মুক্তকরণ করা। ইতোমধ্যে এর জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
ডে-কেয়ার সেন্টার চালু	কর্মজীবী মায়েদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা।
ব্লাড সেন্টার স্থাপন	ঝিনাইদহ জেলায় একটি ব্লাড সেন্টার স্থাপন করা।
নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন	নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করা হবে।
মৎস্য অভয়াশ্রম	ঝিনাইদহ জেলায় মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হবে।

বিবরণ	বাস্তবায়ন
মসজিদের ইমামদের ডেটাবেজ	জেলার সকল মসজিদের ইমামদের ডেটাবেজ প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করা হবে। তাঁদের সঙ্গে মাঝে মাঝে মতবিনিময় সভা করা হবে।
বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	জেলার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা।
সফটওয়্যারের মাধ্যমে মামলার আবেদন	সফটওয়্যারের মাধ্যমে নামজারি মামলায় আবেদনকারীকে মামলার তারিখ এবং অনুমোদনের পর ডিসিআর-এর খরচ জানানো হবে।
অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ	খাস জমি (কৃষি-অকৃষি), অর্পিত সম্পত্তি, ওয়াকফ ও দেবোত্তর সম্পত্তির ডেটাবেজ প্রস্তুতকরণ এবং পর্যায়ক্রমে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ।
ভূমি সেবা সহজীকরণ	ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করে ভূমি মালিকদের মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে তা জানানো এবং Online Land Tax Assessment & Collection System চালুকরণ।
ই-মোবাইল কোর্ট	ই-মোবাইল কোর্ট সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন ও পরিচালনা অব্যাহত রাখা হবে।
ভূমি সেবায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	ভূমি ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়নের জন্য অনলাইনভিত্তিক নামজারিসহ অন্যান্য কার্যক্রমে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
ভূমির কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করা	সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ই-নামজারি পদ্ধতি চালুকরণ এবং বাজেটের সকল প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশন করা।
ভূমি অফিসের নেটওয়ার্কিং স্থাপন	ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল উপজেলা ভূমি অফিসের নেটওয়ার্কিং স্থাপন করাসহ অটোমেশন সিস্টেম চালুকরণ।
খাস জমি বন্দোবস্ত	অবৈধ দখলকৃত সরকারি খাস জমি উদ্ধারসহ ভূমিহীনদের মাঝে যথাযথভাবে খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান ও ব্যবহারভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন করের দাবি প্রস্তুত কার্যক্রম সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করা।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- দুদকে স্থাপিত হটলাইন নম্বর ১০৬ (টোল ফ্রি) তথ্য বাতায়নে সংযুক্তকরণ এবং তা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবহিতকরণ;
- কালেক্টরেট ভবনের সামনে উন্মুক্ত স্থানে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সততা স্টোর স্থাপন;
- প্রতিটি দপ্তরে নৈতিকতা কমিটি গঠন;
- শতভাগ কর্মকর্তা কর্মচারীদের সম্পদ বিবরণী গ্রহণ;
- ই-টেন্ডার/ই-জিপি-এর মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন;
- নিয়মিত গণশুনানির আয়োজন;
- রেকর্ডরুম, বিআরটিএ ও পাসপোর্ট অফিস দালালমুক্তকরণ;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলসংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ০২ জন কর্মকর্তা এবং ০২ জন কর্মচারীকে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম : এ জেলায় মোট ২০টি ইনোভেশন কার্যক্রম চলমান। তন্মধ্যে ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় ০৯টি ইনোভেশন কার্যক্রম চলছে। ইনোভেশন কার্যক্রম ইতোমধ্যে ৫০% থেকে ৯০% শেষ হয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য ইনোভেশন কার্যক্রমগুলো তুলে ধরা হলো :

ক্রমিক	উদ্ভাবনের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থার নাম	বাস্তবায়ন শুরু/শুরুর সম্ভাব্য তারিখ	প্রত্যাশিত ফলাফল	উপকারভোগী
০১	**'দেশীয় প্রজাতির বিভিন্ন বিলুপ্তপ্রায় পাখিকে সংরক্ষণে প্রাকৃতিক অভয়ারণ্য তৈরি, তাদের বাসস্থান স্থাপন ও বিভিন্ন দুর্যোগ হতে রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ'** দেশীয় প্রজাতির বিভিন্ন বিলুপ্তপ্রায় পাখিকে সংরক্ষণে প্রাকৃতিক অভয়ারণ্য তৈরি, তাদের বাসস্থান স্থাপন ও বিভিন্ন দুর্যোগ হতে রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে পাখি মৃত্যুর হার রোধ করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।	মোঃ মজিবর রহমান জেলা প্রশাসক ঝিনাইদহ	১০.০৩.২০২১	দেশীয় প্রজাতির বিভিন্ন বিলুপ্তপ্রায় পাখিকে সংরক্ষণে প্রাকৃতিক অভয়ারণ্য তৈরি, তাদের বাসস্থান স্থাপন ও বিভিন্ন দুর্যোগ হতে রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।	বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিবেশ
০৩	**'ডায়লগ উইথ ইউথস ভিশন-২০২১ ও ২০৪১'** বর্তমান প্রজন্ম ২০২১ ও ২০৪১ খ্রিষ্টাব্দে কেমন বাংলাদেশ দেখতে চায় এবং তাদের করণীয় বিষয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সম্যক ধারণা গ্রহণের জন্যই এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।	মোঃ মজিবর রহমান জেলা প্রশাসক ঝিনাইদহ	১০.০৩.২০২১	২০৪১ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান প্রজন্ম কেমন বাংলাদেশ দেখতে চায় এবং তাদের করণীয় বিষয়ে সম্যক ধারণার লাভ	ভবিষ্যৎ প্রজন্ম
০৪	**'আত্মহত্যা প্রবণতা প্রতিরোধ করি, সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ি'** ঝিনাইদহ জেলায় আত্মহত্যা প্রবণতা বেশি। মাসে গড়ে ২৫টি আত্মতহ্যার ঘটনা ঘটে থাকে। সচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে আত্মহত্যাবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে, যা প্রদর্শনের অপেক্ষায় রয়েছে।	মোঃ মজিবর রহমান জেলা প্রশাসক ঝিনাইদহ	১০.০৩.২০২১	সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মহত্যার হাত হতে জনগণকে রক্ষার জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।	সাধারণ জনগণ

ক্রমিক	উদ্ভাবনের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থার নাম	বাস্তবায়ন শুরু/শুরুর সম্ভাব্য তারিখ	প্রত্যাশিত ফলাফল	উপকারভোগী
০৬	**'ডিজিটাল মাধ্যমে শুনানি গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি'** অধিকাংশ সময়ে অভিযোগকারীকে অভিযোগ দাখিল ও শুনানিতে অংশগ্রহণের জন্য একাধিকবার অফিসে আসতে হয়। অভিযুক্তকে অফিসে এসে শুনানিতে অংশ নিতে হয়। অনেক সময় ব্যস্ততার কারণে অনেক অভিযোগকারী শুনানিতে অংশ নিতে ব্যর্থ হন। অভিযোগকারী ভিন্ন জেলার হলে সমস্যাটি আরও প্রকট আকার ধারণ করে। ফলে অভিযোগ খারিজ হয়ে যায় এবং অভিযোগকারীর ভোক্তা হিসাবে অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। অনেক সময় অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান সময়মত উপস্থিত হতে পারেন না, যা অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। পাশাপাশি কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিষয়টি বিবেচনা করে অধিক লোককে একত্রিত না করা।	সুচন্দন মন্ডল সহকারী পরিচালক জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, ঝিনাইদহ	০৫.০৪.২০২১	ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে শুনানিতে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া।	সকল শ্রেণির সেবা গ্রহীতারা উপকৃত হবেন।
০৭	**'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল-এর প্রতিকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ'** কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদ অভ্যন্তরে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালের সম্মুখে ফ্লোর টাইলস বসানো, এস এস পাইপ দিয়ে বেষ্টনী তৈরি করা। জাতির পিতার ম্যুরাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দুইটি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।	আসাদুজ্জামান রিপন উপজেলা নির্বাহী অফিসার কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ	১ ডিসেম্বর ২০২০	উপজেলা পরিষদ ও জাতির পিতার ম্যুরালের সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং নতুন প্রজন্মের কাছে জাতির পিতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে ইমেজ/ভাবমূর্তি সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।	কোটচাঁদপুর উপজেলার সমগ্র জনগণ
০৮	**'শিক্ষণবান্ধব পরিবেশসম্মত শ্রেণি কক্ষ প্রস্তুত করতে মাল্টিমিডিয়া সেট ও স্মার্টটিভির মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা'** স্কুলের নিজস্ব ডায়ানামিক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্কুল ব্যবস্থাপনা, যেমন, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়মিত হাজিরা, ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল, Payment, Account, Salary, নোটিশ, রুটিন, ই-লাইব্রেরি, মিডিয়া কর্নার, Class attendance, sms ইত্যাদি বিষয় নিয়মিত আপলোড ও পরিচালনা করা।	মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক, হাট বারবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় কালীগঞ্জ,ঝিনাইদহ	প্রকল্পটি ০১.১০.২০১৯ শুরু হলেও covid-১৯-এর কারণে প্রকল্পটি বর্তমানে স্থগিত আছে।	শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব দানের সক্ষমতা, বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদের ICT ব্যবহারের দক্ষতা, ইংরেজি ব্যবহার করার দক্ষতা, নিয়মিত উপস্থিতি, নৈতিক মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়ে World standard quality অর্জন করতে সক্ষম হবে।	স্কুলের শিক্ষার্থী

ক্রমিক	উদ্ভাবনের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থার নাম	বাস্তবায়ন শুরু/শুরুর সম্ভাব্য তারিখ	প্রত্যাশিত ফলাফল	উপকারভোগী
০৯	**‘পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অভয়ারণ্য স্থাপন’** ইদানীং অনেক পত্রপত্রিকা থেকে শুরু করে বিভন্ন টক শো-তে শোনা যায় এবং বাস্তবেও দেখা যায় আগের দিনের অনেক প্রাণি আজকাল আর দেখা যায় না, যেমন, বেজি, পেঁচা, গুইসাপ, কাঠবিড়ালি ইত্যাদি, বা দেখা গেলেও খুবই কম। সকল প্রাণিই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রতিটি উপজেলাতেই খুঁজলে কিছু খাস জমি পাওয়া যাবে। ঐ জায়গাগুলো যদি পিলার এবং তারকাঁটা দিয়ে ঘিরে রাখা যায়, কোনো প্রবেশ পথ না থাকে, তাহলে প্রাকৃতিকভাবেই কিছু না কিছু প্রাণি সেখানে বাসা বাঁধবে এবং বংশবৃদ্ধি করবে, যা পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।	মো : হাফিজ হাসান, উপজেলা কৃষি অফিসার, হরিণাকুন্ডু, ঝিনাইদহ	০১.০৬.২০২১	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় হারিয়ে যাওয়া প্রাণিগুলোকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।	আগামীর প্রজন্ম
১০	**‘সততা স্টোর’** মহেশপুর উপজেলার ১০টি স্কুলে সততা স্টোর গঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা বিষয়ে শিক্ষা প্রদানসহ আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।	মোঃ আমজাদ হোসেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, মহেশপুর ঝিনাইদহ	জুলাই ২০১৯	অর্জিত ৩০%	সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক/ কর্মচারীবৃন্দ
১১	**‘ওয়ার্ডভিত্তিক একটি গ্রাম সৃজন করে প্রত্যেকটি বিভাগের সমন্বয়ে স্বনির্ভর গ্রাম হিসাবে গড়ে তোলা’** ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পাগলাকানাই ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ড বেড়বাড়ি গ্রাম নিয়ে নামক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।	আব্দুল হাই সিদ্দিক উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার ঝিনাইদহ সদর ঝিনাইদহ	জুলাই ২০২০	নির্বাচিত গ্রামের সকল কর্মক্ষম ব্যক্তিকে দাপ্তরিক সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা এবং আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতকরণের মাধ্যমে গ্রামটিকে স্বনির্ভর করা	এই গ্রামের অধিবাসীগণ
১২	**‘দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীদের মাঝে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ’** প্রসূতি মায়েরা স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার না করায় নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হয় ও মাতৃ মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়। এ সমস্যা প্রতিরোধে এই উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।	রেশমা খানম উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার শৈলকুপা ঝিনাইদহ	০৬-১২-২০২০	সন্তোষজনক	উপজেলাধীন সকল দুস্থ ও অনগ্রসর মায়েরা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : আবেদনের সংখ্যা-১৭টি এবং সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা ১৭টি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- মুজিব জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ভূমিহীন ও গৃহহীন 'ক' শ্রেণির ৫৯৩টি পরিবারের প্রত্যেককে ০২ শতক করে জমি এবং উক্ত জমির উপর পাকা ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।
- করোনাভাইরাসে আক্রান্তের হার নিয়ন্ত্রণ, মৃত্যুর হার কম রাখা এবং মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ মানবিক সহায়তা প্রদানসহ সদর হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন এবং অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ও হাইফ্লো নজেল জোগাড় করা হয়েছে।
- জাতীয় বিভিন্ন উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য ও কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসন কর্তৃক সমৃদ্ধির সোপানে ঝিনাইদহ; রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ ও রূপকল্প ২০৪১ শীর্ষক পরিকল্পনা দলিল প্রকাশ করা হয়েছে।
- মুজিব জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম কী ভাবছেন সেইসব ভাবনাগুলো জানতেই 'প্রজন্মের ভাবনায় বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের স্থানভিত্তিক অনন্য বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ 'জেলা ব্রান্ডিং ও জেলা ব্র্যান্ডবুক' প্রকাশনা। 'কলা আর পান, ঝিনাইদহের প্রাণ'-এই ট্যাগলাইন নিয়ে ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঝিনাইদহ জেলার ব্র্যান্ডবুক প্রকাশিত হয়। ঝিনাইদহ জেলাকে সারাদেশ তথা সারাবিশ্বে পরিচিত করে তুলতে ঝিনাইদহ জেলা ব্র্যান্ডবুক ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। ইতোমধ্যে ব্র্যান্ডবুকের ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।
- ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসনের প্রধান গেটে ম্যুরালের মাধ্যমে ১৯৫২ ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনো বিষয় : ই-মোবাইল কোর্ট সফলভাবে পরিচালনার জন্য ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রশংসাপত্র অর্জন করেছে। ভূমিসেবা সহজ ও আধুনিকায়ন করতে গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ। বর্তমানে ঘরে বসেই করা যায় ভূমির পর্চার আবেদন। ভূমিসেবা উন্নয়নে জমির পর্চাসমূহ ডিজিটালি আর্কাইভ করা হয়েছে। ঝিনাইদহ জেলা ও জেলাবাসীর উন্নয়নে জেলা প্রশাসন ঝিনাইদহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অনলাইনে নামজারিসহ ভূমিসংক্রান্ত নানাবিধ কর্মকাণ্ড দ্রুত সম্পন্ন করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ের নানাবিধ সরকারি কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও তদারকির জন্য প্রাপ্ত বরাদ্দ অপ্রতুল থাকায় অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনার যথার্থ বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না।

কুষ্টিয়া

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- কুষ্টিয়া জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ;
- কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং বাসভবনে গার্ডেন লাইট স্থাপন;
- কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সামনের দুটি পুকুর (জোড়া পুকুর) কে কেন্দ্র করে সৌন্দর্য বর্ধন কার্যক্রম তথা ডিসি পার্ক নির্মাণ;
- কুষ্টিয়া ক্লাব ও লেডিস ক্লাবের সংস্কার;
- জেলা প্রশাসকের ফেসবুকের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সীমানা প্রাচীর ও গেটনির্মাণ;
- জেলা পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ বাস্তবায়ন, পুরস্কার প্রদান ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ;
- কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মুখে বঙ্গবন্ধু মঞ্চ নির্মাণ;
- কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন; এবং
- মুজিববর্ষের উপহার হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গৃহহীনদের মাঝে ৫০২টি গৃহ হস্তান্তর।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- গেজেটেড কর্মকর্তাদের ডরমিটরি ভবন নির্মাণ;
- কুষ্টিয়া জেলায় নন গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ডরমিটরি ভবন নির্মাণ;
- কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নিচ তলায় গ্রিল দিয়ে নিরাপত্তা বেষ্টনী স্থাপন;
- কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের বাসভবনে গ্যারেজ কাম পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ;
- কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের বাসভবনের পুকুরের চারপাশের গাইড ওয়াল নির্মাণ;
- কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের পিছনের অংশে ফলজ বৃক্ষরোপণ;
- জেলা পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ;
- প্রশাসকের কার্যালয়ের সোশ্যাল মিডিয়াসহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসংক্রান্ত সকল কার্যক্রম গ্রহণ;
- রাজস্ব প্রশাসনের কার্যক্রম আরও গতিশীল ও বেগবান করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং
- ই-নামজারি এবং অন দ্য স্পট নামজারির মাধ্যমে জনগণকে দ্রুত সেবা প্রদান।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- কোরবানির পশু ক্রয়-বিক্রয় অনলাইনে সম্পন্ন করার সুবিধার জন্য ফেসবুক পেজ ও ওয়েবসাইট তৈরি করে অনলাইনে কোরবানির পশু কেনাবেচার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- ই-নথির কার্যক্রম চলমান এবং নথির বিষয়ে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হয়েছে; এবং
- কুষ্টিয়া জেলায় বর্তমানে ৩৬টি ইনোভেশন কার্যক্রম ২০২০-২১ অর্থবছরে শোকেসিং-এর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

২০২০-২১ অর্থবছরে জেলা প্রশাসন হতে বেসামরিক প্রশাসনের চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ১৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মাঝে ১,০৪,০০,০০০/- (এক কোটি চার লক্ষ) টাকার চেক বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে ০৭ জনের মাঝে ২,২০,০০০/-(দুই লক্ষ বিশ হাজার) টাকার চেক বিতরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের ২০৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বছরে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণসহ ই-নথি ও আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যেসকল কর্মকর্তা/কর্মচারী কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের 'প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা উপহার' প্রেরণ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : কুষ্টিয়া জেলায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে জেলায় মোট ১১টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে। ইতোমধ্যে ০৭টি তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

নড়াইল

২০২১-২২ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- অসহায় ও আশ্রয়হীনদের জন্য শান্তি নিবাস নির্মাণ; অগ্রগতি : ২০% (জমির সংস্থান করা হয়েছে। প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়নি);
- নড়াইল চিত্রা নদীর পাড়ে হাট বাড়িয়া জমিদার বাড়িতে 'হাট বাড়িয়া জমিদার বাড়ি ডিসি পার্ক নির্মাণ'; অগ্রগতি : ৪৫%;
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন; অগ্রগতি : ৯৬%;
- 'আমার গ্রাম আমার শহর' এ স্লোগানকে সামনে রেখে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ; অগ্রগতি : ২৫%;

- প্রাপ্ত ডাক শতভাগ ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকরণ ও নিষ্পত্তিকরণ; অগ্রগতি : ১০০%;
- ভিক্ষুকমুক্ত কার্যক্রম টেকসইকরণ; অগ্রগতি ৬৫%;
- জেলার সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডে-কেয়ার সেণ্টার স্থাপন; অগ্রগতি : ২০%;
- জেলার ভূমি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কর্মচারীকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান; অগ্রগতি : ৯০%;
- জেলার অন্তর্গত খাস পুকুরসমূহের তালিকা প্রণয়ন ও সংস্কার; অগ্রগতি : ৪০%;
- নড়াইল সদর উপজেলা ভূমি অফিসের মিউটেশনসহ অন্যান্য আবেদন অনলাইনে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি; অগ্রগতি : ১০০%;
- নড়াইল জেলাকে গৃহহীনমুক্তকরণ ও অগ্রগতি : ২১%; এবং
- শিক্ষারমান বৃদ্ধিকল্পে বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালুকরণ/বৃদ্ধিকরণ; অগ্রগতি : ৫০%।

২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নতকরণ;
- জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নতকরণ;
- নড়াইল জেলাকে মাদক ও বাল্যবিবাহমুক্তকরণ;
- নড়াইলকে পর্যটন সম্ভাবনাময় জেলায় পরিণতকরণ;
- যুবসমাজকে তথ্যপ্রযুক্তি ও আইসিটিতে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরকরণ;
- বিষমুক্ত শাকসবজি ও ফলমূলের প্রদর্শনী প্লট তৈরি, উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের ব্যবস্থাকরণ;
- কৃষিভিত্তিক শিল্প কারখানা স্থাপনে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ;
- মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ;
- গৃহহীনমুক্ত নড়াইল জেলা গঠন;
- ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম টেকসইকরণ;
- সরকার নির্ধারিত ‘আমার গ্রাম আমার শহর’ কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণকরণ;
- উদ্ভাবন ও আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ;
- ক্রীড়া ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন;
- ই-ফাইলিং কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন;
- ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন;
- মহাসড়কের পাশে অবৈধ স্থাপনা অপসারণসহ মহাসড়ক যানবাহন চলাচলের উপযোগী করে গড়ে তুলে পরিকল্পিতভাবে মহাসড়কগুলো সংরক্ষণ; এবং
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যকরকরণ।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- মাদকদ্রব্য ব্যাবসা বন্ধ এবং মাদকসেবীদের সুপথে আনায়ন করে মাদকমুক্ত নড়াইল জেলা গঠন;
- ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নড়াইল জেলাকে বাল্যবিবাহমুক্তকরণ;
- বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি যেমন, বাল্যবিবাহ, মাদক, ইভটিজিং প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তপশিলভুক্ত অন্যান্য সকল আইনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন;
- ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়ন;
- অধিগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তিকরণ;
- কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র-ছাত্রী, মসজিদের ইমাম এবং স্থানীয় জনগণকে নিয়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে দায়িত্ব ও কর্তব্যবিষয়ক সভার আয়োজন;
- ভূমি প্রশাসনের কাজের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সহকারী কমিশনার (ভূমি), শ্রেষ্ঠ সার্ভেয়ার, শ্রেষ্ঠ ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা এবং শ্রেষ্ঠ ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তাকে সম্মাননা প্রদান;
- জেলা ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিষয়ে ত্রৈ-মাসিক ভূমি বার্তা প্রকাশ এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ;
- Online Complain Management System চালুকরণ;
- সেবা গ্রহীতাদের জন্য ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালুকরণ; এবং
- ডিজিটাল রেকর্ডরুম ব্যবস্থাপনা।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- মহামারি করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবে জেলার ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া চালিয়ে নেওয়ার জন্য নড়াইল 'অনলাইন প্রাইমারি স্কুল, আমার ঘর আমার স্কুল এবং লকডাউনে ঘরে থাকি, অনলাইনে ক্লাস করি'-এ শিরোনামে অনলাইন পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- 'সেফটি শপ অনলাইন মার্কেট' : মহামারি করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ রোধে ঘরে বসে জনগণ তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, ঔষধ ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য 'সেফটি শপ অনলাইন মার্কেট'-এ শিরোনামে অনলাইন মার্কেট চালুকরণ;
- অন লাইনে 'Narail Qurabani Hat' মোবাইল অ্যাপস : মহামারি করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধ এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়ে বিবেচনায় নিয়ে পশুর হাটে না গিয়ে ঘরে বসে অনলাইনে কোরবানির পশু ক্রয়ের সুবিধার্থে 'Narail Qurabani Hat' মোবাইল অ্যাপস তৈরি;
- ইউডিসি-এর মাধ্যমে নাগরিক সনদপত্রসহ ৮টি সেবা অনলাইনে প্রদান : জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে জেলার সকল ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে নাগরিক সনদপত্রসহ ৮টি সেবা অনলাইনে প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- (উদ্ভাবনী ও আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধি করে পর্যায়ক্রমে জেলার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ই-নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- 'তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি'-এ স্লোগানকে সামনে রেখে যুবগোষ্ঠীকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরকরণ।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

- প্রতিমাসে শ্রেষ্ঠ ই-নথি ব্যবহারকারী নির্বাচন ও পুরস্কার প্রদান;
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ৬০ ঘণ্টা করে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- কর্মভিত্তিক সেবা বিভাজন চার্ট প্রণয়ন;
- সেবা সহজীকরণ (ডিজিটাল হাজিরা, পরিচয়পত্র তৈরি, ফ্রন্ট ডেস্ক স্থাপন ও সিসি ক্যামেরা স্থাপন);
- প্রতিমাসে সেরা কর্মচারী নির্বাচন, সনদ ও পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে কর্মে উৎসাহিতকরণ; এবং
- কালেক্টরেট স্কুল প্রতিষ্ঠাকরণ।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

- মোট আবেদনের সংখ্যা : ৩৯টি
- সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা : ৩৯টি

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড-সম্পর্কিত 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক চেতনা চত্বর নির্মাণ করা হয়েছে;
- নড়াইল জেলাকে ভিক্ষুকমুক্ত করা হয়েছে;
- জেলার সিএস ও এসএ রেকর্ডের সকল খতিয়ানের ডেটা কম্পিউটারে এন্ট্রি করা হয়েছে;
- জেলখানায় অপরাধী সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং কয়েদিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনো বিষয় :

- 'CMS Portal' (Card Management System) এই Portal-এর মাধ্যমে আইডি কার্ড-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম, যেমন, নতুন ভোটার তৈরি, জাতীয় পরিচয়পত্র হারানো, সংশোধনের কাজ সেবা গ্রহীতারা online-এ ঘরে বসেই সুন্দরভার সম্পাদন করতে পারবেন;
- করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে অনলাইনে বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন, অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, অনলাইন সেফটিশপ, কোরবানির হাট, অনলাইনে জনগণের বিভিন্ন সমস্যা গ্রহণ এবং নিষ্পত্তি করাসহ বিভিন্ন যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক গতিশীলতাকে স্বাভাবিক রাখা হয়েছে;
- অফিস চত্বরে গোলঘর নির্মাণ : অফিসে আগত সেবাপ্রার্থীদের বসার সুব্যবস্থা করার লক্ষ্যে অফিস চত্বরে গোলঘর নির্মাণ;
- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্থাপন,
- ল্যাপটপসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বিতরণ; এবং
- 'ক্লিন নড়াইল গ্রিন নড়াইল' কর্মসূচির মাধ্যমে নড়াইল জেলাকে পরিচ্ছন্ন ও সবুজ নগরী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য জেলার বিভিন্ন স্থানে ১০ (দশ) লক্ষাধিক বৃক্ষের চারারোপণ এবং জেলার বিভিন্ন পয়েন্টে ডাস্টবিন স্থাপন।

চুয়াডাঙ্গা

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী যথাযথ এবং উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপন এবং শান্তির দূত নামক স্মরণিকা প্রকাশ;

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাসহ অন্যান্য গৃহীত সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন;

- 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স' নীতি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জনসম্পৃক্ততা, জবাবদিহি ও সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা ('দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স') বাস্তবায়নের নিমিত্ত দুর্নীতিবিরোধী র‍্যালি, আলোচনা সভা, অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নিয়োগ, অভিযোগ প্রতিকার বক্স স্থাপন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

- করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গাইড লাইন অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সার্বিক সমন্বয়, জেলা ও উপজেলা কমিটির কার্যক্রম সম্পাদন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, হাসপাতালসমূহে লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান, মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা, খোলা জায়গায় বাজার পরিচালনসহ প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

- চুয়াডাঙ্গা কালেক্টরেট ভবনে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ছাদ বাগান সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত ছাদ বাগানের উন্নয়ন, সৌন্দর্য বর্ধন এবং সম্প্রসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

- জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক ৬০ (ষাট) ঘণ্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ; ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৬০ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- বিসিক শিল্প নগরী স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়নসহ নির্মাণ কাজ চলমান;

- চুয়াডাঙ্গা জেলার জনসাধারণের সমস্যাসমূহ দূরীকরণে অভিযোগের ভিত্তিতে সপ্তাহে ০১ (এক) দিন (বুধবার) নিয়মিত গণশুনানি গ্রহণ করা হচ্ছে। গত অর্থবছরে মোট ১৭৯ (একশত ঊনআশি) দিনে ৫৯০ (পাঁচশত নব্বেই) জনের শুনানি গ্রহণান্তে সমস্যা সমাধান/প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে;

- জেলার নাগরিকদের চিত্তবিনোদন এবং আগামী প্রজন্মকে সুস্থ ধারায় বিকশিত করার জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার শিবনগর নামক স্থানে ডিসি ইকোপার্ক স্থাপন করা হয়েছে। 'ডিসি ইকোপার্ক' নির্মাণের কাজ চলমান একটি জলাশয় এবং প্রাকৃতিক পরিবেশসমৃদ্ধ মোট ১২৫ একর এলাকা নিয়ে ইকোপার্কটি চুয়াডাঙ্গা জেলা এবং তৎসংলগ্ন অন্যান্য জেলার নাগরিকদের চিত্ত বিনোদনের স্থান হিসাবে গড়ে উঠেছে। উক্ত ডিসি ইকো পার্কে ১০৬ প্রজাতির ১২,১৫৮ (বারো হাজার একশত আটান্ন) টি প্রসিদ্ধ ও বিলুপ্তপ্রায় ফলজ, বনজ ও ভেষজ গাছ রোপণ করা হয়েছে। ইকোপার্কে ডিজিটাল সার্ভে সম্পাদন, মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। এ ছাড়াও ২টি কটেজ নির্মাণ, ৪টি রাইড নির্মানের কাজসম্পন্ন হয়েছে, ৩০০০ ফিট ওয়াকওয়ে ও ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণের কাজ চলমান;

- ডিসি ইকোপার্ককে আধুনিকীকরণ ও উন্নতমানের পর্যটন ও নির্মল বিনোদন কেন্দ্রে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী চড়ুই ভাতি নামে ০১টি পিকনিক শেড নির্মাণ, পুষ্প রাজ্য নামে একটি বাগান সৃজন সম্পন্ন করা হয়েছে;

- অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিগ্রস্ত ভূমির মালিকগণকে অধিগ্রহণকৃত জমিতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট জমির মালিক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে চেক বিতরণ করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৩ জন ভূমির মালিককে ১২,০৫,৮৫,৮০৬/৮৫ টাকা বিতরণ করা হয়েছে;

- জেলা রেকর্ডরুম হতে অনলাইনে ০১ এপ্রিল ২০২০ তারিখ থেকে জমির পর্চা সরবরাহের কাজ শুরু করা হয়েছে। ০১ এপ্রিল, ২০২০ তারিখ হতে ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ১৮০২ জনকে অনলাইনের মাধ্যমে জমির পর্চা সরবরাহ করা হয়েছে। এ ছাড়া মিডিয়া সেল, ম্যাসেঞ্জারগ্রুপ এবং হোয়াট্‌স অ্যাপ-এর মাধ্যমে জনগণের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধান করা হয়েছে;

- অনলাইনে ভূমি সেবা প্রদান করার জন্য উপজেলা ভূমি অফিসে শতভাগ ই-নাম জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জেলার ০৪ (চার) টি ভূমি অফিসে যথাক্রমে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ৮০৯৯টি, আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৫৩৭২টি, দামুড়হুদা উপজেলায়-৩৯৫৭টি এবং জীবননগর উপজেলায় ২৯৪৮টি সর্বোমোট ২০৩৭৬টি ই-নাম জারি কেস সম্পন্ন হয়েছে;

- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সাধারণ ৪,৫৩,২৫,১০৪ (চার কোটি তিপান্ন লক্ষ পঁচিশ হাজার একশত চার) টাকা এবং সংস্থা ৫৩,১০,৫২০ (তিপ্পান্ন লক্ষ দশ হাজার পাঁচশত বিশ) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে;

- ভূমি ব্যবস্থাপনায় জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৬ একর অবৈধ দখলে থাকা সরকারি কৃষি খাস জমি উদ্ধার এবং ৭.৯৫৫০ একর জমি ৩৪৯ জন ভূমিহীনদের মাঝে বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে;

- দেওয়ানি মামলা ও এস এফ ডেটাবেজ তৈরি করা হয়েছে;

- ভূমি অফিসে Wi-Fi Zone প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;

- ভূমি উন্নয়ন কর মেলার আয়োজন করা হয়েছে;

- বিভিন্ন সরকারি অফিসে দালালদের দৌরাত্ম্য কমিয়ে সেবা প্রদানে গতিশীলতা আনয়নে মোবাইল কোর্ট অভিযান বৃদ্ধি করা হয়েছে;

- আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৫৭৭টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে দন্ডিতের সংখ্যা ৫১৩২ এবং আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ ৬১,০৩,১৪০ টাকা;

- জেলা প্রশাসনকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে, নাগরিক সেবাকে সহজ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন 'DC Chuadanga' নামক ফেসবুক আইডির মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। বর্তমানে এ পেজের ইউজার সংখ্যা ৫০০০ এবং ফলোয়ার সংখ্যা ১৫১৭৬ অতিক্রম করেছে;

- ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলায় বাল্যবিবাহের সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনার জন্য জেলার স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন উন্মুক্ত স্থানে জনসচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হচ্ছে। ভুয়া কাজি এবং অবৈধ বিয়ে পড়ানোর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। বর্ণিত কর্মসূচিগুলোতে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীসহ সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বাল্যবিবাহকে লাল কার্ড দেখানোর মাধ্যমে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতীকী আন্দোলন গড়ে তোলা হচ্ছে;

- শিক্ষার মানোন্নয়নে এ জেলায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্থাপন ও উন্নয়ন করা হয়েছে। ২০২০ সাল হতে এস.এস.সি. পর্যন্ত পাঠদানের স্বীকৃতি পাওয়া গিয়েছে এবং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ ছাড়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য ৭ তলা ভবনের ডিজাইন প্লান অনুমোদন হয়েছে;

- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে চুয়াডাঙ্গা জেলার ৪৭টি বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং ৩২টি বিদ্যালয়ে সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে;

- উপজেলাভিত্তিক নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে নাগরিক শুনানি ও সেবা প্রদান করা হয়েছে;

- সেবা প্রদানে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ২৪০ (দুইশত চল্লিশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে E-Nothi, D-Nothi এবং E-mobile court সহ প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- সেবাপ্রার্থীদের ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য সমগ্র জেলা প্রশাসকের কার্যালয়-কে ওয়াই-ফাই (Wi-Fi)-এর আওতায় আনা হয়েছে এবং জেলার ৩৮টি ইউনিয়নের মধ্য ২৩টি ইউনিয়নে pop লাইনের কাজসম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ১৫টি ইউনিয়নে pop লাইন স্থাপনের কাজ চলমান;

- প্রতিটি গ্রামে নগর সুবিধা সম্প্রসারণ এবং ৪টি উপজেলার ৪টি গ্রামকে ভিলেজ ২০৪১ মডেল-এ রূপান্তর;

- ৪টি গ্রামে ৪টি লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত গ্রামসমূহকে ওয়াই-ফাই-এর আওতায় আনা হয়েছে। এ ছাড়া চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দোয়ার পাড়া গ্রামে সোলার লাইট স্থাপন, রাস্তা পাকাকরণ ও বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে;

- প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজে সহায়তা প্রদান;
- ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন;
- পরিচ্ছন্ন গ্রাম পরিচ্ছন্ন শহর বাস্তবায়ন;
- জেলা প্রশাসন হতে প্রদত্ত সকল প্রকার লাইসেন্স (আর্মস লাইসেন্স, ডিলিং লাইসেন্স) অন লাইনে প্রদান;
- শিক্ষার মান-উন্নয়নে সকল মাধ্যমিক স্কুল এবং কলেজে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস ও বর্তমান পরিস্থিতিতে online class-এর মাধ্যমে পাঠদান ও mmc-তে online class upload ১০০% নিশ্চিতকরণ;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে রঙিন স্কুলে রূপান্তর, আনন্দদানের মাধ্যমে পাঠদান, মুক্তিযোদ্ধা কর্নার স্থাপন এবং সকল স্কুলে সততা স্টোর চালুকরণ;
- Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে যুবক-যুবতিদের প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। (BIDA)-এর মাধ্যমে ৩৮৯ (তিনশত ঊননব্বই) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৯৫ (একশত পঁচানব্বই) জন উদ্যোক্তা সফলভাবে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে;
- যুবক-যুবতি এবং কিশোর-কিশোরীদের মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে সকল প্রকার খেলাধুলার আয়োজন;
- চুয়াডাঙ্গা জেলায় মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০৯টি 'ভূমিহীন ও গৃহহীন' অর্থাৎ 'ক' শ্রেণির পরিবারকে ০২ শতাংশ হারে ৬.১৮ একর খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের মাধ্যমে গৃহনির্মাণ করা হয়েছে;
- জেলার আন্তঃবিভাগীয় কর্মকাণ্ডের সমন্বয় এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহসহ জেলার প্রধান উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন;
- মুজিবশতবর্ষে শত খামার স্থাপন প্রকল্প চলমান। উক্ত প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৬৫টি খামার স্থাপন করা হয়েছে।
- ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণসহ পরিবেশ দূষণের ফলে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় জনসচেতনতা সৃষ্টি, বনায়ন, বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা করা এবং সার্বিক সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণ;
- সরকার কর্তৃক কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা ও জনস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, নারী ও শিশু, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কল্যাণ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষাবিষয়ক গৃহীত সকল নীতিমালা ও কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়সাধন;
- সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত আমার বাড়ি আমার খামারসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান ও কার্যকর সমন্বয় সাধন;
- জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসি-সম্পর্কিত যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাপূর্বক জনজীবনে স্বস্তি আনয়ন এবং ভিভিআইপিদের নিরাপত্তাসংক্রান্ত কার্যাবলি;
- জেলার রাজস্ব প্রশাসনের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান এবং পরিবীক্ষণ;
- বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন, যৌন হয়রানি, নারী নির্যাতন, মাদক সেবন, চোরাচালান, যৌতুক, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রতিরোধ/নিরসনে কার্যক্রম গ্রহণ;
- প্রবাসীদের ডেটাবেজ প্রস্তুত, বিদেশগামী ব্যক্তিদের প্রতারণা ও হয়রানি প্রতিরোধ এবং মানবপাচার রোধসহ প্রবাসী কল্যাণে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- এনজিওদের কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়, এনজিও কার্যক্রমের ওভারল্যাপিং প্রতিরোধে কর্মক্ষেত্র নির্ধারণে মতামত প্রদান এবং এনজিওদের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থের পরিবীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শন/দর্শন; এবং
- জেলা তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- উদ্ভাবনী উদ্যোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে জেলা প্রশাসনের কাজে গতিশীলতা আনয়ন;
- ডিসি ইকোপার্কের জন্য প্রণয়নকৃত মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ডিসি ইকো পার্ককে আধুনিকমানের পর্যটন কেন্দ্রে উন্নীতকরণ;
- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিবিজড়িত আটচালা ঘর সংরক্ষণ ও নজরুল স্মৃতি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন;
- নাগরিকরা ঘরে বসে যেন পর্চা পেতে পারে সেজন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও ১০০% ভাগ পর্চা সরবরাহের নিমিত্ত অনলাইন কার্যক্রম অব্যাহত রাখাসহ শতভাগ ই-মিউটেশন নিশ্চিতকরণ;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন; সেবাপ্রার্থীদের ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য সমগ্র জেলা প্রশাসকের কার্যালয়-কে ওয়াই-ফাই (Wi-Fi)-এর আওতায় আনা হয়েছে এবং জেলার ৩৮টি ইউনিয়নের মধ্য ২৩টি ইউনিয়নে pop লাইনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ১৫টি ইউনিয়নে pop লাইন স্থাপনের কাজ চলমান;
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমন এবং বিভিন্ন সরকারি অফিসে দালালদের দৌরাত্ম্য কমিয়ে সেবা প্রদানে গতিশীলতা আনয়নে মোবাইল কোর্ট অভিযান বৃদ্ধি যা সরকারি অফিস ও সেবা সম্পর্কে নাগরিকদের আস্থা বাড়াবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সকল উপজেলায় ইকোপার্ক তৈরি;
- চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরে শেখ রাসেল শিশু পার্ক স্থাপন;
- নাগরিক সেবা আরও গতিশীল করার জন্য জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মচারীদের তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজে সহায়তা প্রদান;
- চুয়াডাঙ্গা জেলাকে মাদকমুক্ত ও বাল্যবিবাহ মুক্তকরণ;
- ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন;
- পরিচ্ছন্ন গ্রাম পরিচ্ছন্ন শহর বাস্তবায়ন;
- বিসিক শিল্প নগরী উন্নয়ন;
- শিক্ষার মান-উন্নয়নে সকল মাধ্যমিক স্কুল এবং কলেজে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চালুকরণ;
- মহাসড়কে নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে মহাসড়কে অবস্থিত সকল হাট-বাজারসমূহকে মহাসড়ক হতে দূরে স্থাপন;
- যুবক-যুবতি এবং তরুণ-তরুণীদের মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে সকল প্রকার খেলাধুলার আয়োজন;
- জনগণকে দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত ফেসবুক পেজসহ অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম জোরদার করা; এবং
- করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম : ইনোভেশন বিষয়ে এ জেলায় (০১) একই স্তম্ভে একটি ইউনিয়নের বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে একীভূত করার লক্ষ্যে ৪টি ইউনিয়নে একটি করে বীর ঠিকানা নির্মাণ (০২) কোভিড-১৯ পরবর্তী বেকার সমস্যা সমাধানে ফ্রি-ল্যান্সিং প্রশিক্ষণ জোরদার করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি। বিভিন্ন প্রজাতির ফলের বাগান তৈরি (ড্রাগন, মালটা, আঙ্গুর, পেয়ারা ইত্যাদি) সহ ৬৪টি প্রকল্পের কাজ চলমান।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের মধ্যে হতে প্রতিমাসে ই-ফাইলিং-এ ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। কালেক্টেরেটে স্থাপিত ডে-কেয়ার সেন্টার এবং ব্রেস্ট ফিডার কর্নার কার্যকর করা হয়েছে। এ ছাড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ক্যান্টিন স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা-০২টি, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা-০২টি এবং তথ্য কমিশন বরাবর আপিল দায়ের হয়নি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

ভিক্ষুক পুর্নবাসন মার্কেট নির্মাণ : জীবননগর উপজেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের জমিতে জাইকার অর্থায়নে ভিক্ষুক পুর্নবাসন মার্কেট তৈরি করা হয়েছে। প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভিক্ষুকদের জন্য ২০ (বিশ) টি দোকানঘর দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেককে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা হারে পুঁজি দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, খুলনা বিভাগকে ভিক্ষুকমুক্ত করার ইনোভেশন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে এ জেলায় ১৫৯৫ (এক হাজার পাঁচশত পঁচানব্বই) জন ভিক্ষুককে পুর্নবাসন করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা ও চুয়াডাঙ্গা সার্কিট হাউজের নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মেইন গেট নির্মাণের কাজ চলমান।

খুলনা

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ :

গত ২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন :

ক্রমিক	কর্মকর্তা/কর্মচারী	প্রশিক্ষণের নাম	সংখ্যা
১.	১ম শ্রেণি	আইন ও প্রশাসন	২
২.	১ম শ্রেণি	বুনিয়াদি	৬
৩.	১ম শ্রেণি	সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট	৩
৪.	১ম শ্রেণি	‘উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা ও সেবা প্রদানসম্পর্কিত মৌলিক প্রশিক্ষণ’	৭
৫.	১ম শ্রেণি	অনলাইনে (মিশ্র পদ্ধতিতে) ০৫ (পাঁচ) মাস মেয়াদে ১২০তম আইন ও প্রশাসন প্রশিক্ষণ	২
৬.	১ম শ্রেণি	‘২য় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসি ও মোবাইল কোর্ট বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ’	২
৭.	১ম শ্রেণি	‘৩য় বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা রিফ্রেশার্স কোর্স-২০২১’	২
৮.	১ম শ্রেণি	‘ভূমি অধিগ্রহণবিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-২০২১’	১
৯.	১ম শ্রেণি	Office Management	০২
১০.	১ম শ্রেণি	Financial Menagement Course	০২

এ ছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মডিউল অনুযায়ী ২৫৩ জন কর্মচারীকে বার্ষিক ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

নিয়োগ ও পদোন্নতি :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৭৫টি পদে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ০৯টি পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

পেনশনসংক্রান্ত : ২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে :

স্বেচ্ছায় অবসর ভোগীর সংখ্যা	৫৯ বছর পূর্তিতে পেনশন	অক্ষমতা জনিত অবসর	চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর পারিবারিক পেনশন	পারিবারিক পেনশন	প্রতিবন্ধী পেনশন	শতভাগ পেনশন সমার্পণকারীর পারিবারিক চিকিৎসা ভাতা ও উৎসব ভাতা ভোগীর সংখ্যা
০৩	২৩	০১	০৫	০২	০১	০৩

মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসংক্রান্ত :

প্রমাপ অনুযায়ী নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে ও হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে ১৬২১টি ও মোট মামলা রুজু করা হয়েছে ৬০০২টি। ৬১৯২ জনকে ৯৫৭৭৯৩৩/-টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে এবং ৫৩৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্সসংক্রান্ত :

খুলনা জেলায় মোট আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স ২১৯৩টি। এর মধ্যে ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে নবায়ন ১৯৫৬টি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে নবায়ন ১৯৪৫টি এবং ই-আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স করা হয়েছে ১১৩৪টি এবং কার্যক্রম চলমান। এ ছাড়া অ্যাসিড লাইসেন্স ২৭৬টি-এর মধ্যে নবায়ন ২২২টি, সিনেমা হলের লাইসেন্স ১৫টি-এর মধ্যে ০৪টি চলমান এবং রাসায়নিক দ্রব্যের লাইসেন্স ০৩টি।

নতুন ডিলিং লাইসেন্স ও পুরাতন ডিলিং লাইসেন্স নবায়নসংক্রান্ত :

২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৮৪টি নতুন ডিলিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং ১৮৯১টি পুরাতন ডিলিং লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে।

আইসিটিসংক্রান্ত :

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনায় ই-গভর্ন্যান্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে www.nothi.gov.bd এর মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজ করা হয়েছে। এ কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসের উপস্থিতি/প্রস্থান ডিজিটাল হাজিরা মেশিনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে। অফিসের নিরাপত্তাকল্পে সমগ্র অফিসকে সিসিটিভির আওতায় আনা হয়েছে। পেপারলেস অফিস বাস্তবায়নে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করার জন্য বিভিন্ন সভার নোটিশ প্রেরণে ই-নথি, ই-মেইল এবং SMS-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রাপকের নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আইসিটিসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

সার্টিফিকেট মামলাসংক্রান্ত :

জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট মামলার সংখ্যা : ৬৭টি এবং টাকার পরিমাণ ৫৩৪৫০৭৫৪/-। নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১২৫টি এবং আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ৩৩৫৪৫৯৭১০/-।

সভা সেমিনারসংক্রান্ত

গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনায় ১২৯২টি সভা ও ৯৯টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

২০২০-২১ অর্থবছরের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ। দক্ষ ও জনবান্ধব প্রশাসন গঠন। নাগরিক সেবা সহজীকরণ। জেলা প্রশাসনের সকল স্তরে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে সেবা কার্য মনিটরিং ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন। ডিজিটাল রেকর্ডরুম স্থাপন। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান। ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতি প্রবর্তন। নারী উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ। বাল্যবিবাহ রোধে কার্যক্রম গ্রহণ। শিশুদের জন্মনিবন্ধন নিশ্চিতকরণ। দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের আধুনিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। নদী তীরবর্তী বাঁধ ভাঙন রোধ ও সুপেয় পানির নিরাপত্তা প্রদান। বাল্যবিবাহমুক্ত জেলা ঘোষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা। ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যমুক্ত ফল ও সবজি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ। গৃহহীনদের জন্য গৃহনির্মাণ করে দেওয়া। বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের ফ্রি ল্যান্সিং ও বিভিন্ন প্রকার আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান। খুলনা জেলার মহিলা উদ্যোক্তাদের তৈরি পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

- কয়রা ও পাইকগাছা উপজেলায় সুপেয় পানি সরবরাহ বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে ০১টি প্রকল্প গ্রহণ;
- পাইকগাছা উপজেলায় পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন একটি প্রকল্প অনুমোদন;
- দাকোপ উপজেলায় সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের স্বার্থে নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ;
- কৃষকদের কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষক বাজার স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ;
- করোনাকালীন জেলার সকল বয়সি সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে নবজাতকের মৃত্যু হার, ৫ বছর বয়সি শিশু মৃত্যুর হার এবং মাতৃমৃত্যুর হার এবং সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার আরও কমিয়ে আনার কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
- উপকূলীয় নদী ভাঙন এলাকায় টেকসই বেড়ি বাঁধ নির্মাণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

ই-নথির মাধ্যমে অফিসের সকল কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যম লেস পেপার অফিস বাস্তবায়ন;

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ডিজিটাল হাজিরার ব্যবস্থা করা; এবং

অফিসের সকল কার্যক্রম সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্ত করা।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ০৪টি বিভাগীয় মামলা রুজু হয়েছে এর মধ্যে ০২টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ০২টি বিভাগীয় মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- দাকোপ উপজেলায় তরমুজের ব্যবসায় মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধের নিমিত্ত তরমুজ চাষিদের তথ্যসংবলিত ডেটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে;
- করোনাকালীন শিক্ষা প্রদানের জন্য দুটি ইউটিউব ও ফেসবুক পেজ খোলা হয়;
- আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স স্মার্টকার্ডে পরিণত করা হয়;
- করোনাকালীন অনলাইনে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য Online Medicine Mart, khulna Apps ও জরুরি সেবা খুলনা নামক গুগল Apps চালু; এবং
- সকল ধরনের সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ভূমি (খাস জমি, জলমহাল, সায়রাতমহাল, হাট-বাজার, পরিত্যক্ত সম্পত্তি, অর্পিত সম্পত্তি, সৈয়দপুর ট্রাস্ট তথ্যসংবলিত ‘টেকসই ডিজিটাল ভূমি তথ্য ব্যাংক’ নামক App চালু। যার ওয়েবসাইট khulnalsm.com.

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম : গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৫ জন কর্মকর্তাকে এবং ২৫৭ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যা তাদের কর্মজীবনের দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হবে। এ ছাড়া কর্মকর্তাগণের জন্য সাপ্তাহিক 'আইন-চর্চা কর্মসূচি' প্রণয়ন করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

তথ্য সরবরাহের মোট আবেদন সংখ্যা	সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা	তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা
৩০	২৭	--

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে প্রশাসনিক যোগাযোগ ও অনুমোদন লাভ;
- রূপসা উপজেলায় অর্থনৈতিক জোন স্থাপনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ;
- শেখ রাসেল ইকো পার্ক (৪৩ একর খাস জমিতে বাস্তবায়নাধীন); এবং
- দাকোপ উপজেলার বনিশান্তায় যৌনপল্লির শিশুদের শিক্ষার পথ সুগম করতে তাদের জন্য দুটি হোস্টেল নির্মাণ।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনো বিষয় :

(১) উপজেলা পর্যায়ে করোনাকালীন এবং করোনা পরবর্তী সময়ের জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জনগণকে অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চতকল্পে অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যাংক, হাইফ্লোন্যাসাল ক্যানোলাসহ ২০ শয্যাবিশিষ্ট আইসিইউ সুবিধার ভিত্তিমূল স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ।

(২) দাকোপ উপজেলার বানিশান্তা ইউনিয়নের যৌন পল্লীর শিশু/কিশোরীদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনধারায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিনামূল্যে শিক্ষা ও আবাসন প্রকল্প।

(৩) খুলনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রতিটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'চাইল্ড ইনটিগ্রিটি ও শিশু বঙ্গাবন্ধু ফোরাম' স্থাপন।

(৪) খুলনা জেলার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হাইজিন কর্নার স্থাপন।

বাগেরহাট

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা :

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত ও স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অধিকতর স্বচ্ছতার সঙ্গো জনগণের প্রাপ্য সেবা নিশ্চিতকরণ;
- জেলার জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার এবং লবণাক্ততাপ্রবণ উপজেলাসমূহে সুপেয় পানীয় জলের সুব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
- ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অনলাইনে আবেদন গ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ (চেক) বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিতরণ নিশ্চিতকরণ;
- জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ'-কে সামনে রেখে গৃহহীনদের গৃহ ও ভূমি প্রদানপূর্বক আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনবার্সন নিশ্চিতকরণ;
- জেলা প্রশাসন থেকে প্রদত্ত সকল ধরনের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম ডিজিটালকরণ এবং অন্যান্য তথ্য সেবা সম্প্রসারণ এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনলাইন ক্লাসসহ বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা;

- ভূমি অধিগ্রহণের সকল নতুন এল.এ. কেসের ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়াকে ডিজিটাইজকরণ;
- প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার ও সেবাদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং উদ্ভাবন চর্চার মাধ্যমে সময়াবদ্ধ ও মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকরণ;
- জেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহের কার্যকর সমন্বয়সাধন;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিতকরণ এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;
- রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেসির মাধ্যমে জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা সংহতকরণ, মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ সাধন এবং ই-সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর পাশাপাশি সরকারি সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের জন্য কাঙ্ক্ষিত সেবা নিশ্চিতকরণ এবং নিজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জনগণের প্রতি সেবা প্রদানে উদ্‌বুদ্ধকরণ;
- জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসি-সম্পর্কিত যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাপূর্বক জনজীবনে স্বস্তি আনয়ন এবং ভিভিআইপিদের নিরাপত্তাসংক্রান্ত কার্যাবলি, পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনার আওতায় অভিযোগ নিষ্পত্তি;
- স্থানীয় সরকারসংক্রান্ত কার্যক্রম ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন: যৌন হয়রানি, নারী নির্যাতন, মাদক সেবন, চোরাচালান, যৌতুক, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রতিরোধ/নিরসনে কার্যক্রম গ্রহণ;
- জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন; সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা প্রদান, ই-নথি বাস্তবায়ন, জেলা তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি, অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও সেবা প্রদান; এবং
- নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্‌বুদ্ধকরণ, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা Management Information System (MIS) সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বিতরণ।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অনলাইনে আবেদন গ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ (চেক) বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিতরণ নিশ্চিতকরণ। এ ছাড়া এল এ চেক শতভাগ অনলাইনের মাধ্যমে প্রদানের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে এবং এসডিজি-এর অভীষ্ট-৪ অর্জনে জেলা প্রশাসন, বাগেরহাটের ইনোভেশন হিসাবে শিক্ষার্থীদের জন্য ‘স্বপ্নচারী’ পুস্তিকা প্রণয়ন ও নিয়মিত প্রতিযোগিতার আয়োজন, সর্বসাধারণের বিনোদনের জন্য ডিসি ইকো-পার্ক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাগেরহাট জেলাকে ভিক্ষাবৃত্তি মুক্তকরণ এবং দুস্থ অসহায় বয়ঃবৃদ্ধ ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের জন্য সদর উপজেলার গোটাপাড়া ইউনিয়নে ০.৭৪ একর জায়গা জুড়ে ‘শান্তিনিবাস’ নামে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাগেরহাট জেলার ভিক্ষুককে ভিক্ষাবৃত্তি হতে মুক্ত করে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করে তাদের কর্মক্ষম এবং পেশাজীবি হিসাবে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ২০১৫ মোতাবেক জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও এর অধীন নয়টি উপজেলার ৩৫ জন কর্মকর্তা ও ৪৫০ জন কর্মচারীকে বাৎসরিক ৬০ ঘণ্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : আবেদনের সংখ্যা-০৮টি, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা-০৬টি এবং কোনো আপিল দায়ের হয়নি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- বাগেরহাট জেলার ষাটগম্বুজ মসজিদ ও হযরত পীর খানজাহান আলী (র)-এর মাজার সংলগ্ন এলাকায় ১,৫০,০০,০০০/- টাকা ব্যয়ে বিশ্রামাগার ও আধুনিক শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। ষাটগম্বুজ মসজিদ সংলগ্ন ঘোড়া দিঘির পাড়ে ওয়াক ওয়েসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করার জন্য ৯২,০৩,৭৭২/- টাকার কার্যক্রম শুরু হয়েছে;
- বাগেরহাট সদর উপজেলায় জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষা এবং জনগণের বিনোদনের জন্য ডিসি ইকোপার্ক নির্মাণ করা হয়েছে;
- বাগেরহাট সদর উপজেলায় ০১টি গুচ্ছগ্রাম সৃজনপূর্বক ৩০টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়েছে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা ‘মুজিববর্ষে কেউ গৃহহীন থাকবে না’ বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীন ‘জমি আছে ঘর নেই’ এমন পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বাগেরহাট সদর উপজেলায় ০১টি গুচ্ছগ্রাম সৃজনপূর্বক ৩০টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং এ জেলার ০৯টি উপজেলায় ৪,১৯৫টি ঘর নির্মাণের বরাদ্দ পাওয়া যায় এবং নির্মাণ কাজসম্পন্ন হয়েছে;
- রামপাল উপজেলায় খাস জমিতে নির্মিত ইকোপার্ক জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং সম্প্রসারণের কার্যক্রম চলমান; এবং
- বাগেরহাটের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তিসমূহের সংরক্ষণ এবং সংস্কার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ লক্ষ্যে সুন্দরবন কেন্দ্রিক ইকোট্যুরিজমের ব্যবস্থা গ্রহণ করে শরণখোলা উপজেলায় ইকোপার্ক নির্মাণের কাজ চলমান।

কর্মপরিকল্পনা :

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত ও স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অধিকতর স্বচ্ছতার সঙ্গে জনগণের প্রাপ্য সেবা নিশ্চিত করা;
- জেলার জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার এবং লবণাক্ততা-প্রবণ উপজেলাসমূহে সুপেয় পানীয় জলের সুব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
- ভূমি অধিগ্রহণের সকল নতুন এল.এ. কেসের ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়াকে ডিজিটাইজকরণ এবং ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অনলাইনে আবেদন গ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ (চেক) বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিতরণ নিশ্চিতকরণ;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীনদের গৃহ ও জমি প্রদানপূর্বক আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনবার্সন নিশ্চিতকরণ;
- জেলা প্রশাসন থেকে প্রদত্ত সকল ধরনের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম ডিজিটালকরণ এবং অন্যান্য তথ্য সেবা সম্প্রসারণ এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনলাইন ক্লাসসহ বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার ও সেবাদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং উদ্ভাবন চর্চার মাধ্যমে সময়াবদ্ধ ও মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকরণ;
- জেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহের কার্যকর সমন্বয়সাধন;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিতকরণ এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;

- রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেসির মাধ্যমে জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা সংহতকরণ, মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ সাধন এবং ই-সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর পাশাপাশি সরকারি সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের জন্য কাঙ্ক্ষিত সেবা নিশ্চিতকরণ এবং নিজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জনগণের প্রতি সেবা প্রদানে উদ্‌বুদ্ধকরণ;

- জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসি-সম্পর্কিত যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাপূর্বক জনজীবনে স্বস্তি আনয়ন এবং ভিভিআইপিদের নিরাপত্তাসংক্রান্ত কার্যাবলি, পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা;

- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনার আওতায় অভিযোগ নিষ্পত্তি;

- স্থানীয় সরকারসংক্রান্ত কার্যক্রম ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন, যৌন হয়রানি, নারী নির্যাতন, মাদক সেবন, চোরাচালান, যৌতুক, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রতিরোধ/নিরসনে কার্যক্রম গ্রহণ;

- জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন; সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা প্রদান, ই-নথি বাস্তবায়ন, জেলা তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার, এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি, অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও সেবা প্রদান; এবং

- নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা Management Information System (MIS) সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে বিতরণ।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে যথাযথ কার্যক্রম চলমান। সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারবৃন্দকে এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত আছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির নিয়মিত সভার মাধ্যমে শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক আলোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ইউনিয়ন পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যায়ে সভা সমাবেশের মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অনলাইনে আবেদন গ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ (চেক) বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিতরণ নিশ্চিতকরণ। এ ছাড়া এল এ চেক শতভাগ অনলাইনের মাধ্যমে প্রদানের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

সর্বসাধারণের বিনোদনের জন্য ফকিরহাট উপজেলায় বঙ্গবন্ধু ইকো-পার্ক, বাগেরহাট সদরে ডিসি ইকো-পার্ক, রামপাল উপজেলায় রামপাল ইকো-পার্ক ও মোরেলগঞ্জ উপজেলায় উপজেলা প্রশাসন ইকো-পার্ক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান সৃজন করা হয়েছে। ফুলের বাগান বিদ্যালয়গুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। যেসকল স্কুলে এখনো ফুলের বাগান তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়নি সেসকল স্কুলে ফুলের বাগান তৈরির জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম :

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ২০১৫ মোতাবেক জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও এর অধীন নয়টি উপজেলার ৪০ জন কর্মকর্তা ও ২৭২ জন কর্মচারীকে বাৎসরিক ৬০ ঘণ্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : আবেদনের সংখ্যা-০৯টি, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা-০৮টি এবং ০১টি আবেদনের কার্যক্রম চলছে। দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা-নেই।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

বাগেরহাট জেলার ০৯ (নয়) টি উপজেলায় মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মধ্যে গৃহনির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১০৮৮টি গৃহের বরাদ্দ পাওয়া যায় এবং ৭২৬টি গৃহের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

সাতক্ষীরা

- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম; দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা অর্জনের জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণসহ প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার ও সেবাদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং উদ্ভাবন চর্চার মাধ্যমে সময়াবদ্ধ ও মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। জেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইসিটি ব্যবহার নিশ্চিত করা; পি আর এল শুরুর ২ (দুই) মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পি আর এল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সেবা গ্রহীতাদের দ্রুত সময়ে সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা। এ ছাড়া কোভিড ১৯-এর সুরক্ষায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সার্জিক্যাল মাস্ক ও স্যানিটাইজার সরবরাহ করা হয় এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়ার জন্য অফিস প্রাঙ্গণে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম (তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা এবং তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা ইত্যাদি):
- ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে মোট আবেদনের সংখ্যা-১৬টি, নিষ্পত্তির সংখ্যা-১৬টি,আপিলের সংখ্যা-০২টি, আপিল নিষ্পত্তি-০২টি; এবং
- ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে মোট আবেদনের সংখ্যা-০৪টি, নিষ্পত্তির সংখ্যা-০৪টি, আপিলের সংখ্যা-নাই, আপিল নিষ্পত্তি-নেই।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

সাতক্ষীরা জেলা দুর্যোগপ্রবণ এলাকা। তাৎক্ষণিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বেড়িবাঁধ ভাঙন রোধে প্রয়োজনীয় ফান্ড না থাকায় সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাৎক্ষণিকভাবে জরুরি মুহূর্তে প্রশাসনের বিশেষ তদারকিতে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বেড়িবাঁধ মেরামত করা হয় এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার বেড়িবাঁধ ভাঙন রোধে মাটি ভরাটসহ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সাতক্ষীরা শহরের প্রাণকেন্দ্রে খোলামেলা নয়নাভিরাম পরিবেশে গড়ে তোলা হয়েছে ‘ডিসি ইকো পার্ক’ ট্যুরিজম সেন্টার। শিশুদের জন্য আলাদা শিশু কর্নার, পার্কের লেকে নৌকা ভ্রমণের সুযোগ রয়েছে। চিংড়ি চত্বর, সাঁতার কাটার জন্য প্ল্যাটফর্ম, ভাসমান রেস্তোরাঁ, আধুনিক বিশ্রামাগার, ওয়াকওয়েসহ নানা সুবিধার আধুনিকায়নের কাজ চলমান।

সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে শ্যামনগরের ‘আকাশলীনা ইকো ট্যুরিজম সেন্টার’ এবং দেবহাটায় ‘রূপসী দেবহাটা ম্যানগ্রোভ পর্যটন কেন্দ্র’ সারাদেশের পর্যটকদের আকৃষ্ট করেছে। আশাশুনি উপজেলার ‘মরিচ্চাপ রিভারভিউ কেওড়া পার্ক’ স্থানীয় মানুষের অন্যতম বিনোদন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়াও তালা উপজেলায় কপোতাক্ষ নদের তীরে ‘কপোতাক্ষ ইকো ট্যুরিজম বোটানিক্যাল পার্ক’, ‘খোলা জানালা ইকো পার্ক’ এবং ‘কপোতাক্ষ নীলিমা ইকো পার্ক’ স্থানীয় দর্শনার্থীদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে। কালিগঞ্জ উপজেলায় ইছামতি, কালিন্দী এবং কাকশিয়ালী নদীর ত্রিমোহনায় ‘বসন্তপুর রিভার ড্রাইভ ইকোপার্ক’ গড়ে তোলার কার্যক্রম চলমান। পার্কটি পূর্ণরূপে চালু হলে স্বল্প সময়ের মধ্যে সুন্দরবনের অপার সৌন্দর্য উপভোগ করা যাবে। দেবহাটা উপজেলায় তিনশত বছরের পুরানো কাছারি বাড়ি এবং বটগাছকে কেন্দ্র করে নির্মিত হচ্ছে ‘কাছারী বাড়ী জাদুঘর ও পার্ক’ নির্মিত হয়েছে।

সাতক্ষীরায় করোনা সচেতনতায় ওয়াচ টাওয়ার-প্রচার মঞ্চ সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

- করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) বিস্তার রোধকল্পে জনসচেতনতায় শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ওয়াচ টাওয়ার ও প্রচার মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে। মাইকের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত করোনাভাইরাস প্রতিরোধে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। প্রচার মঞ্চ থেকে অনবরত বাজানো হচ্ছে, 'নো মাস্ক, নো সার্ভিস', 'মাস্ক আমার, সুরক্ষা আমার', 'স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন, মাস্ক পরিধান করুন, সুস্থ থাকুন' স্লোগানসহ জনসচেতনমূলক বিভিন্ন স্লোগান। করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধকল্পে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত বিধিনিষেধ প্রচার করা হচ্ছে। সাতক্ষীরার প্রতিটি উপজেলায় ওয়াচ টাওয়ার ও প্রচার মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে;
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সাতক্ষীরার প্রাণকেন্দ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুর‍্যাল ও বঙ্গবন্ধু চত্বর নির্মাণ করা হয়েছে;
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সাতক্ষীরা জেলায় ১৮১৩ জন ভূমিহীন গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করা হয়েছে;
- জেলায় করোনা শনাক্ত ব্যক্তির বাড়ি লকডাউন নিশ্চিত করা ও তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে; এবং
- জেলা প্রশাসন থেকে বিনামূল্যে জনসাধারণের মাঝে মাস্ক বিতরণ করা হচ্ছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনো বিষয় :

প্রাণসায়র খাল খনন এবং সৌন্দর্যবর্ধন কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

সাতক্ষীরা শহরের প্রাণকেন্দ্র দিয়ে প্রবাহিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাল, 'প্রাণ সায়র'। মানুষের অসচেতনতা এবং যেখানে সেখানে ব্যবহারের ফলে প্রাণ সায়র খালটি একটি ময়লার ভাগারে পরিণত হয়েছিল। জেলা প্রশাসন, সাতক্ষীরার উদ্যোগে ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে 'ক্লিন সাতক্ষীরা, গ্রিন সাতক্ষীরা' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। 'ক্লিন সাতক্ষীরা, গ্রিন সাতক্ষীরা' কর্মসূচির আওতায় সাতক্ষীরার সকল শ্রেণি পেশার মানুষের অংশগ্রহণে প্রাণ সায়র খাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রাণ সায়র খাল খননের জন্য ১০ কোটি ২২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছেন। খালের খনন কাজ প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে আছে। সৌন্দর্যবর্ধনের জন্যও ইতোমধ্যে ডিজাইনসম্পন্ন করা হয়েছে। খালটি খনন কাজ এবং সৌন্দর্যবর্ধনের কাজসম্পন্ন হলে একদিকে যেমন শহরের জলাবদ্ধতা হ্রাস পাবে তেমনই শহরের প্রাণকেন্দ্রে বিনোদনের পরিবেশ তৈরি হবে। খালে মানুষের ব্যবহার উপযোগী স্বচ্ছ পানি প্রবাহিত হবে।

মুজিববর্ষে ১৪০০ জন IT EXPERT উদ্যোক্তা তৈরি সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জেলার ৭টি উপজেলা থেকে ২০০ জন করে মোট ১৪০০ জন শিক্ষিত বেকার পুরুষ ও মহিলাকে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করে সফল উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারমুক্ত জেলা গঠনে অবদান রাখার পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশের সকল সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে 'মুজিববর্ষ আইটি ট্রেনিং' প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয় যা চলমান।

সাতক্ষীরা জেলার ইকোপার্ক নির্মাণ সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক বিস্ময়কর লীলাভূমি সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সাতক্ষীরা জেলার অবস্থান। পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রতিটি উপজেলায় গড়ে তোলা হচ্ছে একটি করে ইকো-পার্ক/ইকো-ট্যুরিজম সেন্টার। জেলা এবং উপজেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে নির্মিত ইকো পার্কের বেশ কয়েকটির কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে এবং কয়েকটির কাজ চলমান।

মাগুরা

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- জেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহের কার্যকর সমন্বয়সাধন;
- সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;
- রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন;
- জেলা ম্যাজিস্ট্রেসির মাধ্যমে জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা সংহতকরণ;
- দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিতকরণ;
- জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জন উদ্‌বুদ্ধকরণ জোরদারকরণ;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- আইসিটি এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;
- উন্নত আবাসন সুবিধা নিশ্চিতকরণে গৃহহীনদের জন্য গৃহনির্মাণ প্রকল্প;
- যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিকাশ সাধন;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;
- কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি; এবং
- আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ;
- গৃহহীনদের গৃহ প্রদান;
- বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মাঝে বন্দোবস্ত প্রদান;
- জেলার কমিউনিটি ক্লিনিকের ভবনসহ সকল সুযোগসুবিধা পর্যায়ক্রমে আধুনিকীকরণ করা;
- শতভাগ বিদ্যুতায়িত জেলা হিসাবে ঘোষণা;
- প্রতিটি উপজেলায় দৃষ্টিনন্দন পার্ক, রিভার ক্রুজ ও ওয়াকওয়ে নির্মাণকরণ;
- শহরের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নতকরণ;
- নবগঙ্গা নদীর পাশে জেলা প্রশাসক পার্ক স্থাপন;
- মাগুরা সদর উপজেলার বাহারবাগে আদর্শ গ্রিন সিটি নির্মাণ;
- মাগুরা সদরের জগদল ইউনিয়নে পিংক ভিলেজ নির্মাণ ও বসবাস চালুকরণ এবং বিদ্যুতায়ন;
- শতভাগ সুপেয় পানি ও স্যানিটেশনের সুবিধা নিশ্চিতকরণ;
- দৃষ্টিনন্দন ম্যুরাল ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসাবে সোলার প্যানেলের পরিধি বৃদ্ধিকরণ;
- তরুণ যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর;

- Freelancing-এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে তরুণ-সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টারের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- ICT Training Lab স্থাপন;
- মাগুরাকে মাদকমুক্ত জেলা হিসাবে ঘোষণা করা;
- কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির জন্য Economic Zone স্থাপন;
- মাগুরা জেলার সদর উপজেলার হাজরাপুর ইউনিয়নে বিসিক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
- জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের শূন্যপদের বিপরীতে জনবল নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ;
- শ্রীপুর উপজেলায় অবস্থিত গার্মেন্টস শিল্প সম্প্রসারণ;
- আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প কার্যকরকরণ;
- দুর্নীতিবিরোধী জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ;
- জেলা ও উপজেলায় রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ;
- জেলা প্রশাসক কর্তৃক গণশুনানিতে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ;
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে উন্মুক্ত স্থানে নাগরিক অভিযোগ বাক্স স্থাপন;
- ভেজাল রোধে প্রয়োজনীয় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- জেলার সকল অবৈধ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার পর্যায়ক্রমে বন্ধকরণ;
- ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে দালালমুক্ত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ;
- এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিচালিত নির্বাহী কোর্টের রুজুকৃত মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ;
- গণশুনানি গ্রহণ;
- সার্ভিস ডিজিটালাইজেশন;
- নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা ও শিশু কল্যাণ;
- মাগুরাকে বাল্যবিবাহমুক্ত জেলা হিসাবে ঘোষণা করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- কালেক্টরেট মসজিদে মহিলাদের নামাজ পড়ার জন্য পৃথক নামাজকক্ষ-এর ব্যবস্থা করা;
- জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য ব্রেস্টফিডিং কর্নার স্থাপন;
- জেলা ই-সেবা কেন্দ্রে আগত সকল নারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা প্রদান;
- গরীব, মেধাবী নারী শিক্ষার্থীদের জেলা প্রশাসকের স্বেচ্ছাধীন তহবিল ও মাগুরা ফাউন্ডেশন হতে আর্থিক সাহায্য প্রদান ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ;
- নারী শিক্ষার্থীদের মাঝে স্যানিটারি ন্যাপকিন ও সাইকেল বিতরণ;
- প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক কমন রুম স্থাপন;
- মাগুরা লেডিস ক্লাবের পক্ষ থেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মোটিভেশন সভার আয়োজন এবং তাদের মাঝে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ;

- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং ঝরে পড়া রোধকরণ;
- নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ সুবিধা প্রদান;
- মাঠবিহীন স্কুলে মেয়েদের জন্য ফুটবল মাঠ স্থাপন;
- পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা;
- কৃষকের নিকট হতে উন্মুক্ত লটারির মাধ্যমে ধান ক্রয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও বিষয়টি প্রচারের ব্যবস্থাকরণ;
- গ্রিন সবজি উৎপাদনকারী দুটি গ্রাম নির্বাচন ও প্রচারকরণ;
- পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বারি-৪ ও বারি-৫ জাতীয় পেঁয়াজ প্রদর্শনী খামার স্থাপন;
- পাট চাষে কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ এবং পাট পঁচানোর জন্য সরকারিভাবে দুটি জমিতে জলাধার খননকরণ;
- বিভিন্ন বাসার ছাদে ছাদকৃষি সম্প্রসারণ ও জেলা প্রশাসনের প্রশাসনিক বিল্ডিং-এর ছাদে ছাদকৃষি সম্প্রসারণকরণ;
- বিষমুক্ত ও অর্গানিক শাকসবজি এবং কৃষিপণ্য বিপণনে ০৪টি উপজেলায় অর্গানিক শপ/বাজার স্থাপনকরণ;
- খাদ্যে ভেজাল রোধকরণ;
- লিচু ও আম চাষিদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ড্রাগন ফলের চাষ উদ্বুদ্ধকরণ;
- মাশরুম চাষ উদ্বুদ্ধকরণ;
- পৌরসভার নতুন বাজারে বিষমুক্ত সবজি কর্নার স্থাপন;
- মাগুরা শহরের নোমানী ময়দানে সকাল বেলায় তাজা শাকসবজি ও ফলফলাদির হলিডে মার্কেট স্থাপন;
- সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও মাদকনির্মূল;
- সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও মাদকনির্মূলে জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ ও বিচার বিভাগ-এর মাধ্যমে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;
- মাগুরা জেলাকে মাদকমুক্ত জেলা হিসাবে ঘোষণা করার প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে শ্রীপুর উপজেলাকে মাদকমুক্ত ঘোষণা করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- শালিখায় কালিদাস খাল পাড়ে ফটকি নদীর তীরে ইকোপার্ক নির্মাণকরণ;
- শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইউনকিউবেশন সেন্টার নির্মাণ;
- শ্রীপুর উপজেলায় দ্বারিয়াপুর গড়াই নদীর তীরে ৬ একর খাস জায়গায় দৃষ্টিনন্দন ইকোপার্ক নির্মাণ;
- গণতন্ত্র ও আইনের শাসন সুদৃঢ় করা;
- প্রতি বুধবার গণশুনানির আয়োজন;
- জেলার সকল দপ্তরে সেবা নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;
- সাইবার ক্রাইম মোকাবিলায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ই-নথির শতভাগ বাস্তবায়ন; এবং
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।

দারিদ্র্য নির্মূল :

- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাবলম্বী করতে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প হতে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিদর্শন;
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সফল বাস্তবায়নে মনিটরিং জোরদারকরণ;
- সহজ শর্তে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ। এতদ্‌বিষয়ে জেলায় কর্মরত ৪২টি এনজিওর কার্যক্রম মনিটরিং বৃদ্ধিকরণ;
- জেলা ত্রাণ ভান্ডার নির্মাণকরণ;
- সকল স্তরে শিক্ষার মান বৃদ্ধি :
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান বৃদ্ধিকল্পে 'আড়পাড়া মডেল স্কুল'-এর অনুরূপ ১২টি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠাকরণ;
- মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচ্ছন্নকরণ ও সৌন্দর্যবর্ধন;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন;
- শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অর্জনকে আরও প্রাণবন্ত করার জন্য পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলার ব্যবস্থাকরণ;
- কালেক্টরেট লাইব্রেরি আধুনিকায়ন এবং আধুনিক গ্রন্থ সংগ্রহকরণ;
- বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী স্কুলের রেজিস্ট্রেশন, সরকারি জমি প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ;
- LLDP প্রকল্পের আওতায় স্কুল মিল্ক ফিডিং ও স্কুল এগ ফিডিং কর্মসূচি চালুকরণ;
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম্প নির্মাণ;
- সরকারি হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে শেখ রাসেল গার্ডেন স্থাপন;
- বিজ্ঞানী এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান ক্লাব গঠন প্রকল্প;
- মাগুরায় BIAM ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল প্রতিষ্ঠাকরণ;
- শুদ্ধস্বরে জাতীয় সংগীত উপস্থাপনের জন্য ১৫টি আদর্শ স্কুল নির্বাচন;
- সূর্যমুখী স্কুল সংস্কার ও আধুনিকায়ন;
- প্রতিটি উপজেলায় একটি আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্বাচন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী স্কুল আধুনিকায়ন;
- সরকারি শিশু পরিবার আধুনিকায়ন এবং Guardian শেড নির্মাণকরণ;
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মুজিব কর্নার স্থাপন;
- প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'one day one word' কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
- মাদ্রাসা শিক্ষাকে মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে মনিটরিং বৃদ্ধিকরণ;
- শতভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুমের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা;
- দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান;
- সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি;
- কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণভিত্তিক শিল্প স্থাপন;
- নির্মিতব্য economic zone ও বিসিক শিল্পনগরীতে বেসরকারি বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধকরণ;
- Smart livestock village স্থাপন;
- পোল্ট্রি শিল্পের মানোন্নয়নে বেসরকারি বিনিয়োগ উদ্বুদ্ধকরণ; এবং
- আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে স্থানীয় কৃষক ও ব্যবসায়ীদের linkage তৈরির মাধ্যমে মসলা উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ উদ্বুদ্ধকরণ।

সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা :

- কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো আধুনিকীকরণ;
- জেলার সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে লেবার রুম আধুনিকীকরণ;
- মাগুরা মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণসহ যাবতীয় কাজ দ্রুত নিষ্পন্নকরণ;
- করোনা রোগী শনাক্তকরণে RT-PCR ল্যাব স্থাপন;
- ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে সংক্রামক রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য পৃথক ইউনিট চালুকরণ;
- No mask, No service-এর বাস্তবায়ন;
- চিকিৎসকদের কর্মস্থলে অবস্থান ও অফিস চলাকালীন প্রাইভেট প্র্যাকটিস ও রিপ্রেজেন্টেটিভদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করা;
- মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালকে দালালমুক্ত রাখা;
- প্রতিটি উপজেলায় Ideal Pharmacy স্থাপনের মাধ্যমে প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোনো ঔষধ বিক্রি না করা;
- প্রাইভেট ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের কার্যক্রম নিয়মিত তদারকিকরণ;
- প্রান্তিক পর্যায়ে জনসাধারণকে স্বাস্থ্যসম্পর্কিত বিষয়ে নিয়মিত অবহিতকরণ;
- মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষায় পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরকে সম্পৃক্তকরণ; এবং
- বিভিন্ন উপজেলায় কর্মরত এনজিওদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিতকরণ।

সার্বিক উন্নয়নে ডিজিটাল প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহার :

- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সেবার সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ;
- জেলা প্রশাসনের সকল সেবা অনলাইনে প্রদান;
- শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবসমূহের ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম মনিটরিং;
- শতভাগ ই-নথি নিশ্চিতকরণ;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের মাধ্যমে শতভাগ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা; এবং
- ৩৩৩.gov.bd ও ৩৩৩ হেল্প লাইন জনপ্রিয়করণ।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা :

- মাগুরা জেলাকে শতভাগ বিদ্যুতায়িত জেলা হিসাবে ঘোষণাকরণ;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসাবে সোলার প্যানেলের ব্যবহার জনপ্রিয় করা; এবং
- প্রি-পেইড মিটারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল প্রদান।

কৃষি-ব্যবস্থা যান্ত্রিকীকরণ :

- বীজ বপন, শস্য মাড়াই, কর্তনসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ডে প্রযুক্তির ব্যবহার;
- ইরিগেশনে বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পানির অপচয় রোধকরণ; এবং
- ফসল বাজারজাতকরণের জন্য সাপ্লাই চেইন গড়ে তোলা এবং সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন।

দক্ষ ও সেবামুখী জনপ্রশাসন :

- ভিক্ষুক পুনর্বাসন প্রক্রিয়া পুনঃচালুকরণ ও গতিশীলকরণ;
- উপজেলা ভূমি অফিসে সেবাকক্ষ নির্মাণ ও সেবা প্রত্যাশীদের বসার স্থান নির্মাণ;
- জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সকল দপ্তরে দৃশ্যমান স্থানে সেবার তালিকাসহ সিটিজেন চার্টার স্থাপন;
- জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সকল দপ্তরে সেবা গ্রহণ করতে আসা সেবা প্রত্যাশীদের সুপেয় পানি ও মানসম্মত টয়লেট স্থাপন;
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে জেলা/উপজেলা প্রশাসনের তথ্যপ্রদান ইউনিয়ন গতিশীলকরণ এবং দ্রুত আবেদনের ভিত্তিতে তথ্য সরবরাহ করা;
- e-governance-এর কার্যকর প্রয়োগ এবং Time, Cost, Visit (TCV) approach-এর মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবার স্থানান্তর;
- পঙ্গু, প্রতিবন্ধী ও শারীরিকভাবে চলাচলে অসমর্থ সেবাগ্রহীতাদের জন্য হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা এবং তাদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে সেবা প্রদান;
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গণশুনানি নিশ্চিতকরণ। গণশুনানিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি করা; এবং
- ভূমি সেবার ডিজিটালাইজেশন নিশ্চিতকরণ।

জনবান্ধব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা :

- সরকারি হেল্পলাইন ৩৩৩, ৯৯৯, ১০৯৮ সহ তাৎক্ষণিক বিভিন্ন সেবা প্রদানসংক্রান্ত হেল্পলাইনসমূহ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা;
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থায় কর্মরতদের মানসিকতা পরিবর্তনের লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তাদের সংস্থার অভ্যন্তরে শুদ্ধাচার কৌশল চর্চা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনবান্ধব মানসিকতা গড়ে তোলা;
- কর্মকর্তা কর্মচারীদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বার্ষিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুরস্কৃত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- ভোগান্তি কমাতে অনলাইনে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আনসার বাহিনীকে সম্পৃক্ত করা; এবং
- Police Regulation of Bengal-এর প্রবিধান-১৯ কার্যকর করতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নিয়মিত থানা পরিদর্শন বৃদ্ধি করা।

নিরাপদ সড়কের নিশ্চয়তা :

- সড়কে চলাচলের ক্ষেত্রে নিরাপত্তামূলক লিফলেট ও স্টিকার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও জনগণের মধ্যে বিতরণ করা;
- হাইওয়েতে ইমপ্রোভাইজড ভেহিক্যাল চলাচল নিষিদ্ধকরণ;
- লাইসেন্সধারী ড্রাইভারদের ডেটাবেজ তৈরি করা;
- সড়ক নিরাপত্তা, দুর্ঘটনা, সতর্কতা, যাত্রী-শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- ড্রাইভারদের ছবিসহ নাম ঠিকানা প্রতিটি গাড়ির সামনে প্রদর্শনের বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে;
- নিরাপদ সড়ক আইন, ২০১৮ বাস্তবায়ন;
- জেলা ও উপজেলার সকল ফিলিং স্টেশনে No helmet, No fuel আন্দোলন চলমান রাখা;
- নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে লাইসেন্সবিহীন ড্রাইভারদের বিরুদ্ধে সড়ক আইন, ২০১৮ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মাগুরা জেলায় মাগুরা-ফরিদপুর, মাগুরা-ঝিনাইদহ ও মাগুরা-যশোর হাইওয়ে-এর মাগুরা অংশে রোড ডিভাইডারে সৌন্দর্যবর্ধন; এবং
- হাইওয়ের দুইপাশে অবস্থিত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের স্থাপনা নির্দেশক বিলবোর্ড স্থাপন করা।

প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও অটিজম কল্যাণ :

- মাগুরা সদরের পারনান্দুয়ালীতে অবস্থিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী স্কুলটি জেলা প্রশাসন ও সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ ও মানোন্নয়ন;
- জেলার সরকারি দপ্তরসমূহে স্বীয় উদ্যোগে ও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধীদের জন্য পর্যাপ্ত হুইল চেয়ারের ব্যবস্থাকরণ;
- প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিকদের জন্য সকল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা প্রদান;
- জেলার সকল প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি ডেটাবেজ প্রস্তুত করে তাদের সুস্বাস্থ্য, শিক্ষা, মর্যাদা ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিতকরণে সকল প্রতিবন্ধীদের ভাতার আওতায় নিয়ে আসা;
- সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে অটিস্টিক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের উপযোগী শিক্ষা সুবিধা নিশ্চিত করা; এবং
- নির্মাণ চলমান এবং ভবিষতে নির্মাণাধীন সকল ভবনে Ramp ও Wheel chair-এর ব্যবস্থাকরণ।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

সিরিজদিয়া বাওড় ভিউ রিসোর্ট ও ইকোপার্ক (পর্যটন শিল্প) : মাগুরা সদর উপজেলার চাউলিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত সিরিজদিয়া বাওড়টি দেখতে ইংরেজি ইউ (U) আকৃতির একটি জলাধার। বাওড়টির মোট আয়তন প্রায় ৬০ একর। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার এই বাওড়টি। বাওড়ের পাড় ঘেঁষে রয়েছে প্রাকৃতিক অপার সৌন্দর্যের ছোয়া ও বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ। আরও রয়েছে শান বাঁধানো ঘাট। এ যেন প্রকৃতি তার নিজের হাতে সবকিছু পরম যত্নে সাজিয়ে রেখেছে। এই বাওড়টিকে জেলা প্রশাসন সাম্প্রতিক সময়ে রিসোর্ট ও ইকোপার্ক হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে। এ ছাড়া এখানে ভ্রমণপিপাসু মানুষের আগমনের কারণে এখানে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গড়ে উঠবে যা মানুষের আত্মকর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : তথ্য সরবরাহের মোট আবেদন সংখ্যা ০৬টি, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা ০৬টি এবং তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিল নেই।

যশোর

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

উদ্ভাবনী তালিকার ছক

ক্রমিক	উদ্ভাবনের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বাস্তবায়ন শুরু/শুরুর সম্ভাব্য তারিখ	প্রত্যাশিত ফলাফল	উপকারভোগী
১	উদ্ভাবনের নাম 'মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন' মাধ্যমিক স্তরের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজির ফলাফল অসন্তোষজনক। ইংরেজি শিক্ষা মানোন্নয়নে যশোর জেলার সদর উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কার্যক্রম চলমান।	০১ ডিসেম্বর ২০২০	৩০% ইংরেজি শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে শিক্ষার্থীরা ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করবে।	৬০০ জন
২	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) যশোর	৩০ অক্টোবর ২০২০	২০% এ জেলায় কী কী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে একনজরে দেখা যাবে, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম নিশ্চিত হবে।	করোনাকালীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় ক্লাসরুম ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তবে ফেসবুকের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম চলমান
৩	প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়	১৫ অক্টোবর ২০২০	১০% শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে প্রোগ্রামিং-এ পারদর্শিতা অর্জন করবে।	করোনাকালীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় প্রশিক্ষণটি শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না।
৪	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শার্শা	০৫ নভেম্বর ২০২০	১০০% ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে বেকার নারী-পুরুষ ঘরে বসে অর্থ উপার্জন করতে পারছে	৩০ জন
৫	সহকারী কমিশনার (ভূমি) শার্শা, যশোর	০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১	উদ্ভাবনটির কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু করা হবে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি সম্পন্ন করা হলে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ আইসিটি কার্যক্রমে দক্ষতা অর্জন করবেন।	-

ক্রমিক	উদ্ভাবনের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বাস্তবায়ন শুরু/শুরুর সম্ভাব্য তারিখ	প্রত্যাশিত ফলাফল	উপকারভোগী
৬	উদ্ভাবনের নাম–খুদে বক্তা তৈরি যশোর সদর উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খুদে বক্তা তৈরির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান। নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে খুদে বক্তা তৈরি করা হচ্ছে। বাস্তবায়নকারী : উপজেলা শিক্ষা অফিসার, যশোর সদর, যশোর	০১ জুলাই ২০২০ সাল	৪০% উদ্ভাবনটি সফলভাবে সম্পন্ন করা হলে শিক্ষার্থীদের কোনো বিষয়ে বক্তব্য দেবার ক্ষেত্রে কোনো জড়তা থাকবে না।	প্রায় ১০০০ জন
৭	উদ্ভাবনের নাম–মৎস্য খামারের GIS ম্যাপিং যশোর সদর উপজেলা মৎস্য সম্পদের দিক থেকে একটি সমৃদ্ধশালী ও জীববৈচিত্র্যপূর্ণ উপজেলা। এখানে অসংখ্য খাল বিলে দেশীয় প্রজাতির ছোটো মাছ প্রকল্প ও পুকুরগুলোয় কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ, খামারগুলোতে পাংগাস, তেলাপিয়া, কৈ, শিং মাগুর, পাবদা/গুলশা মাছ। উন্মুক্ত জলাশয়ে বিভিন্ন দেশীয় প্রজাতির মাছে সমৃদ্ধ GIS-এর মাধ্যমে সকল খামার ও জলাশয়গুলোকে ম্যাপিং করতে পারলে সম্পদগুলোর একটি সামগ্রিক সুস্পষ্ট তথ্যচিত্র তৈরি করা সম্ভব হবে। এতে করে মুহূর্তের মধ্যে কোনো এলাকায় কোনো মাছ উৎপাদন হয়, কোনো কোনো খামারি কী প্রযুক্তিতে কী জাতীয় মাছের চাষ করে তার একটি সামগ্রিক চিত্র অনুমান করা সম্ভব হবে। এলাকাভিত্তিক/সম্পদভিত্তিক মৎস্য চাষের প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহার করে/অভিজ্ঞতা বিনিময়/ তথ্য গ্রহণ করে অধিক মৎস্য উৎপাদনে ভূমিকা রাখতে পারবেন। বাস্তবায়নকারী : জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, যশোর	০২ জুলাই ২০২০	৬০% মৎস্য খামারের GIS ম্যাপিং-এর ফলে সকল খামার ও জলাশয়গুলোর সামগ্রিক তথ্যচিত্র তৈরি করা সম্ভব হবে।	প্রায় ২৫০ জন
৮	উদ্ভাবনের নাম–অভিবাসন সেবায় ওয়ান স্টপ সার্ভিস ডিইএমও, যশোর হতে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীগণের বৈদেশিক রেজিস্ট্রেশন, ফিঙ্গার প্রিন্ট, তিন দিনের ব্রিফিং ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। তিন দিনের ব্রিফিং চলাকালীন বহির্গমন ছাড়পত্র, স্মার্ট কার্ড প্রদানের বিষয়ে অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ শেষে বহির্গমন ছাড়পত্র এবং স্মার্ট কার্ড প্রদান। বাস্তবায়নকারী : সহকারী পরিচালক জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, যশোর	০১ জুলাই ২০২০	৮০% ওয়ান স্টপ সার্ভিসের ফলে বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীগণের বহির্গমনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যাবে।	৫০০ জন

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : ২০২০-২১ অর্থবছরে তথ্য সরবরাহের আবেদনের সংখ্যা ৩৪টি, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা ৩২টি এবং তথ্য কমিশন বরাবর আপিলের সংখ্যা ০৪টি। আপিল আবেদন ০৪টি জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়েছে।

১০.৭ বরিশাল বিভাগ

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- স্বল্প সময়ে জনগণকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে;
- স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' যথাযোগ্য মর্যাদায় বরিশাল বিভাগের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পালিত হচ্ছে;
- এ কার্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- সরকারি নির্দেশনার আলোকে বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে;
- অফিস প্রাঙ্গণে সৌন্দর্যবর্ধনে পরিকল্পিতভাবে ফুলের বাগান ও বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে; এবং
- APA-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বছরে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় এ কার্যালয়ের ৪৮ জন ৩য় শ্রেণির কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' যথাযোগ্য মর্যাদায় বরিশাল বিভাগের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পালন নিশ্চিতকরণ;
- স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় বরিশাল বিভাগের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পালন নিশ্চিতকরণ;
- মহামারি করোনা প্রতিরোধে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ;
- মহামারি করোনা প্রতিরোধে সরকারের গৃহীত সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে বরিশাল বিভাগের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পালন নিশ্চিতকরণ;
- শুদ্ধাচারসংক্রান্ত উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ;
- শুদ্ধাচার প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন;
- ই-ভূমি সেবা প্রদানের জন্য One Stop Service-এর মাধ্যমে ভূমি সেবাকে যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনায় উন্নীতকরণ-এর মাধ্যমে জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান;
- স্বল্প সময়ে জনগণকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ; এবং
- শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

২০৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত Sustainable Development Goals (SDGs) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বরিশাল বিভাগীয় প্রশাসন বদ্ধপরিকর। জেলা পর্যায়ে ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে অভীষ্টসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে এ কার্যালয় হতে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভাগীয় প্রশাসন, বরিশাল কর্তৃক SDG অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনাসমূহ নিম্নরূপ :

- SDG-এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনকে অগ্রাধিকার দিয়ে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল করা হয়েছে;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার তথা উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে জনসেবা নিশ্চিতিকরণ; এবং নাগরিক সেবার মান আরও বৃদ্ধিপূর্বক জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিতকরণে সভা অনুষ্ঠান ও সেমিনার আয়োজন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ : বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির আওতায় বিভাগীয় কমিশনারের সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের এবং বিভাগীয় কমিশনারের সঙ্গে জেলা প্রশাসকগণের চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম : প্রতিবছর ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন করা হয়।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম : অসুস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের ঐচ্ছিক তহবিল হতে বিভিন্ন সময়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : তথ্য সরবরাহের মোট আবেদন ০৪টি, সরবরাহকৃত তথ্য ০৪টি এবং তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিল হয়নি। বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে দায়েরকৃত আপিল আবেদন ০২টি এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে নিষ্পত্তিকৃত আপিল আবেদন ০২টি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : দুর্যোগকালীন সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত মহড়ার আয়োজন করা হয়।

বরিশাল

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কার্যাবলি :

- প্রতিবছর ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন করা হয়;
- বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;
- জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম নিয়ে বর্ষব্যাপী মুজিববর্ষ ক্যালেন্ডার প্রস্তুতকরণ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক অর্থসহায়তা কার্যক্রমের আওতায় উপকারভোগীদের ডেটাবেজ প্রস্তুতকরণ; এবং
- করোনাকালীন বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ত্রাণ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ।

২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা : নদীভাঙনে তিগ্রস্তদের ডেটাবেজ প্রণয়ন ও সংরক্ষণ।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম : ইনোভেশন উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে ইনোভেশন সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও মেলা আয়োজন।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা ২০টি এবং সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা ২০টি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে আশ্রয়হীনদের পুনর্বাসন;
- ভূমিহীন ও গৃহহীনদের সঠিক তালিকা প্রস্তুতপূর্বক সংরক্ষণ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক অর্থসহায়তা কার্যক্রমের আওতায় উপকারভোগীদের ডেটাবেজ প্রস্তুতকরণ;
- অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সাহায্য প্রদান;
- অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গৃহনির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ;
- গৃহহীনদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারভিত্তিক আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন; এবং
- অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের মাধ্যমে খাল উদ্ধারকরণ।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোনো বিষয় : তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান। এ লক্ষ্যে অন-লাইনে আবেদন গ্রহণ ও সেবা প্রদান কার্যক্রমসহ সরকারি নানা সেবা ও প্রস্তুতির বিষয়ে ডিজিটাল বোর্ডে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

পটুয়াখালী

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গাবন্ধু তোরণ হতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় পর্যন্ত পৌরসভার উদ্যোগে রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে;
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে টেরাকোটার মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়েছে;
- জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষ ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনসহ আধুনিকায়ন করা হয়েছে;
- জেলা প্রশাসকের বাসভবনের অফিস ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনসহ আধুনিকায়ন করা হয়েছে;
- সরকারি নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সকল অনুষ্ঠান ও দিবসসমূহ যথাযথভাবে উদ্‌যাপন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে; এবং
- জেলা ব্র্যান্ডবুক-এর ২য় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পটুয়াখালী-এর ডিসি গার্ডেন-এর সৌন্দর্যবর্ধন;
- জেলা প্রশাসকের বাসভবনে যুগোপযোগী ড্রেনেজ ব্যবস্থাকরণ;
- সার্কিট হাউজ পটুয়াখালীর যুগোপযোগী ড্রেনেজ ব্যবস্থাকরণ;
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়-এর ৬টি পাবলিক ওয়াশরুম আধুনিকীকরণ;
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়-এর গাড়ির গ্যারেজ কাম ডরমিটরি নির্মাণ;
- শিশুদের বিনোদনের জন্য পার্ক স্থাপন;
- সফটওয়্যার ব্যবহার করে নামজারি প্রক্রিয়া সহজীকরণ, ডিজিটাল পদ্ধতিতে শতভাগ ভূমি উন্নয়ন কর দাবি নির্ধারণ;
- উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহে One Stop Service চালু করার মাধ্যমে ভূমি প্রশাসনকে অধিকতর সহজ ও জনবান্ধব করে গড়ে তোলা;
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সকল সরকারি অফিসের সঙ্গে ই-নথির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজের সমন্বয় সাধন করা;
- সকল প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজসমূহে শতভাগ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু করা;
- জেলা প্রশাসনে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ডেটাবেজ তৈরি করা;
- গলাচিপা, কলাপাড়া ও রাঙ্গাবালী উপজেলায় ৭০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সৃজন করা; এবং
- সোনার চরে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনসহ কুয়াকাটা পর্যটন এলাকাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা।

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

জেলা পর্যায় :

পটুয়াখালী : শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি নিশ্চিতকরণ

উপজেলা পর্যায় :

- পটুয়াখালী সদর : ভূমির সুষম ব্যবহার;
- দুমকী : আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ;
- বাউফল : উপজেলার নদী ভাঙন রোধ করা;
- দশমিনা : শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি নিশ্চিতকরণ;
- গলাচিপা : শতভাগ জমিতে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- মির্জাগঞ্জ : মির্জাগঞ্জ উপজেলা হতে পটুয়াখালী জেলা সদর পর্যন্ত পায়রা নদীর উপর সংযোগ সেতু ও নদী রক্ষা বাঁধ নির্মাণ;
- কলাপাড়া : ০৯ (নয়) মাস লবণাক্ততার কারণে চাষাবাদে অসুবিধা হওয়ায় স্লুইজ গেট নির্মাণসহ সেচের পানির ব্যবস্থা এবং খাবার পানির জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা; এবং
- রাঙ্গাবালী : রাঙ্গাবালী সদরসহ সকল উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ :

- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসরণপূর্বক দপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্মচারীদের কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ;
- ই-নথির মাধ্যমে ডিজিটাল অফিস বাস্তবায়ন;
- বাউফলের মৃৎশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে বিকাশ সাধন বেগবানকরণ;
- রাখাইনদের সংস্কৃতি পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে বিকাশ সাধন এবং দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিচিতকরণ;
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নার প্রতিষ্ঠা;
- কুয়াকাটা সি-বিচ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আইন শৃঙ্খলাসহ অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিক করতে বিচ ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন।

শৃঙ্খলাজনিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম :

- ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দুর্নীতি প্রতিরোধে সেবা গ্রহীতাদের দালালের শরণাপন্ন না হয়ে সরাসরি অফিসে যোগাযোগের মাধ্যমে সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জনসাধারণকে উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় ব্যাপক প্রচারণার (মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ক্ষতিপূরণের টাকার চেক সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস/ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের সরাসরি হাতে হাতে প্রদান করা হয়; এবং
- ফ্রন্ট ডেস্ক/জেলা ই-সেবা কেন্দ্রে সরাসরি যেন সেবা গ্রহীতাগণ ভূমি অধিগ্রহণ শাখার কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন সে জন্য কলিং বেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সাধারণ জনগণকে অবহিত করার জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পটুয়াখালীতে ১৬ ফুট দৈর্ঘ্যের এবং ১২ ফুট প্রস্থের ডিজিটাল পাবলিসিটি স্ক্রিন স্থাপন;
- পটুয়াখালী জেলায় মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি কলেজ পর্যায়ে এবং মাধ্যামিক পর্যায়ে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে;
- করোনাকালীন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে পাঠদান কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে;
- দুমকী উপজেলা হতে ওয়েবপোর্টালে 'অনলাইনভিত্তিক স্বেচ্ছায় রক্তদান' শিরোনামে সেবাবক্স খুলে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের রক্তের গ্রুপ এবং মোবাইল নম্বরসহ নামের তালিকা সংযোজনের মাধ্যমে রক্তগ্রহীতার রক্তপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে;
- পটুয়াখালী সদর উপজেলায় ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শতভাগ শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ স্মার্টটিভিতে Add Apps প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ডিভাইস সংযোজনের মাধ্যমে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করে এবং ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে ই-লার্নিং, শিক্ষক বাতায়ন, মুক্তপাঠ, খান একাডেমি, ১০ মিনিট স্কুল, ইউটিউব ইত্যাদি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে উন্নতমানের কন্টেন্ট উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদের অধিকতর স্থায়ী এবং কার্যকরী শিখন ফল অর্জন নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে;
- ডিজিটাল লাইব্রেরি স্থাপনের উদ্যোগ;
- সমগ্র জেলায় মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি কলেজ পর্যায়ে এবং মাধ্যামিক পর্যায়ে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে;
- মাল্টিমিডিয়া ও মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিতকরণের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে Smart TV (ইউটিউবের বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট ব্যবহার করে)-এর মাধ্যমে পাঠদান কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে; এবং
- মানসম্মত শিক্ষা এবং ইংরেজি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পাঠ্য বইয়ের সকল ইংরেজি শব্দের বাংলা অর্থসহ তালিকা প্রস্তুতপূর্বক শ্রেণি কক্ষের দেওয়ালে ফ্রেমে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

করোনাকালীন ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ :

- কোভিড-১৯ মহামারি প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে শিক্ষার্থীদের ও তাদের অভিভাবকদের স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (Youtube, Facebook, Messenger, Whatsapp) উৎসাহিত করা হচ্ছে;
- উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ ও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ, সদর, পটুয়াখালী-এর উদ্যোগে করোনাকালীন শিক্ষার্থী পাঠদান কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখা ও নিয়মিত লেখাপড়ার মধ্যে শিক্ষার্থীদের মনোনিবেশ ধরে রাখার জন্য অনলাইন পাঠদান কার্যক্রম 'ডিজিটাল স্মার্ট স্কুল নেটওয়ার্ক, সদর, পটুয়াখালী' Youtube, Facebook Page ও Messenger-এর মাধ্যমে চলমান;
- সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক শিক্ষকদের মাঝে নির্ধারিতসংখ্যক শিক্ষার্থীর দায়িত্ব বণ্টন করে অনলাইন পাঠদান মনিটরিং ও মেনটরিং-এর কার্যক্রম নিশ্চিত করা হচ্ছে যাতে সকল শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক শিক্ষা গ্রহণে সাধারণ ধারা থেকে বিচ্যুত না হয়;
- উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ ও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ, সদর, পটুয়াখালী-এর উদ্যোগে অন লাইন পাঠদান;
- কার্যক্রম ফলপ্রসূ করার জন্য অনলাইন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট বিষয়ের অনলাইন পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সংসদ টেলিভিশনে প্রচারিত 'আমার ঘর আমার স্কুল' প্রোগ্রাম সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক শিক্ষকদের মাঝে নির্ধারিতসংখ্যক শিক্ষার্থীর দায়িত্ব বণ্টন করে শিক্ষার্থীদের ক্লাস রুটিন অনুযায়ী দেখার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করা হয়েছে; এবং
- সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইনে ক্লাস চালু করা হয়েছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম : গণকর্মচারীদের বার্ষিক ৬০ ঘণ্টাব্যাপী প্রশিক্ষণের আওতায় এ কার্যালয়ের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গ্রহীত কার্যক্রম : তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা ০৬টি এবং সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা ০৫টি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মুখে বঙ্গবন্ধু তোরণ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে;
- সার্কিট হাউজ, পটুয়াখালী-এর প্রবেশদ্বার নির্মাণ করা হয়েছে;
- সার্কিট হাউজের অভ্যন্তরে গাড়ি পার্কিং-এর জন্য আর.সি.সি. প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে;
- পটুয়াখালী সার্কিট হাউজের সেলামি মঞ্চ, প্যারেড গ্রাউন্ড মেরামত ও আধুনিকায়ন কাজ;
- পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বৈদ্যুতিক ফিটিংস ফিক্সার পরিবর্তনসহ লাইন মেরামত ও সংস্কার কাজ;
- পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জলছাদের সংস্কার ও মেরামত;
- জেলা প্রশাসকের বাংলোয় সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য পুকুর ও ঘাটলা নির্মাণ করা হয়েছে; এবং
- জেলা প্রশাসকের বাংলোয় গাড়ির গ্যারেজ পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে।

ভোলা

SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সকলকে উদ্‌বুদ্ধকরণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, তিন বছর মেয়াদি ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনায় SDG-এর লক্ষ্যসমূহ সমন্বয় করা হয়েছে।

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ : ২০২১ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদি ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম : আবেদনের সংখ্যা ০৯টি এবং সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা ০৯টি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মুক্তিযোদ্ধা কর্নার, ভোলা কালেক্টরেট স্কুল, বোরহানউদ্দিন উপজেলা প্রশাসন স্কুল ও ল্যাকটেটিং মাদার'স বেবি কেয়ার সেন্টার স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে।

পিরোজপুর

দপ্তর/সংস্থা সমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ : অনলাইন সেবা নিশ্চিতকরণ।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গ্রহীত কার্যক্রম : তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্য ০৫টি; সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা ০৫টি।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এ জেলার ০৭টি উপজেলায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে ১ম ও ২য় পর্যায়ে ৩,১৭৯টি পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হয়েছে; এবং
- আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে আশ্রয়হীনদের পুনর্বাসন।

বরগুনা

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

- রেকর্ডরুমের জন্য পৃথক সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে E-reporting শুরু করা হয়েছে। মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ানসমূহ ডিজিটালাইজড করার কার্যক্রম চলমান; এবং
- বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম জোরদারের মাধ্যমে বরগুনা জেলাকে সবুজ বরগুনা হিসাবে ঘোষণা করা এবং ইকো ট্যুরিজম প্রমোট করা।

২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা : মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ : ০৩ (তিন) বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে;

প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো উল্লেখযোগ্য বিষয় : মিডিয়া ও রিসোর্স সেলকে আধুনিকীকরণ করা; এবং

জেলার মোট উদ্ধারকৃত পতিত/খাস জমির তথ্য : এস. এ. অ্যান্ড টি. অ্যাক্ট অনুযায়ী বরগুনা জেলায় উদ্ধারকৃত পতিত/খাস জমির মোট পরিমাণ ৪.২১ একর।

ঝালকাঠি

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে ৪টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে গৃহনির্মাণ করে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১০.৮ সিলেট বিভাগ :

২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি :

জেলা : সিলেট :

- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল বাংলাদেশে পদার্পণ উপলক্ষ্যে ২৭ ও ২৮ মার্চ ২০২১ তারিখে ২ দিনব্যাপী আলোচনা সভা, ভিডিও প্রদর্শনী, তথ্যচিত্র প্রদর্শন, কুইজ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রূপকল্প ২০৪১ : উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে;
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের আওতায় ১ম পর্যায়ে ইতোমধ্যে এ জেলায় ২৬৫২টি গৃহনির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২য় পর্যায়ে কানাইঘাট ও গোয়াইনঘাট উপজেলায় ১১৫টি গৃহনির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে;
- জেলা পর্য়ায়ে করোনা সংক্রমণ রোধে করণীয় নির্ধারণ করতে ও ত্রাণসহ সার্বিক কার্যক্রম সুসমন্বয়ের লক্ষ্যে জেলা করোনা কমিটি গঠন করে ২০টি সভা আয়োজন করা হয়েছে। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে তদারকি করা হচ্ছে;

- করোনা প্রতিরোধে হাটবাজার, মসজিদ-মন্দিরসহ সকল জনসমাগমস্থলে সচেতনতামূলক ফেস্টুন ও ব্যানার টাঙানো হয়েছে। সচেতনতা সৃষ্টির জন্য জেলা প্রশাসন-এর পক্ষ হতে জেলাপ্রশাসক, সকল অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক, সহকারী কমিশনার, জেলা পর্যায়ের সকল দপ্তর প্রধান, জনপ্রতিনিধি ও বেসরকারি সংস্থার নেতৃত্বে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন দপ্তর/বিভাগে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে;

- করোনায় আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা নিশ্চিতকরণে ডেডিকেটেড হাসপাতাল হিসাবে সিলেট সদরে অবস্থিত ১০০ শয্যাবিশিষ্ট শহিদ শামসুদ্দিন হাসপাতালকে প্রস্তুত করা হয়েছে। এ ছাড়া খাদিমনগরস্থ ৩১ শয্যাবিশিষ্ট হযরত শাহপরান (রঃ) হাসপাতালকে করোনা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার্থে নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লিখিত হাসপাতালসমূহে সার্বক্ষণিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় লোকবল রোস্টার ভিত্তিতে নিয়োজন করা হয়েছে; এবং

- করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ অথবা এ কারণে উদ্ভূত যে-কোনো দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলায় আগ্রহী ব্যক্তিগণ মানবিক সাহায্য হিসাবে অর্থ সাহায্য প্রদানের সুবিধার্থে 'করোনা মোকাবিলা সহায়তা তহবিল' নামীয় ব্যাংক হিসাব চালু করে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। এ ছাড়া মানবিক সহায়তার অংশ হিসাবে খাদ্যসামগ্রী জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়ের ত্রাণ শাখায় অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে জমা প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছে।

হবিগঞ্জ

উচাইল (শংকরপাশা) শাহী মসজিদ ও (৩) বিথঙ্গাল আখড়া, বানিয়াচং-এর ভৌত সুবিধাদি উন্নয়নের জন্য ট্যুরিজম বোর্ডে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে পানছড়ি ইকো রিসোর্টের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়নের জন্য ১,০০,৩০,১২৫/- (এক কোটি ত্রিশ হাজার একশত পঁচিশ) টাকা, মাধবপুর উপজেলাধীন মাধবপুর বাজার পুকুর (পার্ক), বাহুবল উপজেলাধীন সনাতন ধর্মালম্বীদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান শচী অঙ্গন ও বানিয়াচং উপজেলাধীন বিথঙ্গাল বড়ো আখড়ায় পর্যটকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,০০,০০,০০০/=(এক কোটি) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান। জেলার জগদীশপুর মোড় হতে চুনারুঘাট উপজেলা পর্যন্ত ২৪ কি.মি. রাস্তাকে গ্রিন ড্রাইভ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বহুসড়কে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরোপণ করা হয়।

সিলেট

- সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ নামক স্থানে নতুন বর্ডার হাট স্থাপন করার জন্য গত ১৬/১১/২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত পিলার নং-১২৪৮/১২এস স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ-ভারত উভয় দেশের যৌথ প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন। সভায় উভয় দেশের যৌথ প্রতিনিধি দলের উপস্থিতিতে, সীমান্ত পিলার নং-১২৪৮/১২এস এবং ১২৪৮/১০টি মধ্যবর্তী স্থানে নতুন বর্ডার হাট (ভোলাগঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ, ইস্ট খাসি হিলস ডিস্ট্রিক) স্থাপনের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়। উক্ত বর্ডার হাট নির্মাণকাজ ডিসেম্বর, ২০১৯ এ শেষ হয়েছে। বর্তমানে ভোলাগঞ্জ বর্ডার হাটটি ভারত-বাংলাদেশ এর যৌথ সমন্বয়ে উদ্‌বোধনের অপেক্ষায় আছে। করোনাভাইরাসের প্রার্দুভাব শেষ হলে এ-সংক্রান্ত কার্যক্রমের নির্দেশনা পাওয়া যাবে বলে সম্ভাবনা রয়েছে;

- ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রতিনিধির সমন্বয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় গত ২৩-২৪ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে 'Joint Committee on Border Haats'-এর দ্বিতীয় সভা বাংলাদেশের সিলেটে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিলেট জেলার সীমান্তবর্তী (কানাইঘাট উপজেলার 'সনাতনপুঞ্জি নামক স্থানে সীমান্ত পিলার নম্বর : ১৩১৫ তে এবং বিয়ানীবাজার উপজেলার 'মুড়িয়া নামক) স্থানে সীমান্ত পিলার (১৩৬৩-১৩৬৪)-তে সিলেট জেলায় নতুন ২টি বর্ডার হাট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

- সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার 'সনাতনপুঞ্জি' নামক স্থানে সীমান্ত পিলার নম্বর : ১৩১৫-তে নতুন বর্ডার হাট স্থাপন করার জন্য গত ১৫.০৬.২০১৯ তারিখে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বর্ডার হাট ব্যবস্থাপনা কমিটির পরিদর্শন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। পরিদর্শন কার্যক্রম শেষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং 'সনাতনপুঞ্জি-হুরই' বর্ডার হাটস্থাপনসংক্রান্ত ভারত-বাংলাদেশ MoU চুক্তি মোতাবেক ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বর্ডার হাট নির্মাণসহ যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করবে; এবং

- সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার ‘মুড়িয়া’ নামক স্থানে সীমান্ত পিলার নম্বর : ১৩৬৩-এম-তে নতুন বর্ডার হাট স্থাপন করার জন্য গত ২৪.১২.২০১৯ তারিখে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বর্ডার হাটব্যবস্থাপনা কমিটির পরিদর্শন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। পরিদর্শন কার্যক্রম শেষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং ‘মুড়িয়া-লাটু’ বর্ডার হাট স্থাপনসংক্রান্ত ভারত-বাংলাদেশ MoU চুক্তি মোতাবেক ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বর্ডার হাট নির্মাণসহ যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করবে।

ই-গভর্ন্যান্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :

- জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়, হবিগঞ্জ :

- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইসিটি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ‘জেলা পর্যায়ে ই-ফাইল (নথি) ব্যবহার’ বিষয়ক, কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বছরে ৬০ ঘণ্টা ব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে;

- কর্মচারীদের কল্যাণে হবিগঞ্জ কালেক্টরেটে কর্মচারী কল্যাণ সমিতি নামে সমিতি বিদ্যমান আছে। সমিতির মাধ্যমে প্রতিবছর কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বনভোজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়; এবং

- সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

সুনামগঞ্জ

১৫টি আশ্রয়ণ/আবাসন/ফেইজ-২/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে মাটি ভরাট সমাপ্ত হয়েছে এবং ০২টি গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের মাধ্যমে ৮০টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। অপরদিকে যার জমি আছে ঘর নেই তার নিজ জমিতে গৃহনির্মাণ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ১৯৩৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

হবিগঞ্জ

- ২০২০-২১ অর্থবছরে করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং সামাজিক নিরাপত্তা বজায় রাখার নিমিত্ত জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ কার্যালয় হতে বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণসহ লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। করোনা প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে আরোপিত বিধি-নিষেধ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। করোনাকালে বিভিন্ন সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং লকডাউন কার্যকর করার নিমিত্ত যথাযথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে; এবং

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রতিবন্ধী, দুস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তিদের করোনাভাইরাস (কোভিড ১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে এ জেলার সকল প্রতিবন্ধী, দুস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১২,৮৩,৭৮,০৫০/-(বারো কোটি তিরাশি লক্ষ আটাত্তর হাজার পঞ্চাশ) টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ প্রশাসনের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট

অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়

ক্রমিক	দপ্তর/সংস্থার নাম	বাজেট ২০২০-২১
১	১০৭০১০১১০০৭১৯-সচিবালয়	৫০৮৩৬৩৮
২	১০৭০১০১১০০৭২০-সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল	৩৭২১০০
৩	১৩১০০০৯০০-বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	১৫৯৯০০০
৪	১৩১০০১০০০-বাংলাদেশ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট (বিয়াম)	৬৭০০০
৫	১৩১০০১১০১-বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১১২৭৯৮৮
৬	১৩৫০০০১০০-অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি	১০০০০০
৭	১৩৫০০০২০০-বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইজিএম)	১০০০০০
৮	১০৭০২০১১০০৭২১-বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমি	২৮৩১০০
৯	১০৭০৩০১০০০০০০-বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়সমূহ	৯৯২৭০০
১০	১০৭০৩০২০০০০০০-জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সমূহ	৬৭৮৯২০০
১১	১০৭০৩০৩১০০৭৯৪-স্টেজিং বাংলো (কুমিল্লা)	২০০
১২	১০৭০৩০৪০০০০০০-সার্কিট হাউজসমূহ	৫৬৪১০০
১৩	১০৭০৩০৫০০০০০০-উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সমূহ	৫০৩২১৫৬
১৪	১০৭০৪০১১০১৩৪৯- প্রধান কার্যালয়, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	৭২৫২০
১৫	১০৭০৪০২১০১৩৫০-বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস	৭৬৪৩৫
১৬	১০৭০৪০৩১০১৩৫১-বাংলাদেশ স্টেশনারি অফিস	৪৮৪৩৫
১৭	১০৭০৪০৪০০০০০০-আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ	৫৮০০০
১৮	১০৭০৪০৫১০১৩৫৬-সরকারি প্রিন্টিং প্রেস	৫৬৯৫০০
১৯	১০৭০৪০৫১০১৩৫৭-বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়	৯১০৪০০
২০	১০৭০৪০৫১০১৩৫৮-বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস	২২৬২০০
২১	১২০০০৭০০৯-স্টেশনারি স্টোরস (বিশেষ কার্যক্রম)	৬৯০০০০
২২	১০৭০৫০১১০১৩৫৯-প্রধান কার্যালয়, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর	৪৯৫৪৭
২৩	১০৭০৫০২১০১৩৬০-সরকারি সড়ক পরিবহণ	৫০২৬০০
২৪	১০৭০৫০৩০০০০০০-জেলা সরকারি সড়ক পরিবহণ পুল	৮৮৯৮০০
২৫	১০৭০৫০৪০০০০০০-উপজেলা সরকারি সড়ক পরিবহণ পুল	৫১০১০০
২৬	১০৭০৫০৫১০১৪২৬-প্রধান কার্যালয়, সরকারি নৌ পরিবহণ পুল	৩২৯২০
২৭	১০৭০৫০৬০০০০০০-জেলা সরকারি নৌ পরিবহণ পুল	৬২১০০
২৮	১০৭০৫০৭০০০০০০-উপজেলা সরকারি নৌ পরিবহণ পুল	২৯৯৬০
২৯	১০৭০৫০৮১০১৪২৫-সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানা	১৬২২৪৫
	মোট পরিচালন ব্যয়=	**২৭০০১৯৪৪**
	মোট উন্নয়ন ব্যয়=	**৩৪৬৯০০০**
	সর্বমোট জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (পরিচালন ব্যয়) =	**৩০৪৭০৯৪৪**

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদান করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা :

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন নম্বর ও মোবাইল নম্বর	ই-মেইল ঠিকানা	আপিল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবি, ফোন, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল
রিপন চাকমা উপসচিব (প্রশাসন-৩)	৯৫৪০৬২৮ #০১৭১৫২৫০২১৯	adminfa@ mopa.gov.bd	কে এম আলী আজম সিনিয়র সচিব ফোন : ০২-২২৩৩৯০১০০ #০১৭০০৭১৭৭১১ secretary@mopa.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

জনপ্রশাসন পদক ২০২০ ও ২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে পদকপ্রাপ্তগণের সাথে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকায় বঙ্গাবন্ধু মুর‍্যাল উন্মোচন করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন

বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে “ফিটলিস্টভুক্ত/কর্মরত ইউএনও-দের ৩৩তম ওরিয়েন্টেশন কোর্স”-এর সনদ বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন

জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালিতে কর্মকর্তাবৃন্দ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল বিষয়ে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করছেন সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জনাব কে এম আলী আজম

বিপিএটিসিতে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিদর্শনের অংশ হিসেবে সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জনাব কে এম আলী আজম কর্তৃক বৃক্ষরোপণ

সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জনাব কে এম আলী আজম কর্তৃক বিপিএটিসি'র চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন

সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল পরিদর্শনকালীন কর্মরত কর্মকর্তাগণের সাথে মতবিনিময় করছেন সিনিয়র সচিব,
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জনাব কে এম আলী আজম

বাঃসঃমুঃ-৩৪৬৮ কম (বি-৩)/২০২১-২২—৫০০ বই, ২০২১।